ছোটগিন্নী।

(সামাজিক নক্সা।)

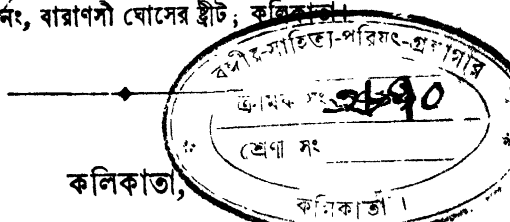
SERIES NO 5.



"বঙ্গনিবাসী"র ভূতপূর্ব্ব স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক

শ্রীমহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৪১/৩/১ নং, বারাণসী ঘোসের ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

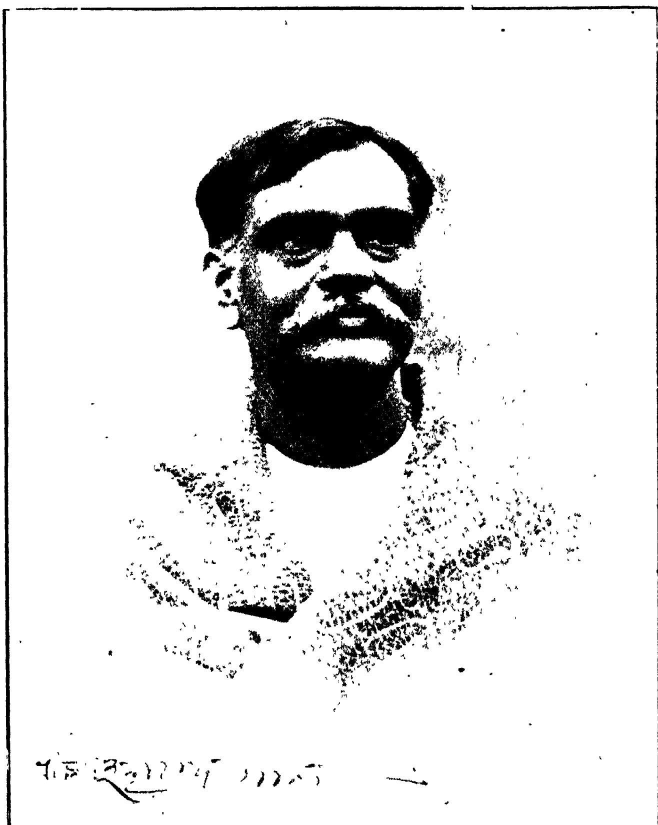


কলিকাতা,

৯নং, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট "নিত্যানন্দ প্রেসে"
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

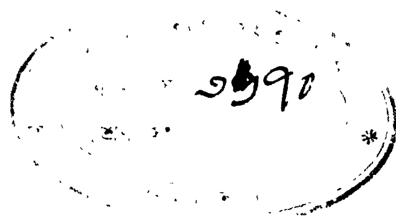
১৩২১

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।



জন্ম,—সন ১২৬২ সাল, ২৫শে শ্রাবণ।

KUNTALINE PRESS, CALCUTTA.



নাট্যোল্লিখিত—

পুরুষগণ।

হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	... ...	জনৈক সম্ভ্রান্ত।
সুরথ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	... ...	হরচন্দ্রের পুত্র।
ননীগোপাল	... ...	সুরথের শিশুপুত্র।
রাধানাথ রায়	... ...	হরচন্দ্রের বন্ধু।
নকুড় চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... ...	ছোটগিন্নীর ভ্রাতা।
হীরালাল	... ...	নকুড়ের বন্ধু।
ক্ষেপা হরিদাস	... ...	সাধু-বৈষ্ণব।

গুরুঠাকুর, পুরোহিত, মসীরাম-এটর্ণি, ভিখারী, বৈষ্ণবত্রয়, রাখালবেশী বালকগণ, বালকগণ, গ্রাম্যবালকগণ, সহিস, গ্রাম্যবাসীগণ, অফিসারবেশী ,থিকদ্বয়, নরগণ, হাবা-গোবে, ঢাকীগণ, ইন্‌স্পেক্টার, সব্‌-ইন্‌স্পেক্টার, পাহারাওয়ালাদ্বয়, বৈদ্যনাথের প্রধান পাণ্ডা, পাণ্ডা, বৈদ্যনাথের ভিখারীগণ।

স্ত্রীগণ।

ছোটগিন্নী	... ...	হরচন্দ্রের ভাদ্রবধূ।
অন্নপূর্ণা	... ...	হরচন্দ্রের পুত্রবধূ।
ব্রহ্মময়ী	... ...	সরকারী পিসিমা।
মঙ্গলার মা	... ...	দাসী।
থাকমণি	... ...	অন্নপূর্ণার মাতা।

মোক্ষদাসুন্দরী ... ... নকুড়ের স্ত্রী।

সুকুমারী ... ... নকুড়ের কন্যা।

পার্ব্বতী ... ... হরচন্দ্রের স্ত্রী।

মেনকা ... ... পার্ব্বতীর মাতা।

চারুবালা ... ... পার্ব্বতীর পিসীমা।

প্রেমলতা ... ... পার্ব্বতীর কাকীমা।

সুহাষিণী ... ... পার্ব্বতীর সম্পর্কীয়া ভগ্নী।

রেণুকাবালা ... ... প্রতিবাসিনী।

ঠাকুরণদিদি ... ... রেণুকার ঠাকুরমা।

গুলজার হরি ... ... নকুড়ের অবিদ্যা।

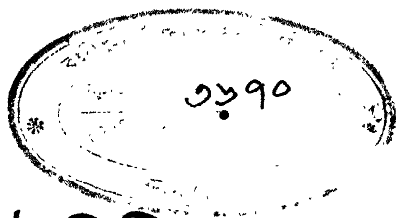
চামচিকে, বেরাল, হাঁদি, অনী, গেণী ... ... অভিনেত্রীগণ।

ভোঁদারমা, গজমণি ... ... বাগ্দিনীদ্বয়।

লক্ষ্মীয়া মহারাজণী ... ... বৈদ্যনাথেরপাণ্ডার স্ত্রী।

ভিখারিণীদ্বয়, নারীগণ, প্রতিবাসিনী, শাশুড়ীরদল,

দেববালাগণ।



ছোটগিন্নী।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



রন্ধনশালার সম্মুখস্থ দালান।

অন্নপূর্ণা আসীনা।

(থালায় ডা'ল বাছিতে বাছিতে স্বগতঃ)



অন্নপূর্ণা। বাজারে যত পয়সা দিয়ে জিনিষ কেন না কেন, ভাল জিনিষটী পা'বার যো নেই; সব বেটারাই জোচ্চোর—বব্‌্‌লে—চোর—চোর। এই দেখ না, এক কাঁড়ি পয়সা দিয়ে ডা'ল কিনে এনে, তার কত লাঞ্ছনা—কত হেনস্থা। কাঁকরে ভরা, কাঁকর বাছ্‌তে বাছ্‌তে আঙ্গুল গুলো ফুটো হ'য়ে গেল। গতর-সোহাগী আঁট-কুড়ী মাগীরা কি ক'রে এই ডা'ল গুলো না ঝেড়ে-বেছে রান্না ক'রে খায়-গা? আমি ত বাপু পারি নে,

আর কা'রো পাতে দিতেও যেন আমার মাথাটা কেটে নেয়। আবার যখন কাঁকরগুলো খাবার সময় দাঁতে লেগে কট্-কট্ ক'রে আওয়াজ হয়, (শিউরিয়া) মা গো! তখন আমার গা-টা যেন কেমন কেমন ক'রে ওঠে। যাই হোক, আবার (হাস্য করিয়া) পারশ প্রস্তুত ক'রে বাবুদের কোলে দিলে, তাঁরা যখন বলেন—ডুমুরের স্থক্তো, কিংবা মোচার সড়সড়ি আর হবে কি? তখন আমি অমনি আনন্দে ও গৌরবে হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাই। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় কোট্‌বার সময়—আঙ্গুলে কেমন একটা কাল কাল কষ্ ধরে, সেটা বাবু আমার ভাল লাগে না, অনেক কষ্টে দাগ গুলোকে তুল্‌তে হয়। তাই সাম্‌নে যে দিন যাকে পাই, তাকে দিয়েই কুটিয়ে নেই। ও ম—ঙ্গ—লা—র—মা—?

মঙ্গলার মা। (নেপথ্যে) যা—ই, কে—ন গা—বৌ—দিদি; যা—ই।

(মঙ্গলার মার প্রবেশ)

অন্ন। হ্যাঁগা ঠাকুর ঝি! তোমার যে গতর ন'ড়ে না দেখছি। কাল নন্দাই বুঝি সমস্ত রাত খোঁচাখুঁচি ক'রে তোমারে জ্বালাতন ক'রে ঘুমুতে দেয় নি?

মঙ্গলা। (কপটরাগান্বিত হইয়া) হাঁ হাঁ, এখন কি কর্ত্তে হবে বল।

অন্ন। এত বেলা হয়েছে, এখনও আমার মুখে আগুন পড়ে নি; তাই তোমাকে আমার মুখে আগুনটা দেবার জন্যে ডাকছিলেম। কত বেলা হ'য়ে গিয়েছে, তা জান? দেখ দেখি?

মঙ্গলা। বৌ দিদি! ভগবান্ কি তোমাকে একদিনের জন্যেও ভালমুখে মিষ্টিকথা কইতে শিখিয়ে দেন নি?

অন্ন। এ আর ভাল-মন্দ মিষ্টি কথা কি বল, এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে, এখনও উনুনে আগুন পড়ে নি, তাই তোমায় বলেছি,—তোমাকে ত আর ভাত রেঁধে কারও পাতে ভাত দিতে হবে না। যার জ্বালা, সে-ই জানে। (ক্রন্দনস্বরে) এম্নি পোড়া ঘরে বিয়ে হইয়েছে যে, কোন চুলোয় কেউ নেই যে, তাকে নিয়ে দোসর ক'রে কাজ-কর্ম্ম গুলো সেরে নেব? আমাকে-ই-ত এক হাতে সব ক'রে-কর্ম্মে নিতে হবে? কেউ-ত আমার আর দোসর হ'তে আস্বে না? কাজেই—আমার কথা তোমার ভাল-মিষ্টি না লাগে, সইতে না পার—তোমার ভাই না পোষায়, কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পার। তোমার গতর ভাল থাকলে, আমার মতন মনিব ঢের জুটবে। আর আমারও পয়সা থাকলে তোমার মতন অমন দাস-দাসী ঢের মিলবে। (স্বগতঃ) ভাত ছড়ালে আবার কাগের অভাব!

মঙ্গলা। (বিরক্ত হইয়া) কি দিয়ে উনুন ধরাব?

অন্ন। (বিরক্ত হইয়া) আমি জানি না।—আমার মাথা দিয়ে। এই এই—এই—শোন—এই—এই—একটা পয়সা নিয়ে (অঞ্চল হইতে পয়সা বাহির করিয়া ভূমে নিক্ষেপ) দূর্ হোক গে ছাই—নামটাও মনে আস্‌ছে না। ঐ—যে ঐ—যে গোল গোল মাল্‌পো—মাল্‌পোর মতন—ঐ যা হোক—কিনে নিয়ে এস গে।

মঙ্গলা। (পয়সা তুলিয়া লইয়া স্বগতঃ) ওঃ বাবা! ঘুঁটে-কুড়ুনীর

ঝি চন্দনবিলেসী। চির কালটা ছেলেবেলায় বাপের বাড়ীতে গোয়াল কাড়্‌তে কাড়্‌তে—ঘুঁটে দিতে দিতে হাত ক্ষয়ে গিয়েছে, আজও পর্য্যন্ত হাতে গোবরের গন্ধ ঘোচে নি, আর আমার বাবুর বাড়ীতে দুদিন ঘর কর্ত্তে আসতে না আসতেই বাবুর দুটো অন্ন পেটে পড়তে না পড়তেই, ওঃ বাবা! অমনি ঘুঁটের নামটা পর্য্যন্ত ভুলে গেল গা! একেই বলে—বনেদি, আর গর-বনেদি; ছোট ঘরের মেয়ে পয়সাওয়ালার ঘরে এলে এইরকমই হ'য়ে থাকে। আমার দিব্বি, এমন ছোটলোকের ঘরের মেয়ে দেখে শুনে কেউ যেন না কখনও বিয়ে ক'রে, ঘর কর্ত্তে আনে; সমান সমান ঘরে কুটুম কুটুম্বিতে করলেই সংসারের সুখ। (সহাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ! দিন কতক পরে হয়ত আবার শুনবো—চিড়ে মুড়কিকে দেখে ব'লে ফেলবেন—হ্যাঁগা—এ গুলো কোন দেশের ফল? (কপাল চাপড়াইয়া) হায়—হায়—পোড়া কপাল আমার! "ছিল ছুতরের ঝি, দেবী দিলেন বর, চিড়ে-মুড়কি দেখে বলবে, হ্যাঁগা, এ গুলো কিসের ফল?" বেঁচে থাকলে কত রকমই দেখতে পাওয়া যায়। [মঙ্গলার মার প্রস্থান।

নেপথ্যে। ক্রন্দনস্বরে— গীত।

তাল দশকোশী।

একা কৃষ্ণ বিনে মম গোকুল আঁধার হ'ল।
মনে কত আশা ছিল, সে সকলি ঘুচে গেল;
কেঁদে কেঁদে দিন গেল, ওগো মা আমার!

স্বামী শ্বশুর মরে গেলে, ধনেশ্বরী হব ব'লে,
(আমার সেই) আশালতা ছিঁড়ে দিলে, পাঁচ অভাগীর
ছেলেয় মিলে।
—ওগো মা আমার।

অন্ন। কাকীমা আমার হাড় খেলে—মাস খেলে—জালিয়ে পুড়িয়ে খেলে। অনেকেরি বাপু ভাতার-পুত মরে; কিন্তু এমন ক'রে প্রহরে প্রহরে কেউ শ্যামের বাঁশীর গান তোলে না। ভোরের সময় একবার মঙ্গল আরতির গান হ'য়ে গিয়েছে; আবার দেখ না, এবার বাল্যভোগের পালা পড়েছে।

(ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ)

ব্রহ্ম। (স্বগতঃ) কলির কি উল্‌টো বিচার বাবা!—রাবণের ধন বানরে লু'টে খেলে গো, রাবণের ধন বানরে লুটে খেলে। এই দেখ না—যার ধন তার ধন নয় নেকো মারে দই; এটাও কি বাবু কখনও প্রাণে সওয়া যায়—সহ্য হয়—অবলা অবীরা স্বামিপুত্র-বিহীনা, সে কোথায় তার ভাতারের দুটো চারটে পয়সা নিয়ে নাড়া চাড়া করবে, তা না হ'য়ে কিনা কোথাকার কে একটা ভাশুরপোর ছেলে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে বরের বাপ হ'য়ে ঠ্যাঙের উপর ঠ্যাং দি'য়ে পরের ধন আল্লো পে'য়ে পোদ্দারি করবে! তাই কিনা অবীরা মাগী বসে বসে দেখবে! এ-ত বাপু আমাদের প্রাণে সহ্য হয় না—হবেও না। লোকে যে যাই বলুক না কেন; আমি বলবো রাবণের ধন বানরে লুটে খেলে রে, রাবণের ধন বানরে লুটে খেলে।

(প্রকাশ্যে) এই যে, বৌ গিন্নী যে ব'সে হেথা। হ্যাঁলা নাত্‌বৌ! মাগী সেই অবধি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরে গেল, আর তুই এখানে বসে মজিয়ে মজিয়ে ডা'ল বাচ্ছিস্‌! তোর কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম একেবারেই নেই লা, ও মাগী ম'লে তোরি বেটাই ত সব পাবে লা।

অন্ন। দেখ পিসি মা! আমার এই ঘর-সংসারের ঠেলা গুলো তুমি যদি একদিনের তরে সহ্য কর্ত্তে পার, তা'হ'লে তোমার কাছে আমি শপথ ক'রে বলতে পারি যে, এক দিন কেন, দশদিন প্রহরে প্রহরে গিয়ে শ্যামের বাঁশীর গান থামিয়ে দিয়ে আস্‌তে পারি। আমার কি আর ঘর-সংসারের কোনও কাজ-কর্ম্ম নেই?

ব্রহ্ম। খুব রূপ-গুণে ঘর আলোকরা মেয়ে ঘরে এসেছিস্‌, যা হো'ক।

অন্ন। পিসি মা! একটু মুখ সাম্‌লে কথা কইলেই ভাল হয়।

ব্রহ্ম। একটা লোক কেঁদে কেঁদে মরে যাচ্ছে, তাই বলছিলেম।

অন্ন। আমি ত বাছা কার' কচুরী খাই নি যে, শ্যামের বাঁশীর আওয়াজ কাণে ঢুক্‌লেই দড়ি-দড়া ছিঁড়ে গোপিনীদের মতন ঘর-সংসার ফেলে শ্যাম-সোহাগিনী হ'বার জন্যে দৌড়বো—ছুটবো।

নেপথ্যে।—

গীত।

একা কৃষ্ণ বিনে মম গোকুল আঁধার হ'ল।
মনে কত আশা ছিল, সে সকলি ঘুচে গেল॥

ব্রহ্ম। এই দেখ না, একবার একটু থেমে ছিল, আবার সুরু হল; কেউ ত আর যাবে না! আমিই যাই (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাবণের ধন বানরে' লুটে খেলে রে, বানরে লুটে খেলে।

[প্রস্থান।

অন্ন। দূর হ মাগী হতচ্ছাড়ী! বাবাঃ! কচুরীর কি গুণ, কি—মাহাত্ম্য! মাগীর আস্পর্দ্ধাটা দেখেছ, মুখে বল্‌তে কিছু আটকা'ল না, যা'ইচ্ছে তাই বলে' ফেলে, বুকে বসে দাড়ী উপড়ে দিয়ে চলে' গেল। ছোট লোকের ঘরের মেয়ে কিনা, আর কত ভাল হবে বলো; শ্বশুরমহাশয় আমার এক হাতে রান্না-বান্না কর্ত্তে কষ্ট হয় দেখে, এই আঁটকুড়ী সর্ব্বনাশী মাগীকে খোরাক পোষাক চার টাকা মাহিনায় ঠিক করে' ছিলেন। আমার গুরুবল, তাই এই সরকারী পিসিমা মাগী তাতে রাজী হল না; হবে কেন, আমার এখানে ত আর কচুরী-পানতুয়া নেই। যা হউক, এমন ঘরেও আমি পড়েছিলেম? আমি ব'লে তাই আমার মতন মেয়ে হ'য়েও এই সব সহ্য করে' থাকলেম। অন্য কেউ হলে ঝেঁটিয়ে মাগীর বিষ ঝেড়ে দিত। এখন যাই, রান্নার উদ্‌যোগ করি-গে; একলাকেই ত সব ক'রে কর্ম্মে নিতে হবে।

[অন্নপূর্ণার রন্ধনশালার মধ্যে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



হরচন্দ্রমুখুয্যের বাটীর সদরদরজার সম্মুখস্থ পথ।

হরচন্দ্রের তামাক খাইতে খাইতে সদর দরজা দিয়া বহির্গমন।

হরচন্দ্র। (স্বগতঃ) কলিকালে মনুষ্যজীবনে আটটী নাক্ষত্রিকী দশা ভোগ হ'য়ে থাকে। যাদের যেরূপ লগ্নে বা দশায় জন্ম, তারা সেইরূপেই এই আটটী দশার মধ্যে সময়ানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ ক'রে থাকে। কোন' দশায় কেউ বা রাজা হয়, কেউ বা প্রজা হয়, আবার কেউ বা দরিদ্র হ'য়ে থাকে। যখন যে দশারই ভোগ হোক না কেন, সেই সময়ে চিত্তকে সন্তোষ ও শান্তিতে রাখতে পাল্লেই সুখে-দুঃখে এক রকমে জীবন অতিবাহিত করা যেতে পারে; কিন্তু আনন্দময়ীর চরণে শরণাগত থেকে, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পে'য়ে সুখে-দুঃখে কাল কাটান বড়ই কঠিন। এই দেখ'না—এক বৎসরের মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতাটী গেলেন—গৃহিণীটিও আমার গৃহশূন্য ক'রে চ'লে গেলেন—তা কি করব? ভগবানের উপর ত আর কারও হাত নেই, তিনি যখন যেরূপে রাখবেন, তখন সেই রূপেই কাল কাটা'তে হবে। বৌমা আমার বেঁচে থাকুন, তাঁর হাতের নোয়া খোয়ে যাক্। যাই হোক, যদিও

তিনি গরীবের ঘরের মেয়ে আমার মত লোকের ঘরে পড়েছেন, তথাপি তিনি আমার স্ত্রীবিয়োগান্তে এক দিনের জন্যও আমার সেবায় ত্রুটি করেন নাই। সেই বেটীর সেবার গুণে, আর আমার পৌত্র ননীগোপালের মুখের দিকে চেয়েই স্ত্রীবিয়োগজনিত শোকটা একে বারেই ভুলে গিয়েছি।

(রাধানাথরায়ের প্রবেশ)

হর। কি হে, রাধানাথ-ভায়া যে, আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ নাকি ?

রাধানাথ। (নস্য লইয়া) সে কি মশাই ! ভুলে যাব কেন ? ভুলতে কি পারি ? বড়ই ঝঞ্ঝাটে পড়েছি মশাই ! একে আয় কম, তার উপর দোজ-পক্ষে বিবাহটা ক'রে কি গুখুরী কাজই ক'রে ফেলেছি। মাগী এই অল্প দিনের মধ্যেই পাঁচ ছ'গণ্ডা ছেলেতে মেয়েতে বিইয়ে আমাকে বড়ই বিপন্ন ক'রে ফেলেছে—জ্বালাতন ক'রে মেরেছে। বলব কি মশাই !—সকাল বেলা উঠতে না উঠতেই এক বেটা এসে বল্লে—বাবা তোমার হাত খাব ! তারপর আর এক ব্যাটা এসে বল্লে তোমার পা খাব, আর এক বেটা কোথেকে এসে বল্লে মণ্ডা দিবিত দে, তা নইলে তোর ঘাড়ে কামড়াব ! আবার এক বেটা দৌড়ে এসেই ঘাড়ে চোড়ে গোঁপ ধ'রে হিড়্ হিড়্ করে টেনে বল্লে বাবা —তোমার মতন এক জোড়া গোঁপ দেবে-ত দাও, তা নইলে এই ছিঁড়ে দেব—বল্লেই টানা-টানি কর্ত্তে সুরু কল্লে। এই রকম সুখের জ্বালা-যন্ত্রণায় মশাই ! এখানে আসবার সময় করে উঠতে পারি নে। বলব কি মশাই ! মরে' আছি মশাই, মরে আছি। আজ

মশাই—একেবারে দড়ি-দড়া ছিঁড়ে—খোঁটা উপড়ে—দৌড়ে আপনার সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তে এসেছি।

হর। বেশ ভায়া বেশ, এ-ত বড়ই সুখের সংবাদ ভায়া! তোমরা এখন স্ত্রী-পুরুষে উভয়েই গন্ধর্ব্বলোক পেয়ে পাথরে পাঁচ কিল্ খোরায় এক লাথী মেরে বসেছ: কিন্তু এবার আর তোমরা এড়ান-ছাড়ান পাচ্ছ না। বুড়ো বয়েসে আবার তোমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহটা কর্ত্তে হচ্ছে; কারণ, শাস্ত্রে বলে—"মর্য্যাতে হি বিংশতিপ্রসূতায়াঃ পুনর্ব্বিবাহঃ"। যখন তুমি ভায়া ছেলেতে মেয়েতে কুড়ীটির উপর জন্ম দিয়েছ—তখন ভায়া শাস্ত্রের মর্য্যাদাটা রক্ষা করবার জন্যে তোমাদের পরস্পরে নিশ্চয়ই আর একবার বিবাহ কর্ত্তেই হচ্চে। আমাকেও ভায়া! বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী ব'লে লুচি মণ্ডাটাও খাওয়াতে হবে।

রাধা। কি বলেন মশাই! সত্যি সত্যিই কি আমার ছেলেতে মেয়েতে পাঁচ ছ'গণ্ডা হয়েছে;—তবে কাছা-কাছি বটে। আর মশাই লজ্জা দেবেন না;—আমার যথেষ্ট আক্কেল-সেলামী হ'য়েছে।—ছবেলা ছমুটো পেট্টা ভরে খেতেই পাই নে, তার উপর গিন্নীর তাড়না, আর ছেলে মেয়েগুলোর হাহাকারধ্বনি; যতক্ষণ মশাই আপনার কাছে থাকি, ততক্ষণ মশাই এক রকমে জগৎসংসার ভুলে থাকি, আর বাড়ীতে গেলেই অমনি নরকে ডুবি, বড়ই বিপন্ন হ'য়ে পড়েছি মশাই, বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছি! আপনি এক রকম যা হোক মশাই ভগবানের কৃপায় বেশ আছেন।

হর। তা আবার একবার ক'রে বলতে ভায়া! যখন আমার সুরথের জন্ম হয়েছে, তখনই আমি পিতৃলোক জয় ক'রে বসে আছি। সে ভাবনা আর আমার এখন নাই। সুরথ আমার বেঁচে থাকুক, বৌমা আমার পাকা চুলে সিঁদুর পরুক্; আবার একটী যখন পৌত্র হয়েছে, তখন আর কেন। গিন্নীর স্বর্গলাভ হ'বার পর থেকেই বৌমা আমার মায়ের অপেক্ষাও স্নেহ-যত্নের সহিত পরিতোষরূপে সেবা-শুশ্রূষা ক'রে আস্‌ছেন।

রাধা। আজ কাল মশাই ছোট গিন্নী কি রকম?

হর। ভাদ্রবধূ হ'লে কি হয়, তার রকম সকম আর সরায় ধর্‌ছে না: ভায়াটীর মাথাটী খেয়ে, রাঁড়ী হ'য়ে, স্বামি-পুত্র-বিহীনা অবীরা হ'য়ে, যমের দরজায় কাঁটা দি'য়ে—ষাঁড়ী হ'য়ে, লোকলজ্জার মাথাটী খেয়ে, যথেচ্ছাচারী হ'য়ে বেড়াচ্ছে।—আবার দেখ না, স্বার্থের জন্যে স্বামী শ্বশুরের মানমর্য্যাদার শিরে পদাঘাত ক'রে সোণার সংসারটিকে ছারে-খারে দিতে বসেছে। তুমি-ত ভায়া সবই জান; ছোট ভায়া মরবার সময় তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তিটা আমার পৌত্রকে উইল ক'রে দিয়ে গিয়েছে; আর তাতে লেখা আছে—ছোট বৌমা একলা একজিকিউট্রিস্ থেকে সমস্ত সম্পত্তির আয় প্রায় মাসিক পাঁচ সাত শো টাকা হবে, যতদিন তিনি বেঁচে থাকবেন, ততদিন তিনি তাঁর ইচ্ছানুসারে সমস্ত আয়টী খরচ কর্ত্তে পারবেন; কিন্তু এততেও তাঁর খরচের কুলান হ'চ্ছে না। শুনতে পাচ্ছি সম্প্রতি নাকি মনী-রাম এটর্ণীকে দিয়ে কোম্পানির কাগজগুলো সব বেচে ফেলেছেন; —ভালই ক'রেছেন—ধর্ম্মের কল ভায়া আপনিই নড়ে; আবার সেদিন

দেব-সেবার সামান্য আয়ের জমিদারীটুকুন—যেখানি একক আমার ছোট ভায়ার নামে খরিদ ছিল, সেখানি উইলে উল্লেখ ছিল না ব'লে, মসীরামের পরামর্শে বেচে ফেলতে গিয়ে হাইকোর্টে ধরা পড়ে গিয়েছেন; তারি এখন একটা মামলা চলছে; বোধ হয় ছোট ভায়ার ষ্টেটটা শীঘ্রই কোর্ট রিসিভারের হাতেই যাবে।

রাধা। বলেন কি মশাই এত দূর পর্য্যন্ত গড়িয়েছে?

হর। কি ক'র্ব্ব ভায়া—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্ম্মের বিপাকে ঘটেছে। দেখছি কতকগুলো টাকা অনর্থক নেড়ে পেয়াদায় খাবে।

(ক্ষেপা হরিদাসের গান করিতে করিতে প্রবেশ)

গীত।

শুধু ঠক ঠকালেই পাবি কি রে কৃষ্ণধন।
অজপার * সঙ্গে জপ্‌তে হবে গুরুদত্ত ধন॥
মনেতে প্রাণেতে, প্রাণেতে চিত্ততে, লয় হবে—
ভক্তিযোগে হরিনাম জপ্‌তে জপ্‌তে যখন॥
হরিনামের চোটে খুলে যাবে হরিদ্বার যেমন।
এস এস বলি রাধা কোলে লইবে তখন॥
আনন্দ-পুলকে প্রেম-ভক্তিভরে একাসনে—
রাধাসনে শ্যামসুন্দর হইবে দরশন।
(তাঁদের) চরণামৃত পিয়ে, মেতে গিয়ে, দু'টী বাহু তুলে—
ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে সার্থক কর্‌বি জীবন॥

---

* অজপা—ইহা একটী ক্রিয়াবিশেষ। ইহা হরিনামের শক্তিতেই অভ্যুদয় হয়। যথা— "দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনা সদৃশ্যং, বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাপ্রযত্নং। চিত্তং স্থিরং যস্য বিনাবলম্বং, সা খেচরী খেচরবৃত্তিনাম্নী" এই প্রক্রিয়ার চাবিকাটিটী সদ গুরুর হস্তে আছে।

হর। এস বাবাজী! অনেক দিনের পর আজ অদিনে-অক্ষণে এদিকে?

হরিদাস। আজ বাবা একাদশী। একাদশীর উপবাসান্তে রাত্রে হরিবাসর ক'রে দ্বাদশীর দিন বেরুতে শরীর বয় না। বাবা! আজগেকার ভিক্ষায় যা জুটবে, হরিবাসর ক'রে, তাতেই দ্বাদশীর পারণটা পাঁচটী বৈষ্ণবকে নিয়ে ক'রে-কর্ম্মে নিতে হবে; তাই বাবা আজ বেরিয়ে পড়েছি।

হর। রাধানাথ-ভায়া! এ বাবাজীকে তুমি চেন না? ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত। আমাদের উদ্ধার করবার জন্যেই মধ্যে মধ্যে এখানে এসে পদধূলি দিয়ে থাকেন। এঁর গানগুলি বড়ই সুমধুর, আর ভাবে পরিপূর্ণ। শুনলে ভক্তিরসে আপ্লুত হ'তে হয়।

রাধা। বাবাজী! আমার ছেলে বেলা হ'তে একটী বড়ই সন্দেহ আছে, সে সন্দেহ এ পর্য্যন্ত কাকেও দিয়ে মেটাতে পারলেম না।

হরি। বাবা—আমায় প্রশ্ন কর্ত্তে পার; গুরুদেবই তার মীমাংসা ক'রে দেবেন।

রাধা। বৈষ্ণবধর্ম্ম এত ভক্তি ও উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হ'লেও তার মধ্যে স্বকীয়া-পরকীয়ার ব্যাপারটা ধোমড়া-ধোমড়ী—নেড়া-নেড়ীর রূপ ধ'রে কি ক'রে প্রবেশ ক'ল্লে?—যাতে ক'রে এমন সত্য-সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মটা সাধারণের চক্ষে ঘৃণার্হ হ'য়ে পড়েছে।

হরি। বাবা—তুমি যে প্রশ্ন কল্লে, তার উত্তর দিতে চক্ষে জল আসে; তোমরা কি বাবা বৈষ্ণবধর্ম্মের সারতত্ত্ব এককথায় বুঝে নিতে পারবে—সে অনেক কথা। সত্যসনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম যাজনা কর্ত্তে হ'লে ভক্তিযোগের সহিত রাগানুগার সাধন গুরুসন্নিধানে কর্ত্তে

হয়, সেই সাধনের পরিণামপ্রাপ্তি অপূর্ব্ব-প্রেমলক্ষণা ভক্তি। এই প্রেমভক্তিই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে পরিপূর্ণ। আবার এই মধুরভাব দুই ভাগে বিভক্ত। একটী গোপী বা সখীভাব, অপরটী রাধাভাব। গোপীভাব—যে সকল সাধকেরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলালসায় রাগানুগার সাধনে বা ভক্তিযোগে প্রবর্ত্তিত আছেন, তাঁদের সেই অবস্থাকেই গোপীভাব বা পরকীয়া বলে। এটিকে বহিরঙ্গ সাধন বলা হয়। আর যে সকল সাধক বা ভক্তেরা সাধনাতীত হ'য়ে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করেছেন, এবং যাঁরা নিত্যবৃন্দাবনে আত্মায় পরমাত্মায় নিত্যরমণ দর্শন ক'রে থাকেন, তাঁদের সেই অবস্থাকেই রাধাভাব বা স্বকীয়া বলে। এটি অন্তরঙ্গ সাধন। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"—বাবা আমাদের এই দেহরূপ বৃন্দাবন পরিত্যাগ ক'রে তিনি আর কোন বৃন্দাবনেই লীলা করেন না, এই মানব দেহই তাঁর নিত্যলীলাস্থান। গুরুদেবের কৃপায় গোপীভাব পে'য়ে রাধাভাব-প্রাপ্ত্যন্তু, ভক্তিরসে মধুরভাবাপন্ন হ'য়ে পরমাত্মা বা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হ'তে হয়। বাবা বুঝলেন কিছু—বোধ হয়—কিছু না—কিছুই বুঝতে পাল্লেন না।

"একলা পুরুষ কৃষ্ণ (পরমাত্মা) আর সব নারী (প্রকৃতি বা আত্মা)" এই দেহস্থিত আত্মায় বা প্রকৃতি বা রাধায় সেই শ্রীকৃষ্ণ বা পরমাত্মা নিত্যরমণ ক'রে থাকেন। এই জন্যেই তিনি আত্মারাম-নামে অভিহিত আছেন। এ জগতে যত জীবজন্তু আছে, সমস্তই তাঁর প্রকৃতি বা নারী; আর তিনি—শ্রীকৃষ্ণই একলা পুরুষ বা স্বামী।

এখন বাবা বুঝলে? তাঁর রমণব্যাপারটী—আমি যে রকম বল্‌লেম, সেটা তোমার-আমার স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমের ন্যায় হ'তে পারে না। এই পর্য্যন্ত আমার শেষ। স্বকীয়া-পরকীয়া অব্যক্তভাবাপন্ন। ইহার অধিক ব্যাখ্যা করা আমার গুরুদেবের নিষিদ্ধ। লম্পট, ভাক্ত, ভণ্ড, মূর্খ বৈষ্ণবনামধারীরা ইহার সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে না পেরে, কামে কামাতুর হ'য়ে নিজের কামাভিলাস পূর্ণ করার জন্যেই স্বকীয়া-পরকীয়াকে ধোমড়া-ধুমড়ী নেড়া-নেড়ী ও মেয়ে-মানুষ নিয়ে এবং নিজেই সখী সেজে পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মকে সাধারণের চক্ষে একেবারে অপবিত্র ক'রে তুলেছে। এখন বাবা একবার গৌর গৌর বল। একেবারে অনেকগুলো কথা কয়ে ফেলেছি।

(হরিদাসকে দর্শন ও তাহার গীত শুনিবার অভিপ্রায়ে
একে একে নারীগণের প্রবেশ)

হরি।— গীত।—

হরিনামের ভেলা ক'রে এস সবে করি খেলা।
কেউ কার' নয়—কেউ কার' নয়—
(ভাই) যখন এসেছি ভবে একলা।
আত্মায় রাধা ক'রে, পরমাত্মায় শ্রীকৃষ্ণ ব'লে ;
যুগলে যুগল ক'রে, খেলব ভাই বউ-বউ খেলা।
রাধায় শ্রীকৃষ্ণরমণ হেরিবার তরে,
আনন্দবাজারে ব'সে যাবে শ্রীহরির মেলা।

এটা পরিণামের খেলা, নিত্য বৃন্দাবনলীলা ;
এ নয় ধূলা-খেলা, এতে কেউ ক'রো না অবহেলা।

(সম্মুখস্থ নরনারীগণকে লইয়া উন্মত্তভাবে নৃত্য)

খিন্‌তা খিনা গৌর আমার পাকা সোনা।
প্রাণ ভ'রে ভাই হরি ব'লে নেচে নেনা।
এমন দিন ভাই আর পাবে না, আর পাবে না, আর পাবে না,
প্রাণ ভ'রে ভাই মধুরভাবে হরি হরি ব'লে নেনা।

[হরিবোল দিয়া নৃত্য করিতে করিতে হরিদাস ও নরনারীগণের প্রস্থান।

হর। দেখলে হে রাধানাথ-ভায়া, ভাবুকের অকৃত্রিম অতুল্য স্বর্গীয় ভাবটা একবার দেখলে। ও হো হো, ঐ যা ! একাদশীর দিনে সাধু হরিদাস হরিপ্রেমে মেতে গিয়ে নাচতে নাচতে চ'লে গেল ; আমরাও তাতে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর সেবার কিছুই সাহায্য কর্ত্তে পারলেম না। চল—চল—চল !

রাধা। তাই ত—তাই ত !

[উভয়ের ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



পূজার দালান।

(ছোটগিন্নীর শায়িতাবস্থায় ক্রন্দনস্বরে)



গীত।

একা কৃষ্ণ বিনে মম গোকুল আঁধার হ'ল।
মনে কত আশা ছিল, সে সকলি ঘুচে গেল।
কেঁদে কেঁদে দিন গেল ওগো মা আমার।

(ব্রহ্মময়ীর ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

ব্রহ্ম। (বস্ত্রদ্বারা ছোটগিন্নীর ক্রন্দন নিবারণ করিতে করিতে) দেখে শুনে প্রাণ যে ফেটে গেল। আর যে শুনতে পারা যায় না! হায় হায়—হায়, কি ছিল আর কি হল—রাজরাণী থেকে একেবারে কাঙ্গালিনী হ'য়ে গেল। হায়—হায়—হায়—রাবণের ধন বানরে লুটে খেলে রে, বানরে লুটে খেলে।

(মঙ্গলার মার খাবারের ঠোঙ্গা-হস্তে প্রবেশ)

ব্রহ্ম। এই যে মঙ্গলার মা; তুমি বাছা খুব মেয়ে মানুষ যা হোক! এই যে লোকটা দিন রাত প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছে! আচ্ছা এ বাড়ীটে একেবারে শ্মশান হ'য়ে গিয়েছে নাকি! সকলেই বুঝি ছোটকর্ত্তার সঙ্গে চলে গিয়েছে। তুমি বাছা অনেক দিনের পুরাণো লোক; এত কি কাজ কর্ত্তে হয় যে, একবার এসে ছোটমার কান্নাটা থামিয়ে যাবার সময় পাও না? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাগী গলা চিরে মরে গেল যে।

মঙ্গ। (স্বগতঃ) বাবা কচুরি-খাগীদের কথার বাঁধনটা একবার দেখলে? কচুরিটা এমনি জিনিষই বটে! বাবা! কচুরির লোভে বেটীরা পরনিন্দা কর্ত্তে চোখের পরদা রাখে না—মুখে কিছু আটকায় না। (প্রকাশ্যে) পিসিমা—আমি কি তোমার মতন ঝাড়া-ঝাপটা পিসি মা, যার পানে চুণ খসবে, যার কথা না শুনবো, আপনলোকও নেই পরলোকেও নেই, সেই আমাকে ধ'রে ধ'রে ঝাঁটা মারবে। কেন, এ বাটীতে চাকরী কর্ত্তে এসে মাথাটা বিকিয়ে দিয়েছি নাকি? পিসিমা শোন, এ সংসারে মঙ্গলার মা যত দিন থাকবে, তত দিন তার আর তোমার মতন সময় হ'বে না—কি ক'রে হবে বল, একটা লোকের পিছনে সাতটা তিরশূল; এই দেখ না, এমনি আমার পোড়া কপাল—এই তোমাদের বৌ গিন্নী গো বৌগিন্নী; মুখুর্য্যেদের বাগানে চাল খে'য়ে খে'য়ে এমনি তলিয়ে উঠেছে যে, খুঁটের নাম অবধি ভুলে গিয়ে সেদিন আমায় সাতঝা ঝাঁটা মেরে

তবে একপয়সার ঘুঁটে আনতে দিলে ; আজকে সকাল না হ'তে হ'তেই ছোটমা হুকুম ক'রে পাঠালেন—ঘর দোর গুলো আগে মোক্ত ক'রে দিয়ে শীগ্‌গির ক'রে একবার মণিরাম উকিলবাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। তারপর অমুকের বাড়ী যা, অমুকের বাড়ী যা, অমুকের বাড়ী যাবি, গিয়ে তারা কে কেমন আছে, খবরটা নিয়ে আসবি, আসবার সময় এই দু'আনার কচুরি-পানতুয়া কিনে আনিস্। আজকে দ্বাদশীর পারণ, অনেক লোক জন আসবে, তাদের দিতে থুতে হবে। পিসিমা আমার ত তোমার মতন দশটা হাত পা নেই যে, দশ হাত বার ক'রে একলা এক কথায় এই সব কাজ গুলো একেবারেই সেরে নেব। পিসিমা এ রকম ক'রে অপরের উপর ঝাল ঝাড়তে গেলে, একটু বুঝে সুঝে বলতে হয়।

ব্রহ্ম। আহা! কাল নির্জ্জলা একাদশী ক'রে এখনও পর্য্যন্ত অনাহারে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছে, এ সংসারে এমন কেউ নেই গা যে, এর মুখে একটু জলরত্তি দেয়। ওঠ্ বাছা ওঠ্, আর কাঁদলে কি হ'বে বল, তাকে কি আর ফিরে পাবি?

মঙ্গ। এই নাও গো এই নাও (পিসিমার হস্তে ঠোঙ্গা প্রদান) কচুরি-পানতুয়া খেয়ে পিসিমা দ্বাদশীর পারণটা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে নাও—আমি এখন চল্লেম।

ব্রহ্ম। মঙ্গলার মা, তুই কিছু খাবিনে?

মঙ্গ। আমার বাছা কচুরি-পানতুয়া পেটে সয় না।

ছোট। (উঠিয়া) তা না খাস্ না খাবি, বাসায় যাবার সময় নিয়ে যাস্।

পিসিমা তোমার কাল একাদশী গিয়েছে, দু'খানা গরম গরম কচুরি খেয়ে একটু জল খাও।

[মঙ্গলার মার প্রস্থান।

ব্রহ্ম। আমার এখনও আহ্নিক-পূজো হ'য় নি।

ছোট। পিসিমা দেখ-ত গা, কে একজন এদিকে আসছেন, আমাদের ঠাকুর মশাই না? ওখানে একখানা আসন পেতে দাও ত মা।

[তথাকরণ ও ব্রহ্মময়ীর প্রস্থান।

(গলার আওয়াজ দিতে দিতে ঠাকুরমহাশয়ের প্রবেশ।)

ঠাকুরমহাশয়। রাধাশ্যাম! রাধাশ্যাম! রাধাশ্যাম! এই যে ছোটমা এই খানেই যে।

[আসনে উপবেশন।

ছোট। প্রণাম হই (প্রণাম করিয়া) ঠাকুরমশায় এমন অসময়ে এদিকে যে? ভাল কথা—এসেছেন—ভালই হয়েছে—একটা কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেম—এই আপনার জন—এই ভাই-ভাইপো বোন-বোনপো—এরা যদি অর্থাভাবে কষ্ট পায়—তা হলে এদের কষ্ট নিবারণ করার চেয়ে আমার বিবেচনায় এ সংসারে আর কোনও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম-কর্ম্ম নেই—কি বলেন, এতেই বোধ হয় মুক্তি—মোক্ষ সবই পাওয়া যেতে পারে?

ঠাকু। আমার বাছা পেটে এত বিদ্যা নাই যে, তোমার এই অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমাকে খুসী কর্ত্তে পারি,—তবে প্রায়ই

দেখতে পাওয়া যায় স্বামি-পুত্রবিহীনা অবীরা বিধবারা স্বামি-শশুরের মান-মর্য্যাদা যশঃ-কীর্ত্তির মাথায় পদাঘাত ক'রে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি গুলো হস্তগত ক'রে ভাইভগ্নীর ঘরে ঢোকা'বার জন্যেই স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা ক'রে থাকে। এটা নিশ্চয়ই জেনে রেখ' ছোটমা! ভগবান্ কারও উপর নারাজ থাকলে, কারও বাবার ক্ষমতা নাই যে, দিয়ে থুয়ে তাদের সে কষ্ট নিবারণ কর্ত্তে পারে। ভাই বল, ভাইপো বল, আর বোন-বোনপোই বল; যতই দাও না কেন, এদের দিয়ে থুয়ে এপর্য্যন্ত কেউ কখনও সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারে নি—পারবেও না।

ছোট। ঠাকুর মশাই! আপনি এটা ভুল বুঝেছেন, কারও দ্বারা কার'র যে কষ্ট দূর হ'তে পারে না, এটা আপনার সম্পূর্ণ ভ্রম—এটা।আপনার বোঝবার ভুল হ'চ্ছে।

ঠাকু। তা হ'তে পারে। মুখ্যু সুখ্যু লোক, মেলাই আবোল তাবোল ব'কে থাকি। দেখ ছোটমা স্বামী যখন বিবাহ ক'রে সহধর্ম্মিণীকে গৃহে আনেন, তখন তিনি বিবাহকালীন মন্ত্র পাঠ ক'রে, স্ত্রীরই ভরণপোষণের ভার গ্রহণ ক'রে থাকেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত এমন কোন শাস্ত্রেই দেখতে পাইনি যে, স্ত্রীর সঙ্গে তার ভাই-ভাইপো বোন-বোনপোদের ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বমীকে গ্রহণ কর্ত্তে হয়; সেই জন্য যে স্ত্রী স্বামী বর্ত্তমান থাকতে, তাঁর অজ্ঞাত-সারে ভাই-ভাইপো বোন-বোনপোদের সাহায্য করে, কিংবা স্বামী অবর্ত্তমানে তাদের ভরণপোষণ করে বা করবার চেষ্টা করে, সেটাকে চুরি জুয়াচুরি ভিন্ন আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

ছোট। দেখুন ঠাকুর মশাই! বিবাহের সময় যখন স্বামী ও স্ত্রীতে দাম্পত্য মিলন হ'য়ে থাকে, তখন থেকেই স্ত্রী স্বামীর ধনে অধিকারিণী; সুতরাং সেই ধন স্বামীর সাক্ষাতেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্, কেন না স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় খরচ কর্ত্তে পারবে? স্বামীর মত স্ত্রীরও ত তাতে স্বত্ব আছে?

ঠাকু। এটা ঠিক কথা—কর্ত্তে পারে যাগযজ্ঞের জন্যে, না হয় স্বামীর পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে; তা' ছাড়া যারা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে স্বামীর ধনে যাদৃচ্ছিক ব্যবহার করে,—নিজের আত্মীয়বর্গের ভরণ-পোষণ করে, তারা নিশ্চয়ই চোর, তাদের নরক স্বতন্ত্র। যাক ও সব কথা এখন। কাল রাত্রে হরিবাসর হ'য়ে গিয়েছে। আহা এই হরিবাসরে ছোট বাবুর কতই আনন্দ ছিল। তিনি থাকতে আমাকে আর এবিষয়ে কিছু ভাবতে হ'ত না; তিনি একলাই সব খরচ ক'রে হরিবাসর কর্ত্তেন। তিনি যখন চ'লে—গিয়েছেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সবই লোপ পেয়ে গিয়েছে। যাক্ তুমি যে তার পরিবর্ত্তে পাঁচ সিকে ক'রে ভোগের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছ, তারও ত দু'ক্ষেপের পাওয়ানা হ'য়েছে। আজ সেই আড়াইটে টাকা পাওয়া যাবে কি?

ছোট। গত ক্ষেপের কি দেওয়া হয়—নি?

ঠাকু। তুমি দিলে কি আর দো'বার নিতে আসি? ছোট বাবুর যখন স্বর্গলাভ হয়, তখন তিনি তোমার সম্মুখেই ত বলেছিলেন, এখন কিছু দিয়ে যেতে পারলাম না; আমার বিষয়-সম্পত্তি আর

পরিবার রইলেন, ইনি আপনার খাওয়া থোওনার কিছুই বৈলক্ষণ্য করবেন না।

ছোট। ওমা সেকি কথা গো! আজকে এযে নতুন কথা শুনছি। কৈ আপনি এখানে এলেই যে আপনাকে মুঠো মুঠো টাকা দিতে হবে, তা-ত কৈ ব'লে যান নি?

ঠাকু। তা হবে মা, পাঁচ সিকের জন্যে যখন তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হ'য়ে পড়েছি, তখন আর আমার অধিক বলবার কিছুই নেই; এখন যেটা দিয়ে থাক, সেটা আজ হুকুম হবে কি?

ছোট। তাই-ত—তাই-ত, আমি আর কোথা থেকে দিয়ে থুয়ে আপনাকে সন্তোষ করব বলুন? আমি নিজেই পেটটা ভ'রে খেতে পাইনে, তার উপর আমার ভাজেরা অন্নাভাবে আধমরা হ'য়ে পথের ভিখারী হ'য়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। স্বামীর এত ধন ঐশ্বর্য্য টাকা কড়ি পেয়েও তাদের কিছুই কর্ত্তে পারলাম না, এইটিই মনে বড় দুঃখু র'য়ে গেল। যা হ'ক দ্বাদশীর দিনে আপনি যখন এসেচেন, তখন ভালই হ'য়েছে, আমার যথাসাধ্য এই—এই—এই আনিটী নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে চ'লে যান। আমি রাঁড় বেওয়া অবীরা আমায় কোনও কথায় রাগ করিবেন না।

ঠাকু। (রাগান্বিত হইয়া) আমি কি তোর বাড়ীর দাস দাসী যে, এক আনি দিয়ে বিদেয়? রেখে দে বেটী তোর আনি! তোর মতন অবীরার কাছে আমাদের প্রত্যাশা করা নিতান্ত মুর্খতার

কাজ! বেঁচে থাকুক বড় বাবু, সুরত, আর তার খোকা; এই চল্লেম।

[ঠাকুরমহাশয়ের প্রস্থান।

(ভিখারিণীদ্বয়ের প্রবেশ)

ভিখারিণী-দ্বয়। জয় রাধাকৃষ্ণ! মা—গো দোয়াদশীর দিনে মা এক মুষ্টি ভিক্ষা পেয়ে থাকি গো মা!

ছোট। হাত জোড়া গো হাত জোড়া; অন্যত্তরে দেখ গে।

প্র—ভিঃ। সেকি ছোটমা! ধনের গাদায় ব'সে আছেন, দোয়াদশীর দিনে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতে হাত জোড়া হ'য়ে গেল।

ছোট। আঃ মর বেটী, ছোটলোক বেটীদের আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ! কোই হ্যায় রে।

দ্বি-ভিঃ। আর কৈ হ্যায়রে কৈ হ্যায়রে কর্ত্তে হবে না, আমরা এই আপনারাই চল্লেম।

[ভিখারিণীদ্বয়ের প্রস্থান।

ছোট। কি জ্বালাতনেই পড়েছি, বাড়ী খানা ছেড়ে অন্য বাড়ীতে এসেও নিস্তার নেই। কর্ত্তাটী আমার দাতাকর্ণ—বলিরাজ হ'য়ে বিষয়-সম্পত্তি গুলো ভাইপোর ছেলেকে দান ক'রে গেলেন। সেটা মরবে কি বাঁচবে, তার এখন ঠীক নেই? আর আমার ঘাড়ে ভূতের বোঝা!

(পুরোহিতঠাকুরের প্রবেশ)

ছোট। (স্বগতঃ) একটা গেল, আবার একটা পাপ এসে জুটলো! কি পাপের ভোগেই পড়েছি! (প্রকাশ্যে) প্রণাম হই।

পুরোহিতঠাকুর। আয়ুষ্মতী ভূয়াঃ—মঙ্গল হউক—মঙ্গল হউক, ছোটমা আজ দ্বাদশী।

ছোট। বড় মুস্কিলে পড়েছি দাদাঠাকুর, বড়ই বিপদে পড়েছি?

পুরো। সে কি ছোটমা তোমার আবার বিপদ্ বল কি! ছোটকর্ত্তা থাকতে দ্বাদশীর দিনে আঁচলা আঁচলা টাকা দান কর্ত্তেন! তাঁর স্বর্গলাভের সময় তোমার উপরিই ত সব ভার দিয়ে গিয়েছেন।

ছোট। সে সব কথা এখন উপকথা! যখন ভাশুরের সংসারে একত্রে ছিলেম, পাছে ধন কড়ির লোভে আমাকে স্লোপয়জ্‌নিন্ ক'রে মে'রে ফেলে, সেই ভয়ে আমি কা'র' হাতে খেতেম না: এখনও খাইনে, নিজেই বসুই করে খেতেম। তা ব'লে আমার অংশ আমি ছাড়ব কেন। আমার ভাগের চা'ল ডা'ল তরি তরকারি যে গুলো পেতাম, সে গুলো অপরকে বিক্রী না ক'রে, এই—এই দ্বাদশীর দিনে যোগাড় যন্ত্র ক'রে আপনাকে একটা ভুজ্যি দিতেম। এখন আর কোত্থেকে দিই বলুন? ভাশুরের সংসার থে'কে পৃথক্ হওয়া অবধি আমার খরচ এত বে'ড়ে গিয়েছে যে, পেট ভ'রে দু'বেলা দু'মুটো খেতেই পাইনে! এথেকে আর আপনাদের দিয়ে-থুয়ে কি ক'রে সন্তোষ করি বলুন? এই দেখুন না, এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে, দ্বাদশীর দিনে এখনও পর্য্যন্ত মুখে জলবিন্দু দিতে পারিনি।

পুরো। (স্বগতঃ) বেটী বলে কি গো! যার মাসে হাজার বারশ টাকা আয়,—সে বেটি বলে কি না খে-তে পা-ই-নে!

(প্রকাশ্যে)—তা মা আজ থেকে আমার সিদেটা বন্ধ করে দিলেন নাকি ?

ছোট। তা—ত—তা—হ্যাঁ বাবা, তা—তা—আর কি ক'রে বলব ?

পুরো। ভুজ্যিটা না দেন না দেবেন, তাতে এসে যায় না, তবে কিনা দক্ষিণার সিকিটা দেবেন কি ?

ছোট। দাদাঠাকুর ! ভুজ্যিটাই দিতে পারছিনে, তা তার দক্ষিণেটা আর কি দেব বলুন ? এসেছেন ভালই করেছেন,—এই দু'টো পয়সা নিয়ে যান।

পুরো। (রাগান্বিত হইয়া) রেখে দে তোর দুটো পয়সা ? প্রস্রাব ক'রে দিই, প্রস্রাব ক'রে দিই তোর পয়সায় ; তুই বেটী—কি আমায় তেমনি পুরোহিত পেয়েছিস্—বেটী আটকুড়ী—বেঁচে থাক আমার সুখ, ননীগোপাল।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(সহিশের প্রবেশ)

সহিশ। মা জি মা জি ! উকিলবাবু খাড়ে হায়—

ছোট। ভিতরে আনে বল।

[সহিশের প্রস্থান।

(মসিরাম এটর্ণির প্রবেশ)

ছোট। এস বাবা—আসুন—

মসিরাম এটর্ণি। আর ব'সব না ছোট মা ! বেলা ঢের হ'য়ে গিয়েছে ;

কিছু টাকা না দিলে আপনার মামলা আর ত চালা'তে পারছিনে ?

ছোট। নকুড় আসুক,তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি ; সে এলেই তার হাতে আপনার আফিসে পাঠিয়ে দেব এখন। হ্যাঁ বাবা ! প্রথমে যখন পাওয়ার অফ এটর্ণিতে সই করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেই সময় বলেছিলেন এই আউট পকেট একশ টাকার ষ্ট্যাম্প প্রভৃতির খরচাটা দিলেই হবে ; তা বাবা আবার—কিসের টাকা—?

মসি। তা—তা—তাত বলেছিলেম। তা এখনও তাই বলছি—এখন আমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না। তবে এখন দেখছি মামলাটা ভারি আটকে প'ড়েছে, ভাল ক'রে তদ্বির ক'রে লড়তে না পারলে জাল-জুচ্চুরি প্রমাণ হ'য়ে যাবে, তাই বলছিলাম এ মকদ্দামা চালা'তে হ'লে বড় বড় ব্যারিষ্টার দিতে হবে. তাতেই অনেক টাকা প'ড়ে যাবে।

ছোট। ওমা ! সে কি কথা ! জাল জোচ্চুরি হবে কেন ? আমার স্বামীর নামে জমীদারি কেনা ; তাতে দেবত্তর সম্পত্তি ব'লে কিছু লেখা পড়া নেই। জমীদারির অল্প আয়, তাতে ভাল রকম দেবসেবা চলে না ব'লেই বেচতে—গিয়েছি, এতে আর জাল-জুচ্চুরি কি আছে বাবা ? তুমিই ত বাবা আমাকে পরামর্শ দিয়ে কোম্পানির কাগজগুলো বেচিয়ে দিয়েছ, আর এই কাজে নাবিয়েছ।

মসি। সে সব কথা ছেড়ে দিন। আমি আর দেরি ক'র্ত্তে পারছিনে —বেলা হ'য়ে গিয়েছে। এখন আমার কাছে টাকাগুলো দেবেন কি, না নকুড়বাবুর হাতদিয়ে পাঠিয়ে দেবেন ?

ছোট। আজ দ্বাদশীতে এখনও বাবা মুখে জলবিন্দু পড়ে নি। নকুড় এলে তারি হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন—তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—এল বলে।

মসি। তবে আমি এখন চল্লেম, টাকাটা যেন নিশ্চয় আজিই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ছোট। তা হবে বৈ কি, তা'হবে বৈ কি।

[মসিরামের প্রস্থান।

(খোল করতাল ও ভিক্ষার ধামা লইয়া বৈষ্ণবগণের সহিত রাখালবালকগণের প্রবেশ।)

গীত।

হরিনামের ফুল ফুটেছে দেখ না হৃদয়-মাঝে।
সাদা ফুল তুলে তুলে কালারে সাজাব সাজে॥
চরণে কমল, গলে বন-ফুল-মালা দিয়ে—
কাণেতে টগর ফুল দেখিব কেমন সাজে॥
সাজা'য়ে মোহন চূড়া কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজে।
আমোদে ঘুরে ফিরে দেখব কালায় মাঝে মাঝে॥
দৌড়ে গিয়ে আবার মুখে নানী গুঁজে দিয়ে।
হরি হরি বলব সবে ঘুরে ঘুরে মধুর নাচে॥

৩য়-বৈষ্ণব। (ধামা হস্তে করিয়া) মাগো—দ্বাদশীর দিনের বিদেয়ের হুকুম হ'য়ে যাক—মা!

[তৃতীয়-বৈষ্ণব-ভিন্ন গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

ছোট। আজ অপর বাড়ী দেখ গিয়ে। এখানে কিছু হবে না—

(কাগজের তাড়া বগলে লইয়া নকুড়ের প্রবেশ।)

নকুড়। (মুখভঙ্গি করিয়া) আ মর বেটা! হবে না হবে না—বলছে তবু বেটাদের কেমন এক দশা।

৩য়-বৈ। আমরা বাবা ফিঃ দ্বাদশীতে চারটে ক'রে পয়সা পেয়ে থাকি; তাই বাবা ভিক্ষে চাচ্ছি—জয় হোক বাবা জয় হোক।

নকু। ফের যদি বেটা এখানে দাঁড়িয়ে 'চাচ্ছি চাচ্ছি' করিস্—তো এক হেঁত্‌কাটানে বেটা তোর চৈতন্‌ উপড়ে দেব। বেরো শালা।

৩য়-বৈ। (রাগান্বিত হইয়া) দাতায় দান করবে, তাতে তুমি হন্তারক হও কেন? দাতায় দান করে বকিলের কি ফাটে? তুমি বাবা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বস্‌লে?

নকু। (ধামা কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ ও মারিতে মারিতে গালাগালি দিতে দিতে বাবাজীকে ধাক্কা দেওন)।

৩য়-বৈ। এই কি বাবা দ্বাদশীর দিনের ভিক্ষার দানের পরিণাম! আমার পাঁচ বাড়ীর ভিক্ষের চা'লগুলো পর্য্যন্ত গেল, পয়সাগুলোও ছড়িয়ে গেল; মহাপ্রভু তোমাদের ভাল করবেন, মহাপ্রভু তোমাদের ভাল করবেন।

ছোট। ওরে নোকড়ো কি করিস্—কি করিস্?

নকুড়। হাঁরে বেটা হাঁ, তোর মতন চের বষ্টম দেখেছি? দূর হ্ বেটা, দূর হ!

[বাবাজীর প্রস্থান।

ছোট। (নকুড়ের হাত ধরিয়া) আয় ভাই আয়। অমন ক'রে কি ওকে মারতে হয়! আহা ঘুরে ঘুরে বাছার মুখখানা শুকিয়ে গেছে? আয় আয় আগে মুখে হাতে একটু জল দিয়ে এই কচুরি-পানতুয়াগুলো খেয়ে একটু জল খা—ঠাণ্ডা হ।

নকু। দিদি ঠাণ্ডা হবার কি আর সময় আছে? মাথায় আগুন জ্বলছে, আগুনের খোলা জ্বলে উঠেছে, বোর্ডে নাম উঠেছে। এখনি দু'হাজার টাকা দেবে-ত দাও। নইলে এই তোমার মকর্দ্দমার কাগজ পত্র রইল। আমি চল্লেম।

[গমনোদ্যম।

ছোট। (নকুড়ের হস্ত ধরিয়া) সে কিরে! একটু ঠাণ্ডা হ—মসিরাম বাবু আজই এত টাকা দিতে হবে, তা—আ—তো—কৈ ব'লে গেলেন না?

নকু। তুমি কি বুঝবে বল? আমি বুঝি তোমার কাছে জাল জুচ্চুরি ক'রে টাকাগুলো ঠকিয়ে নিতে এসেছি?—ছেড়ে দাও আমার হাত।

ছোট। দিচ্ছি দিচ্ছি, একটু বোস্, ঠাণ্ডা হ, অত রাগ করিস কেন? কিসে কত টাকা লাগবে—দিতে হবে—আগে বল, বুঝিয়ে দে, তবে ত দেব।

নকুড়। (রাগান্বিত হইয়া) আমি অত হিসেব পত্তরের ধার ধারিনে। আমি ত তোমার শ্বশুরের বাপ-ঠাকুরদাদা নই—যে সব খরচের রেওয়া ক'রে হিসেব নিকেশ দেব?

ছোট। তবু—তবু।

নকুড়। তবু-তবু কি, যে সঙ্গিন্ মকদ্দমা বাদিয়ে বসেছ। তাতে তোমার নিশ্চই জেল হ'তে পারে, আমি যদি ভাল ক'রে তদ্বির না করি। এ মকদ্দমায় বড় বড় ব্যারিষ্টার দিতে হবে—এতে বাগ ভালুক সিঙ্গির মত ব্যারিষ্টার দিতে হবে।

ছোট। সিঙ্গি বাঘ কিরে নকুড়?

নকুড়। এত জ্ঞান, আর এটা বুঝিতে পারলে না—এসব পদবী পদবী—এসব নামের পদবী, এই শোন ব্যারিষ্টারদের দিতে হবে হাজার কুড়ী টাকা, মসিরামবাবুকে দিতে হবে পাঁচশ টাকা, বাকী আমার আর হাত খরচের কি রইল বল? এই—মোটে চারশ টাকা; তাতে আমার কি হবে বল—দিদি আমায় বিশ্বাস কর আর না কর, আমি কিন্তু লোকেদের মতন চুরি জোচ্চুরী ক'রে নিতে জানিনে; ব'লে ক'য়ে নিয়ে থাকি। আমি ত তোমার শ্বশুর ভাশুর নই যে ব্যাগার খাটব; ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব?

ছোট। মসিরামবাবু বলেছিলেন এখন আমাকে এক পয়সাও দিতে হবে না—মকর্দ্দমা জিতিয়ে দিলে আপনার অভিরুচি যা হবে, তাই দিয়ে আমায় সন্তোষ করবেন—খুসী ক'রে দেবেন।

নকুড়। অমন প্রায় সব বেটা এটর্ণিতেই ব'লে থাকে। আমার দালালির টাকাটা ফাঁকি দেবার জন্যেই তোমার কাছে ও রকম ক'রে ব'লে গিয়েছে। এই মকদ্দমায় যত টাকা খরচা হবে, মসিরামবাবুর সঙ্গে আমার দশ আনা ছ আনা বখরা, তা'জান ?

ছোট। বেশ—বেশ। আজ আমি এখনি এত টাকা কোত্থেকে যোগাড় ক'রে দেব ? আজগে শ-দেড়েক টাকা দিলে চ'লবে না ?

নকুড়। এটা কি দিদি হাটে গিয়ে শাক-মাছ কেনা-বেচা ! সে দিন কার-কোম্পানির কাগজ বিক্রীর টাকাগুলো কোথায় গেল ?

ছোট। চেঁচাস্ কেন চেঁচাস্ কেন ? আ—মর্ অমন ক'রে চেঁচাস্ কেন, চুপি চুপি কথা কইতে শিখিস্নি বুঝি—জানিস্‌নে বুঝি ! সে দিন তোদের ঘরখরচের আর বাড়ীভাড়ার দেনা দেবার জন্যে এক কাঁড়ী টাকা নিয়ে গেলি, মনে নেই ?—এখন চ দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



ছোটগিন্নীর কক্ষ।



ছোটগিন্নী শায়িতা ও ব্রহ্মময়ী আসীনা।

ব্রহ্মময়ী। আর কাঁদলে কি মা ফিরে পাবি, না কেউ কখনও পেয়েছে? পোড়া এমন কেউ নেই যে, একদণ্ড কাছে এসে বসে, আর দু'টো কথা ক'য়ে ভুলিয়ে রাখে। আর কাঁদিস্‌নে মা, কাঁদিস্‌ নে; চুপ কর্‌ মা, চুপ কর্‌।

(মোক্ষদা ও সুকুমারীর প্রবেশ)

ছোট। ওয়া কে না আসছে? কেঁদে কেঁদে চোখে জল প'ড়ে গিয়েছে—চিন্তে পারছিনে।

মোক্ষদা। আমরা গো, ঠাকুরঝি আমরা—

ছোট। ওমা বৌ নাকি? এত ভোরে তোরা এদিকে কি ক'রতে এসেছিস্?

মোক্ষদা। আর কি ক'রতে আসব? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) তোমার ভাই আজ পাঁচদিন বাড়ী আসেনি। কাল থে'কে আমাদের সংসারে এমন কিছু নেই যে, দু'টো ভাতে-ভাত ক'রে খাই—

ছোট। সে কি লো? আজ কয়েক দিন হ'ল তোদের ক'মাসের বাড়ী ভাড়ার দেনা আর মাসকাবারী সংসার খরচের টাকা নোকড়োকে আঁচলা আঁচলা ক'রে দিলেম, আর এর মধ্য সব ফুরিয়ে গেল? হান্‌হাটা কান্‌কাটা ঘরের মেয়েদের এই রকমই দুর্দ্দশা ঘ'টে থাকে। যতই দাও না কেন? কিছুতেই তাঁদের কু'লান হবে না! এখন আমায় আর এর চেয়ে কি কর্ত্তে বলিস্?

মোক্ষদা। ঠাকুরঝি! সেই টাকাগুলোতেই সর্ব্বনাশ ক'রেছে? তোমার কাছে থেকে যেমন পাওয়া, কার'র দেনা শোধ না ক'রে সেই দিন থেকেই একেবারে উধাও হওয়া। মেয়েটা না খেতে পে'য়ে পেটের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ম'রে যাচ্ছে।

ব্রহ্ম। বলিস্ কি মা?

ছোট। টাকাগুলো নিয়ে কোন্ চুলোয় গেল?

মোক্ষদা। তা কি তুমি জান না?

ছোট। তার আর এখন কি করব বল? সমত্ত ছেলে; তাকে তুই যদি না আটকে উট্‌কে রাখতে পারবি, তো আমি এখান থেকে ব'সে ব'সে তার আর কি করব?

মোক্ষদা। দেখ দেখি ঠাকুরঝি! এই দেখনা, তার কাছে মা'র খেতে খেতে আমার গতর চূর্ণ হ'য়ে গেছে।

ব্রহ্ম। দেখ মা! ছোট মা তোমায় যা বলেন, সেই রকম ক'রো। তার এদিক্ ওদিক্ ক'রলে মা'র খেয়ে গতর চূর্ণ হবে নাত আর কি হবে?

সুকুমারী। পিসিমা—আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। পাড়ার মেয়েরা কেমন চেক্‌ডুরে কাপড় প'রে বেড়ায়; আমায় একখানা কিনে দিতে হবে—

ছোট। বৌ—তা এখন আমায় কি কর্ত্তে বলিস্?

মোক্ষদা। ব'লবো আর কি ঠাকুরঝি? আমরা যাতে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাই, তা'রি একটা বাঁধা-ধরা বন্দোবস্ত ক'রে দাও।

ছোট। এখন ভাই সকালবেলা হাতে ত কিছু নেই। এই পাঁচটা টাকা নিয়ে গিয়ে যা হয় ক'রে কেনা বেচা ক'রে—ক'রে-কর্ম্মে নিয়ে সংসার চালিয়ে নিগে যা। নকুড় এলে এর একটা যা হোক ক'রে বিলি-বন্দোবস্ত কর্ত্তেই হবে।

(টাকা প্রদান।)

ব্রহ্ম। এখন যাও বাছা, আর ভাবছ কি? তোমায় যা দিলেন, তাই নি'য়ে কেনা-বেচা ক'রে ঘর-সংসার চালাও গে।

সুকুমারী। পিসিমা আমায় দিলেন না?

ছোট। ওমা ভুলে গিয়েছি! বাড়ী যাবার সময়—এই নে, (দু'আনিপ্রদান) দু'আনার খাবার কিনে নিয়ে যাস্।

সুকুমারী। আমার কাপড় ?

ছোট। সরকার মশাই এলে কিনে পাঠিয়ে দেব এখন।

[মোক্ষদা ও সুকুমারীর প্রস্থান ;

ছোট। দেখ পিসিমা ! উঠে আসবার সময় কতক্ জিনিষ আমা হ'য়েছে ; বাকী জিনিষগুলোর জন্য আমার রাত্রে ঘুম হয় না। পাছে শত্রুপক্ষেরা কেউ তালা-চাবি ভেঙ্গে বার ক'রে নেয় !

ব্রহ্ম। তার আর কি মা ? আজ দু'পুর বেলা এনে ফেলা যাবে এখন। বেলা হ'য়ে গিয়েছে ; তবে এখন আমি চল্লেম।

[ব্রহ্মময়ীর প্রস্থান।

ছোট। যাই—আমিও যাই, শিগ্‌গির শিগ্‌গির আহ্নিক-মালাটা সেরে নেই গে।

[ছোটগিন্নীর প্রস্থান।



দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।



অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ।



অন্নপূর্ণার প্রবেশ।

অন্নপূর্ণা। (স্বগতঃ) বেলাটা কত হবে?—বোধ হয় বারটা একটা হবে। আমি বাপু আর রোজ রোজ এরকম ক'রে, এত বেলা অবধি হাঁড়ি কোলে ক'রে তীর্থের কাকের মত ব'সে থাকতে পারিনে। বেলা ন'টার সময় ঘুমথেকে উঠে অবধি এতটা বেলা পর্য্যন্ত কাজের আর নিকেস্ মারতে পারছিনে। আমি ব'লে তাই, অন্য মেয়ে হ'লে এত বেলা অবধি না খেয়ে না দেয়ে পিত্তি পড়িয়ে নিশ্চয়ই একটা উৎকট রোগ এনে ফেলত। আমি বাবু কারো খাতির টাতির রাখতে ভাল বাসিনে। আবার পোড়া পেটের জ্বালাও সহ্য হয় না। বলতে কি, যখনই ভাত ডা'ল রান্না হ'য়ে যায়, অমনি দু'টো ভাজা না ভেজে নিয়ে, সরায় চারটি ভাত না বেড়ে, ডা'ল দিয়ে সপা-সপ গবা-গব মেরে দিয়ে, তবে অন্য কাজ করি।

তারপর যিনি যতক্ষণেই আসুন না কেন, আমার আর কোন ভাবনাও নেই—চিন্তেও নেই। দেখ দেখিনি শ্বশুরমশায়ের কি আক্কেল, এখনও দেখা নেই। তাঁর কাজ আর ফুরোয় না—তাঁকে একবার খাওয়াতে পারলেই আমি নিশ্চিন্দি।—শুয়ে একটু আরাম নিয়ে দু'খানা বই পড়তে পারি—না হয় একটু উলটুল বুনতে পারি। আজ কাল উল বোনাতে বেশ দু'পয়সার মুখ দেখতে পাওয়া যায়। কে আসছে না? তাই ত—

[অন্নপূর্ণার প্রস্থান।

(হরচন্দ্রের প্রবেশ।)

হরচন্দ্র। বৌমা—বৌমা!

নেপথ্যে। আ—জ্ঞে—যা—ই—ই—

(গাড়ু ও গামছা লইয়া অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

হর। মা আজ একটা বিশেষ কাজে প'ড়ে অধিক বেলা হ'য়ে গিয়েছে! কথায় কথায় বেলাটা ঠাওরাতে পারিনি।

অন্ন। তা হ'ক—তা হ'ক।

[পদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দিয়া প্রস্থান।

হর। (স্বগতঃ) লোকে বলে অসময়ের জন্যে আর একটা বিয়ে কর্ত্তে। কি দুঃখে বিয়ে ক'রব! এত বেলা হ'য়ে গিয়েছে, বৌমা আমার —আমার জন্যে না খেয়ে না দেয়ে তীর্থের কাকের মতন ব'সে

আছেন। আমার আহারের সময় পাখা ক'রবেন; আহারান্তে জলটী—পানটী—তামাকটী সেজে দিয়ে তবে বৌমা আমার কাজের আসান পাবেন। বৃদ্ধবয়সে অসময়ে কে কাপড় সরিয়ে দেবে, সেই ভয়েই লোকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল।—সুরথ আমার বেঁচে থাকুক। বৌমার আমার হাতের নোয়া ক'য়ে যাক্। আমার আবার কিসের ভাবনা?—এখন যাই, সেবাটা সেরে নেইগে, তা নইলে বৌমার আমার কষ্ট হ'বে,—খাওয়া হবে না।

[হরচন্দ্রের প্রস্থান।

(ছোটগিন্নীর অন্তরাল হইতে প্রবেশ।)

ছোট। (স্বগতঃ) উঁঃ—উঁঃ—উঁঃ (ঘাড় নাড়িয়া) মিনষের একবার সোহাগ দেখেছ! কিছুতেই কিছু কর্ত্তে পারছিনে; এত কাণ্ডকারখানা ক'রেও আজও কাজ বাগিয়ে নিতে পারছিনে, এই দুঃখুটাই জন্মের শোধ র'য়ে গেল। যখন দেখলেম—বড় দিদি ভোগান্তি-রোগে প'ড়েছে; কিছুতেই এ যাত্রায় রক্ষে পারছে না। তখনি যাতে শিগ্‌গির শিগ্‌গির সাবাড় হয়, সেই চেষ্টায় হাণিফচাচার বাড়ী থেকে বিষের বাতি প'ড়িয়ে এনে জ্বালিয়ে দিয়েই কাজ সাবাড় ক'রে দিলেম। দিলেম বটে, মনে করলেম এই সাবাড়েতেই নকুড়ের মেয়ের সঙ্গে ভাশুরের বিয়ে দিয়ে প্রাণের জ্বালাটা জুড়িয়ে নেব। এখন দেখছি—এই বৌবেটী হ'তে—আর এ বেটীর সেবার জন্যে—তা—হ'ল না! এবার বৌ বেটীর মা এলে ত হয়! একটা

নূতন রকমের কিস্তির চা'ল চেলে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নিতেই হবে। বোধ হচ্ছে—নিশ্চয়ই সেই এক চা'লেই বাজী মাত ক'রে দিয়ে বাগাতে পারবো। পিসিমার কি আক্কেল দেখদেখি! এখনও এল—না?

(ব্যস্তভাবে ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।)

ছোট। এই যে,—এত দেরি ক'রে আসতে হয়?

ব্রহ্ম। মা একটু দেরি হ'য়ে গিয়েছে, কিছু মনে ক'রো না। ভাত খেয়ে হঠাৎ পাইখানায় যেতে হয়েছেল। নকুড়ের আসবার কথা ছেল এসেছে কি?

ছোট। সে আসুক আর নেই আসুক্, আমরা দু'জনেই কাজ বাগিয়ে নিতে পারব।

[উভয়ের প্রস্থান।

(হরেন্দ্রের তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ)

হর। (স্বগতঃ) বৌমা আমার নামেও অন্নপূর্ণা কাজেও অন্নপূর্ণা। হেউ—হেউ—আজ বেটী খোড় চড়চড়ী আর ঝালের ঝোলটা যা রেঁধেচে, তা খেলে অরুচরি রুচি জন্মে যায়। (সহাস্তে) বেঁচে থাক বেঁচে থাক্, গিন্নী ম'রে যাওয়ার পর হ'তে সেবায় এমনি ভুলিয়ে রেখেছে যে, গিন্নীর শোকটা একেবারেই ভুলে গিয়েছি!—হেউ—হেউ (উদ্গার উত্তোলন)।

[হরচন্দ্রের প্রস্থান।

(ছোটগিন্নী ও ব্রহ্মময়ীর গাছ-কোমর বাঁধিয়া
হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটা সিন্দুক লইয়া প্রবেশ।
ব্রহ্মময়ীর ভূমিতে আক্রান্ত হইয়া উপবেশন।)

ব্রহ্ম। আর ত ছোট মা আমার দ্বারায় চল্‌ছে না! এই খানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম কর্ত্তে হ'ল। এখন যা হয় একটা নিজেই ক'রে কর্ম্মে নাও—! ভাত খেয়ে এসে আমার সর্‌দী গরমী হবার উপক্রম হ'য়েছে। বাবা এটা এত ভারি কেন, এর ভিতর কি আছে গা?

ছোট। কি আর থাকবে বল?—সেকি পিসিমা এত দুর এগিয়ে এনে ভরা-থানাকে ঠায় ডুবিয়ে দেবে নাকি? ভাশুর যদি এখনি এখানে এসে পড়েন, তা হলেই তুমুল বিভ্রাটে পড়তে হবে।

ব্রহ্ম। (ব্যস্তভাবে) তাই-ত গো, বল্‌তে না বল্‌তেই ঐ যে কে এসে পড়ল দেখছি! আমি বাপু পালাই! এখানে আমার থাকা পোষাচ্ছে না। এসে পড়ল যে!

[উভয়ের ভয়ে প্রস্থানোদ্যম।

(নকুড়ের প্রবেশ।)

নকুড়। দিদি—দিদি চলে গেলে যে (উচ্চৈঃস্বরে) চ'লে যেও না, চলে যেও না, চলে যেও না, ভয়ে চলে যেও না। আমি অন্য কেউ নয় গো, আমি তোমাদের নকুড়—নকুড়—নকুড়।

উভয়ে। কে—র্‌য়া! ন—কু—ড়!

ছোট। নকুড়, আয় ভাই আয়, বড়ই বিপদে পড়েছি রে, আমরা দু'জনে মিলে এই সিন্দুকটো নিয়ে এসে সামলাতে পারছিনে। তুই একটু ধর—ধর—

নকুড়। তোমরা কি বলছ, কি বলছ?

ছোট। কি আর বলব? এই সিন্দুকটো নিয়ে ওবাড়ীতে পৌঁছে-দিয়ে আয়, না হয় তোদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখগে যা।

নকুড়। আমি তবে এই বেলা মুটে ডেকে নিয়ে আসি।

ছোট। না না, অত দেরি করলে চলবে না, মুটে ডাকা হবে না।

নকুড়। তা বলে আমাকেই একলা নিয়ে যেতে বলছ নাকি? এত বড় জিনিষটা নিয়ে যাওয়া আমার দ্বারায় হবে না।

ছোট। না পারলে চলবে কেন? একান্তই যদি তুই একলা না নিয়ে যেতে পারিস্, আমরা সকলে মিলে ধরাধরি করে নিয়ে যাই চল।

নকুড়। তবে দেখি একবার চেষ্টা ক'রে—নিয়ে যেতে পারি কি না, (অতি কষ্টে ঘাড়ে তুলিবার চেষ্টা) গেল—গেল—ধর—ধর—ঘাড় ভেঙ্গে গেল—ঘাড় ভেঙ্গে গেল—প'ড়ে গেল প'ড়ে গেল ধর ধর ধর।

[অতি কষ্টে সকলে ধরাধরি করিয়া লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।



অন্তঃপুরের দরদালান।



অন্নপূর্ণা ও থাকমণি আসীনা।

(অন্নপূর্ণার কেশবিন্যাস করিতে করিতে)

থাকমণি। হাঁলা অণি, আমি তোকে যে রকম ব'লে দিয়েছি— শিখিয়ে দিয়ে আসছি, ঠিক সেই রকম করিস ত? বাছা আপনার শরীর আগে, না ঘর-সংসারের কাজ আগে? তুই নিরোগী হ'য়ে বেঁচে থাকলে, তবেই তোর ঘর-সংসার—স্বামী-শ্বশুর—

অন্ন। তোমার মা রোজ রোজ ঐ এককথা আমার কিন্তু ভাল লাগে না, এক দিন ব'ল্লে কি আর হয় না? রোজ রোজই সেই এ—ক কথা!

থাক। তাই মা বলছিলেম—মেয়ের আদরেই জামায়ের আদর, নইলে জামাই গাছের বাঁদর।

অন্ন। থাম্ থাম্ আর নেকামি করিসনে—ও সব কথা আমার ভাল লাগে না। কি করি তবে শোন—শুনে একঘটী জল এনেদি, সেই ঘটীর জল খেয়ে প্রাণটাকে ঠাণ্ডা কর। এই শোন—ভোরের সময়

যখন আমি শুয়ে থাকি, তখন তোর জামাই উঠে নিজেই চা তৈরী ক'রে খেয়ে ছেলে নিয়ে মর্নিং-ওয়াক কর্ত্তে বেরিয়ে যায়। তার পরেই আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বেলা ন'টা পর্য্যন্ত ঘুম মারি। তার পরে বিছানা থেকে উঠে মুখ হাত পা ধুয়ে রান্না চড়িয়ে দিই। রান্না ত রান্না—ডা'ল চড়চড়ি আর মাছের ঝোল। একতুড়িতেই সেরে নিই। যে দিন টকের ফরমাস্ হয়, সেদিন চড়চড়ী রান্নাটা বন্ধ থাকে। তারপর—যা হ'ক কিছু—পিত্তি পড়বার ভয়ে পেটে দিয়ে থাকি।

থাক। বেশ মা বেশ! তাই বলছিলেম অমন ক'রে একটু আদটু না খেলে একলা এত খাটা-খাটুনিতে বাঁচবি কেমন ক'রে?

অন্ন। তারপর তোমার জামাই আর ব্যাইয়ের জন্যে ভাতের হাঁড়িটে নিবন্তো উনুনের উপর বসিয়ে সরায় একটু জল দিয়ে রেখে দিই। তাঁরা এলেই অমনি গরম ভাত বেড়ে পারস প্রস্তুত ক'রে দিই। তাঁদের সেবা হ'লে পর ফের চাট্টি ভাত বেড়ে খেয়ে তবে উপরে যাই। গিয়ে শয়নে পদ্মলাভ করি—না হয় শুয়ে শুয়ে থিয়েটারের বই—না হয় দাশুরায়ের পাঁচালি—অন্নদামঙ্গল প'ড়ে উল বোনা সুরু করি—তার পরেই তুমি এসে পড়।

থাক। বেশ মা বেশ! আমি এতে বড় সন্তোষ মা বড় সন্তোষ।

অন্ন। হ্যাঁমা সেই উলের বোনা কুকুরের ছবিখানা ক'টাকায় বিক্রী হ'ল?

থাক। বেশী দরে বেচতে পারিনি মা, কেউ নিতেই চায় নি, তাই বার আনায় বেচে ফেলেছি।

অন্ন। অমন ছাঁটা উলের কুকুরের ছবিখানা কোন্ আক্কেলে বার আনায় বেচে ফেল্লে? তোমার মা কেমন একটা হাকুরে দশা! এত দিয়ে থুয়েও হাহাকার ঘোচাতে পারলেম না! ছবিখানাতে প্রায় দেড়টাকা খরচ পড়েছে; তার উপর আমার গতরের মেহনত আনা আছে। যা হ'ক তুমি কি আক্কেলে আমায় একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে বার আনায় বেচে ফেল্লে?

থাক। কি করি বাছা গরুর খোল ভুষি কেনবার একটি পয়সাও ছিল না, তাই বার আনায় বেচে ফেলে ভুষি কিনেছি।

অন্ন। (বিরক্ত হইয়া) বেশ ক'রেছ মা বেশ করেছ—বেশ বেশ! আর আমায় শোনাতে হবে না।

(ছোটগিন্নীর প্রবেশ।)

ছোট। এই যে, বেয়ান যে, কতকক্ষণ এসেছ?

থাক। এস, বেয়ান এস, এই দিদি বেশীক্ষণ নয়, এই আধ ঘণ্টাটাক হবে।

ছোট। তোমার বাড়ীর আর ছেলে পুলেদের খবর সব ভাল ত?

থাক। তা আর দিদি কেমন ক'রে বলব? এইখানে একটু বোস না? আমার চুল বাঁধাটা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—

ছোট। দেখ বেয়ান! বৌমাকে আমি এত ক'রে শেখাই—এত ক'রে বলি—তবুও বেটী আমার একটা কথাও কাণে তরে না।

থাক। সে কি লা অণি! তোর মা ছোট-মা হয়?

ছোট। আমি বেটীকে বলি—কম্বক্তি—আবাগীর ঝি, তুই বাঁচলেই তোর ঘর সংসার; নইলে সবই অন্ধকার। এমনি বোকা মেয়ে শ্বশুরের খেতে আসতে দেরি হ'লে তীর্থের কাকের মতন হাঁ ক'রে হাপিত্তেস্ হ'য়ে বেলা তিনটে অবধি ব'সে থাকে। রাত্রের ত কথাই নেই। বেয়ান বলব কি আমার ভাই মনে মনে রাগও হয়—দুঃখুও ধরে। আমি পর মানুষ কি আর করব বল? দু'কথা ক'ইলে পাছে দুঃস্থ ভেবে মনে করে আমায় কাণভাংচি দিয়ে ঘর-সংসার ভেঙে দেবার উপক্রম কচ্ছে। পরের কথায় মজার দরকার কি ভাই! যে যা ভাল বুঝবে, সেতা নিজে বুঝে সুঝেই ক'রবে।

থাক। সে কি দিদি, এ-ত তোমার নিজের ঘরের কথা; পরের কথা কি বলছ?

ছোট। (অপ্রস্তুত হইয়া) তাই বলেছিলেম তাই বলছিলেম, ভাশুর আমার যত বেলা ক'রেই আসুন না কেন, পা ধুইয়ে মুছিয়ে তার পর গরম গরম ভাত বেড়ে পারস ক'রে দিয়ে পাখার বাতাস দিতে থাকে। তারপর তাঁর খাওয়া হ'লে হাতে জল ঢেলে দেবে, পান তামাক সেজে দিয়ে তবে বেটী নিষ্কৃতি পায়। তারপর সেই পাতে শুক্‌নো শাক্‌না যা দুটো-দুমুঠো পড়ে থাকে, তাই খেয়েই এক রকম পিত্তিরক্ষে করে। কি আর বলব—পেটভ'রে খায় না বেয়ান, ভাল ক'রে খায় না। রাত্রেও ঐ রকম। আমি বলি, তুই পোয়াতী মানুষ, সকাল সকাল আগে চারটি খেয়ে নিয়ে, বাবুদের জন্যে পারস্ ক'রে রেখে দিবি—এতে দোষ কি? যখন তারা আসবে, হাত পা ধুয়ে নিজে নিজেই ঢাকা খুলে খাবে। দেহটাও ভাল থাকবে

আর এতে কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। আমরাও ভাই যখন তখন এই রকমই ক'রে এসেছি। আজ কাল দেখছি—নূতন নূতন গিন্নীদের নূতন নূতন আদব কায়দা !

থাক। এত বেশ কথা, এত ভাল কথা, তুই তাই করিসনে কেন ? আজ হ'তে তাই করবি। ছোট বেয়ান যা বলবে, একটু একটু কাণ পেতে শুনিস্।

অন্ন। মা তুমি বোঝ না, স্বামী-শ্বশুরকে ভক্তি ক'রে যত্ন করলে ইহকালেও ভাল, পর কালেও ভাল। ওঁরা সাক্ষাৎ দেবতা। আচ্ছা বল দেখি—তোমাদের পরামর্শে অযত্ন করলে, শ্বশুর মশাই যদি আর একটা বিয়ে ক'রে ফেলেন ?

ছোট। (সচকিতে স্বগতঃ) আমিও ত তাই চাই! (প্রকাশে) হ্যাঁঃ—মেয়ে অমনি ঝুড়ি ঝুড়ি বাজারে গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই লোকে এই বুড়ো মিনষেকে ধর' ধর' ক'রে, মেয়ের হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে যাবে। আমি এখন চলেম; তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই ক'রো।

থাক। ব'স না বেয়ান, ব'স না! আর একটু ব'স না! এরি মধ্যে কোথায় যাবে—অন্নি, তোর ছোটমার জন্যে পান দোক্তা এনে দে না!

অন্ন! উনি আমাদের হাতে কোন জিনিষই খান না।

ছোট। আমি পানে বড় রত নই। না না আমার এই আঁচলেই পান দোক্তা আছে।

[ছোটগিন্নীর প্রস্থান

(মঙ্গলার মার প্রবেশ)

মঙ্গলার মা। (স্বগতঃ) আড়াল থেকে সব শুনেছি। ছোটগিন্নীর হুকুমের আর ফরমাশের ভয়ে এতক্ষণ দেখা দিইনি। বাবা—লাকটাকা পিছনে, কান-ভাঙ্গানি এগোনো; আমার বাবুর—হায়—হায়—হায়—এমন সোণার সংসারে আগুন লাগিয়ে দেবার কেমন পরামর্শটা দিয়ে গেল। শোলায় আগুন ধরতে বড় দেরি সয় না! এই লাগল বলে আর কি! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগো বৌদিদি, সন্ধ্যাটা জ্বেলে দিয়ে যাব কি।

অন্ন। না, আমিই জ্বেলে নেব এখন। তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে; তোমাকে ভাই একটা কাজ কর্ত্তে হবে। বেশী কিছু নয় এই আমার মাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে।

মঙ্গলার। বৌদিদি, বাঘের মুখে যেতে বল, আর জলে ডুবে মরতে বল? এসবই ক'র্ত্তে পারব; কিন্তু তোমার ও কাজটী কর্ত্তে পারব না ভাই! সে দিনে তোমার ভায়েদের জন্য কড়াইশুঁটির কচুরি ভেজে যখন পাঠিয়ে দাও, দাদাবাবুর সামনে পড়ে গিয়েছিলেম। দাদাবাবু এমনি মুখখানা লাল ক'রে রেগে মেগে বল্লেন—কাপড় ঢাকা দিয়ে কি নিয়ে যাচ্ছিস রে! শুনেই ভয়ে কেঁপে বাঁচিনে। ভাগ্যিস্ খাঁবুই মা সঙ্গে ছিল, তাই তাকে দেখে আর কিছু বল্লে না—থেমে গেল। এখন অন্য কিছু কাজ নেই! তবে আমি চল্লেম।

[মঙ্গলার মার প্রস্থান।

খাক। দেখ অণি, তোরশ্বশুড়ী যা বলে, একটু একটু শুনিস; নচেৎ

প্রায় হ'য়ে এল, আমি বাড়ী চল্লেম। যাই এখন ঘরে গিয়ে সন্ধ্যে দিতে হবে। হাঁ বলছিলেম কি—দেখ, অনি, অনেক দিন হ'ল আমার হাত খরচের কিছু দিস্‌নি—আজকে কিছু দেনা?—আজ আমার হাতে একটীও পয়সা নেই। আকারগণ্ডায় আর সংসার চালাতে পারছিনে।

অন্ন। আজ আর বেশী কিছু হবে না মা—মাস কাবারের খরচ থেকে—চাল—ময়দা—ঘি—বাঁচিয়ে সেগুলো কেষ্টার মাকে বেচে মোটে পাঁচ টাকা দশ আনা ক'র্‌তে পেরেছি; তাই এখন দিচ্ছি আজকের মতন নিয়ে যাও। হাঁ—আর এক বোতল কেরসিন তেলও আছে।

থাক। বেঁচে থাক্ মা জামাইবাবুর কোল জোড়া হ'য়ে—বেঁচে থাক্। আজগে যে কি উপকারে এল, তা বল্‌বার কথা নয়—মনে ক'রেছিলেম এই পয়সা থেকে যাবার সময় এক বোতল ক্যারাসিন কিনে নিয়ে যাব।

অন্ন। তবে চল দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথ।)

নকুড় ও হীরালালের মাতাল অবস্থায় প্রবেশ।

উভয়ে। গীত।

আচ্ছা মজার দোকান পেতেছে নিতাই (বাবা)।
ইচ্ছে হয় তার গুণের বালাই নিয়ে ম'রে যাই॥
মুখে না দিতে দিতে, পেটে না পড়তে পড়তে (বাবা)—
গোরা হ'য়ে নেচে কুঁদে অমনি গড়াগড়ি যাই॥
এ সুধায় প্রাণ মেতে গেলে, দিল্ চণ্ডুয়াং আপনি খেলে,
তখন বাবা, হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হ'য়ে উড়ে বেড়াই॥
স্বকীয়া পরকীয়া তরে, ছট্‌ফটানি যখন ধরে,
পয়সাটী না থাক্‌লে পরে, লোকলজ্জার মাথা খাই॥
কি করি বাবা—পরিণামে নেশার তরে—
পরিজনের (আবার) হাড়ে নাড়ে জ্বালাই পোড়াই॥
একবার হরি হরি বল ভাই॥

নকুড়। (মাথায় চাঁটি মারিয়া) এ-ই শালা হীরে! লিয়াও শালা, হুইস্কি লিয়াও।

হীরালাল। আর কোথা পাব রে শালা!

নকুড়। না দিয়ে থুয়ে শালা শালা কর্‌বি যদিরে শালা, এক চড়ে উড়িয়ে দেব তোর মাথার খোলা।

হীরালাল। তুই শালা কেন বল্‌বি শালা, তোর মতন শালা, আমার বোনাই বাবা আছে কিরে শালা যে, মনে কর্‌লেই ঝড়ারঝড় টাকা বার কোরে মদ কিনে আন্‌ব রে শালা!

নকুড়। শালা তোর যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! আমার বোনাই আমার বাবা, তাহ'লে তোর কে হ'লরে শালা?

হীরালাল। আমার আর কে হবে বাবা, আমার হ'ল পুষ্যিপুত্তুর। আর তুই বেটা আমার পুষ্যিপুত্তুরের ছেলে। তোকে হুকুম ক'র্‌ব, আর তুই মদ এনে যোগাবি।

নকুড়। চল্‌ শালা—চল্‌।

হীরালাল। ওরে নোকড়ো, দেখছিস্‌ রে—ঘোমটা মেরে কে আস্‌ছেরে শালা। এই বেটীকেই আজ দোসর ক'রে নিয়ে চল্‌—শালা।

(থাকমনিদেবীর তৈলের বোতল লুকাইতে লুকাইতে ভয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ।)

হীরালাল। (করজোড়ে)

তুমি কে মা জননি—পতিতপাবনি—মা গঙ্গে—চলিছ একলা।
জানি গো তোমায়—তুমি পতিতজনে কভু স্থান দিতে কর না অবহেলা॥
চলিছ বাবা—একলা একলা, আমিও বাবা ছিলাম একলা,—
এখন বড় একটা মন্দিরে গিয়ে—হইগে চল দোকলা॥

এ বাবা যে সে মন্দির নয়—"নাট্যমন্দির নাট্যমন্দির"!! (উচ্চস্বরে) ও রে নোকড়ো—ওরে ও বেটা নোকড়া! দেখচিস্‌নে এ যে আমাদের পদিপিশি রে! একে যে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া চলে; বাহবা, বাহবা—

দেখ্‌ছিস্‌ নে, আবার এক যন্ত্র কারণও নিয়ে যাচ্ছে। ধর বেটী—শালীকে! (উভয়ে তৈলের বোতল টানাটানি)।

থাক। (উচ্চৈঃস্বরে) ও গো বাবা গো, কে কোথায় আছ গো! এই মাতাল বেটারা আমার জাত কুল ধর্ম্ম সব খেলে গো, কে কোথা আছ গো মেরে ফেল্লে গো ওগো বাবা গো, (ক্রন্দন)।

(দ্রুতবেগে পথিকদ্বয় ও অফিসারবেশে
সুরথচন্দ্রের প্রবেশ।)

সকলে। কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে—কি হ'য়েছে গা বাছা কি হ'য়েছে?

থাক। (ক্রন্দনস্বরে) বাবারা এই দেখনা—এই মাতাল বেটারা আমার জাত কুল খাবার যোগাড় ক'রেছে।

নকু, হীরা। (বোতল টানিতে টানিতে) ছাড় বেটী ছাড়। বাবারা দেখছনা—এই বেটী আমাদের কারণের যন্ত্রটা নিয়ে পা'লয়ে যাচ্ছে।

নকু। (বোতল কাড়িয়া লইয়) তোর বেটা আক্কা আক্কেল, এযে কেরাসিন তেল। "টোক্কার ভিতর ফোক্কারে" শালা।

হীরা। দে তবে ছড়িয়ে—ঐ বেটাদের গায়ে (ছড়াইয়া দেওন)।

পথিক দ্ব। মার শালাদের—মার শালাদের।

থাক। (ক্রন্দনস্বরে) বাবারা (সসম্ভ্রমে স্বগতঃ) তাইত—এ যে জামাই বাবু নয়?

হীরা। ওরে নোকড়ো চলে আয়রে শালা—চলে আয়, 'জালে মাছি পড়েছে'।

[পথিকদ্বয় নকুড় ও হীরালালের সহিত ধাক্কাধাক্কি মারামারি
এবং হাতাহাতি করিতে করিতে প্রস্থান।

(ঘোমটা দিয়া থাকমনির প্রস্থানোদ্যম)

সুর। এস বাছা তোমার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসিগে (ভাল করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে) কে, মার মতন দেখ্‌ছি যে, কে-ও—মা নাকি? আপনি এরূপ অবস্থায় একলা এখানে? আপনার এ সব কি? আপনার ছেলেরা দশটাকা রোজগার কচ্চে, তাদেরও মানসম্ভ্রম আছে, আমাদের কল্যাণে আপনার অভাব কি? খাবার পরবারও কোনরূপ দুঃখু ক্লেশ নেই। তাতে এ সব কি অন্যায় অত্যাচার—এক বোতল সামান্য তেলের লোভ সম্বরণ ক'র্‌তে না পেরে কিরূপ বিপদে পড়ছিলেন বুঝে দেখুন দেখ? আপনাকে অধিক আর আমার বল্‌বার কিছুই নেই, আমায় ধিক্, আপনাকে ধিক্, আপনার সন্তানসন্ততিগণকেও ধিক্।

থাক। (স্বগতঃ) কি লজ্জার কথা, এর চেয়ে মরণ যে ভাল ছিল। ঠিক হ'য়েছে দরিদ্রের ঘরের মেয়ে অবস্থাপন্ন ঘরে পড়লে প্রায়ই তাদের মায়েদের আমার মতনই চরিত্র হ'য়ে থাকে—আমার এতে দোষ কি? "লোভে পাপ পাপে মৃত্যু" তাই ঠিক হ'য়েছে। আমরা মেয়েমানুষ; কন্যার ঐশ্বর্য্য দেখে লোভ সামলাতে না পেরেই এইরূপ ক'রে থাকি তাই পরিণামে এর কর্ম্মফলও হাতে হাতে পেলেম—জামাইয়ের কাছে রাস্তায় ধরা পড়লেম—কি কেলেঙ্কারি। আজকাল প্রায়ই আমার মতন মেয়েসোহাগী ঘরভাঙ্গানীরাই জামাইবাড়ী ঢুকে এই রকম কোরেই সোনার সংসারকে ছারেখারে দিয়ে থাকে, ধিক্—ধিক্ আমাদের।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শাশুড়ীর দলের প্রবেশ)

গীত।

ঘরকন্নায় ওকি জানে, ওযে আমার কচি মেয়ে।
ইচ্ছা হয় ঘর করিগে, তারে ঠেলে ফেলে দিয়ে॥
আহা, বাছা আমার সোনার যাদু এই সব কথা ব'লে ক'য়ে,
জামাইকে বশ ক'রে নেব' কাণে মন্ত্র ফুকে দিয়ে॥
জামাইত ছেলেমানুষ তাদের বাবাকে—
বশ ক'রে নেব' মোদের চন্দ্রানন দেখাইয়ে॥
বেই বেনের পাতান সংসার উল্‌টে পাল্‌টে দিয়ে,
ব'সব মোরা থাপন জুড়ে নূতন গিন্নি হ'য়ে॥
মোদের ঠেলায়, ভেড়া ক'রে নাচাইব জামাইয়েরে।
(পরিণামে) মা বাপকে পর ক'রে দেবে মোদের ভালবাসা পেয়ে॥
এখন বুঝলে? দিদিরা বুঝলে?
না—না—না—কিছুই বুঝতে পারলে না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(হরচন্দ্রের বৈঠকখানা।)

হরচন্দ্র আসীন।

হর। (স্বগতঃ) দিন যায় না ক্ষণ যায়, আশ্চার্য্য পরিবর্ত্তন, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। যে বৌমা স্বয়ং উপস্থিত থেকে অগ্রে আমার সেবা শুশ্রূষা না ক'রে, জলস্পর্শও ক'রতেন না। আজ সেই বৌমার আমার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। পাশের ঘরে উভয়ে পরস্পরে বাক্যালাপ ক'র্‌ছে শুন্‌তে পেলেম ডাক্‌লেম উত্তর পেলেম না। প্রদীপটে বাতাসে নিভে গেল ডেকে বল্লেম—সুরথ কিংবা বৌমা কেউ জ্বেলে দিতে এল না—এমন কি আমার কথায় সাড়াটী পর্য্যন্তও দিলে না। বল্লেম আমি গণ্ডূষ ক'রে ব'সেছি—উঠবার যো নেই—অন্ধকারে সেবা দিতে নাই—আহার হবে না, একবার এসে আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও—তা দিয়ে গেল না—আহার হ'ল না। আমার এরূপ কথা শুনেও কি ক'রে তারা নিশ্চিন্ত নির্ব্বাক হ'য়ে রইল—সকলই অদৃষ্টের ফের। এখন বেশ বুঝতে পেরেছি, বিধাতা অদৃষ্টে যেরূপ লিখেছেন, সেটা খণ্ডন করা

অতিশয় দুঃসাধ্য, এই দেখনা আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম যে, নিশ্চয়ই আর বিবাহ ক'র্‌বো না ; কিন্তু এই বিষয়ে তর্ক ও মীমাংসার জন্যে অম্বিকাজ্যোতিষীকে কুষ্ঠী দেখা'তে, তিনি আমার কথায় আমাকে বাতুল ব'লে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বল্লেন, "শনির দশায় শনির অন্তরে রাহুর প্রত্যন্তরে আপনার স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে আবার এই শনিঠাকুরই কোনও না কোন সূত্রে আপনার আর একটী বিবাহ না দিয়ে ছাড়্ছেন না। আপনি বিবাহ ক'র্‌ব না ব'লে যতই প্রতিজ্ঞা করুন বা বলুন না কেন আপনাকে নিশ্চয়ই আর একটী বিবাহ ক'র্‌তেই হবে।" আমি তখন তাঁর কথায় বিশ্বাস ক'র্‌তে পারিনি না ; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সেই সময় উপস্থিত, কার্য্যসূত্রে ব্রাহ্মণের অমোঘ বাক্য ফলিত হ'তে চ'ল্ল।

(দস্ত লইতে লইতে রাধানাথের প্রবেশ।)

রাধা। কি মশাই সূর্য্য উদয় হ'তে না হ'তেই এত ডাকের উপর ডাক লোকের উপর লোক কেন ?

হর। (বিমর্ষ বদনে) এস ভায়া এস, ব'স, আমি না বুঝেসুঝে কার্য্য-গতিকে পড়ে হঠাৎ একটা কটু শপথ ক'রে বড়ই বিপন্ন হ'য়ে প'ড়েছি। এতদিনে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, সংসারে যাদের তুমি আপন আপন ক'রে মর, তারা কেউ তোমার আপন নয়। সকলেই স্বার্থের দাস।

রাধা। (উচ্চ হাস্য করিয়া) কি মশাই হ'য়েছে কি, ব্যাপারটা কি বল্লেনই না। আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন ?

হর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক) একটা বড়ই কুকার্য্য ক'রে ফেলেছি, দুঃখে ও রাগে না বুঝে শুনে বড়ই অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি। গতরাত্রে সন্ধ্যার পরেই গণ্ডূষ ক'রে আহারে ব'সেছি, হঠাৎ বাতাসে আলোটা নিভে গেল, সেই আলোটা নিভে যাওয়াই এখন দেখ্‌ছি আমার কালস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তারপরে আলোটা জ্বেলে দেবার জন্যে স্বরণকে আর বৌমাকে এত ডাকাডাক কল্লেম কিছুতেই তারা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল না, সাড়াটা পর্য্যন্তও দিলে না, অন্ধকারে আমার আর সেবা হ'ল না। রাগে আর মনের ধিক্কারের সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ পরিতাপ ও দুঃখ এসে উপস্থিত হ'ল; গণ্ডূষ না ক'রেই সেই গণ্ডূষের জলে শপথ ক'রে ফেলেছি যে, এই বৈশাখ মাসের দু এক দিনের মধ্যেই একটা বিবাহ না ক'রে আর এ ভিটাতে জলস্পর্শ ক'রবো না।

রাধা। (উচ্চহাস্য করিয়া) বা—বা মশাই, বলেন কি মশাই, আমার নতীর দেহে ও আপনার আবার এই স্বার্থপর সংসারে পচাপুকুরে ডুব দিতে ইচ্ছে হ'য়েছে!

হর। কি ক'রে ভায়া, রাগে, মনের দুঃখে, অনুতাপে এইরূপ কটু শপথ ক'রে ফেলেছি; আর উপায় নাই যাই হোক তুমি এ কার্য্যে উৎসাহ উদ্‌যোগী হবে কি না বল? আমি এখন কারও কোনও প্রকার কথা বা অনুরোধ শুন্‌তে ইচ্ছা ক'রনে বা ক'র্‌ব না, তুমি না পার স্পষ্ট ক'রে বল—অনেক ঘটক জুটবে।

রাধা। 'পাগলে কিনা বলে ছাগলে কিনা খায়' পিতার নিকটে পুত্র অপরাধী হ'লেও শত শত অপরাধ মার্জ্জনীয়, এখন আমি বেশ

বুঝতে পেরেছি মশাই, নিশ্চয়ই তারা অত্যন্ত অন্যায় ও গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে—গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'য়েছে, তা ব'লে কি—

হর। (বিরক্ত হইয়া) বোঝা গিয়েছে।—রাধানাথ, তুমি ব'সো—আমি এখন চল্লেম—উঠ্‌লেম।

রাধা। আপনি উঠে গেলে আমি কার কাছে ব'সে থাক্‌ব'? আমিও তবে চল্লেম।

হর। তা বেশ—

রাধা। (স্বগতঃ) ওঃ বুঝেছি ব্রাহ্মণের স্ত্রীবিয়োগাত্মক শোকানলে আহুতি দিয়েছে—হৃদয়ে আঘাত পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) তার আর ভাবনা কি মশাই, একটু স্থির হ'য়ে বসুন, ভেবে চিন্তে যাহ'ক একটা পরামর্শ ক'রে সিদ্ধান্ত করা যাচ্চে। এত উতলা হ'লে চল্‌বে কেন! (স্বগতঃ) বিষম সমস্যা—'যার তার লাগ্‌বে জোড়া, হে—চোয়ের মুখ পোড়া'। একাজে প্রবৃত্ত হ'লে লোক আমাকেই নিন্দা ক'র্‌বে। ভবিষ্যতে এঁদের পিতাপুত্রের মনোমালিন্য ঘুচে যাবে; কিন্তু আমার এ কলঙ্ক আর ঘুচবে না। আমাকেই চিরকালের জন্যে লোকের কাছে দূষিত হ'য়ে থাকৃতে হবে, যাই হোক (প্রকাশ্যে) দেখুন মশাই! পিয়ারীমোহন বাবুর ম্যানেজার গিরিবাবুর একটী সুরূপা সুশীলা কন্যা আছে। আমার বোধ হয় মশাই, আপনাদের সঙ্গে তাদের বৈবাহিক মিল থাকৃতে পারে।

হর। তাঁর আর বেশী পরিচয় দিতে হবে না। আমি তাঁকে বিশেষ জানি, তিনি অতিশয় সজ্জন—অমায়িক এবং ধর্ম্মভীরু লোক। তিনি

আমার মতন পাত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন কি? তিনিও ফুলে আমরাও ফুলে।

রাধা। তাঁদের কুলে-শীলে মেল অনুসারে একটীও সুপাত্র এপর্য্যন্ত অনু-সন্ধান ক'রে পান নাই ব'লে আপনার কথাই তিনি আমাকে অনেকবার ব'লেছিলেন; কিন্তু মশাই আপনি তখন সংসারত্যাগী-বৈরাগী ছিলেন ব'লেই, একথা আর উত্থাপন ক'র্‌তে আমার সাহসে কুলোয় নে। বেশ ভালই হ'লো মশাই, এখন বল্লেন—চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে।

হর। চেষ্টা ক'রে দেখা যাবে নয়, তুমি এখনি যাও; গিয়ে পাকা ক'রে একেবারে দিনস্থির ক'রে এলে তবে আমি জলস্পর্শ ক'র্‌ব, এই লও এই চারখানা গিনি দিয়ে একেবারে আশীর্ব্বাদটা সেরে আস্‌বে, (চারিখানি গিনি প্রদান) আর তাঁকে বল্‌বে আমি তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করিনে; তবে তাঁর কন্যাকে তিনি যা দিয়ে সন্তুষ্ট হবেন, তাই দেবেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই—কি ভাবছ এখনও কি ভাবছ—আর দেরি ক'রোনা উঠ।

রাধা। (স্বগতঃ) কি করি—তবে যাই, গিরিরাজ বাবু অতিশয় ভদ্রলোক তাঁর একটা এরূপ উপকার কর্ত্তে পারলেও আমার এতে পুণ্য আছে। (প্রকাশ্যে) তবে আসি মশাই, তা হ'লে একেবারেই পাকা ক'রে দিনস্থির ক'রে আসব?

হর। তোমার মতন বেয়াকুব ত আর ছুনিয়ায় দেখিনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক কথাই একশ'বার?

রাধা। আজ্ঞে হাঁ মশাই, তাই বলছিলেন্। [প্রস্থান।

হর। (স্বগতঃ) হাঃ বিধাতঃ আমার অদৃষ্টের ফলাফল আরও যে কত কি আছে তা বলতে পারিনে।

(সুকুমারীকে লইয়া ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।)

ব্রহ্ম। হাঁগা বাবা—তুমি নাকি আবার নতুন সংসার পাতবার ইচ্ছে ক'রেছ?

হর। (বিরক্ত হইয়া) কি করি পিসিমা, তোমাদের পাঁচজনের মনোগত ইচ্ছায় আর কর্ম্মবিপাকে অগত্যা রাজি হ'তে হ'য়েছে।

ব্রহ্ম। তা বেশ বাবা বেশ—বেশ ভালই ক'রেছ, সংসারে কেউ কার' নয় বাবা কেউ কার' নয়। আপনি বাঁচলেই বাপের নাম। তুমি বাবা তেতে পুড়ে এসে এক ঘটী জলের জন্যে হাাঁপত্যেস্ হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে, সময় মত পাবে না, এর চেয়ে আর কি দুঃখু হ'তে পারে? কেউ কার' নয় বাবা—কেউ কার' নয়। আপনার সহধর্ম্মিণী না থাক্‌লে এর দরদ কে বুঝবে বল। আ হা হা, তাই বল্‌ছিলাম বাবা—এই দেখ বাবা, এই এই আমাদের সকলকার ইচ্ছে যে এই মেয়েটীকে এই এই আমাদের সুকুমারীকে বিয়ে থা ক'রে তোমার ঘর সংসার বজায় কর। বেশ হবে বাবা বেশ হবে; মেয়েটী রূপে গুণে নেহাৎ মন্দ নয়—এই দেখ না—এই দেখ না! বড় লক্ষ্মী মেয়ে, রান্না বান্নায় খুব পটু, যখন যা ফরমাস্ ক'রবে, এই বয়েসেই তোমার দাসী বাঁদীর মতন হ'য়ে সব কাজ ক'রে দিতে পারবে। তোমাদেরি এক ঘরয়ানা—পাল্‌টী ঘর। হাঁ, আর একটা কথা ব'লছিলেম কি, ছোট মা ব'লে দিয়েছেন যে, এই মেয়েটীকে বিয়ে

ক'রলে তাঁর হাতে নগদ টাকাকড়ি আর গহনাপত্তর যা কিছু আছে অন্য কাকেও না দিয়ে তোমাকেই সব দেবেন।

হর। এটী ছোট বৌমার কে হয়?

ব্রহ্ম। তুমি এতদিন কি জান্তে না বাবা, এ আমাদের নকুড়ের মেয়ে— নকুড়ের মেয়ে!

হর। নকুড়ের মেয়ে? পিসি মা, এই জোড় হাত ক'রে বল্‌ছি, আর ওকথা মুখে এন না, এখানে আর ওকথা উত্থাপন ক'র না।— তোমায় কে ব'লেছে আমি বিয়ে ক'রব? সব মিথ্যে কথা।—আমি বিয়ে ক'রব না। আর এটা নিশ্চয় জেনো, যদি বিয়ে কত্তেই হয়, তা হ'লে ছোটগিন্নীর সম্পর্কের কাকেও বা নোকুড়োর মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌ব না। তোমরা এখান থেকে চলে যাও।

ব্রহ্ম। বাবা—আমি কখনও কোন সময়েই কোন উপরোধই তোমাকে করি নে। আমার এই অনুরোধটী আজ তোমাকে রাখতেই হবে, তা নইলে আজ আমি কখনই ছাড়ব না—যাব না।

হর। (রাগান্বিত হইয়া) কি পাপ—আমি ব'ল্‌ছি বিয়ে ক'রবো না, তবু এক কথা একশবার। যাও যাও,—বিরক্ত ক'রো না, এখান থেকে চলে যাও এখন বৈঠকখানায় অনেক লোক এসে পড়বে।

ব্রহ্ম। (আঙ্গুল মট্‌কাইয়া স্বগতঃ) আচ্ছা, আমার যেমন অপমান ক'র্‌লে, আমি যদি বদনি বামুনের মেয়ে হই, তা হ'লে এর প্রতিশোধ নেবই নেব।

[সুকুমারীকে টানিয়া লইয়া ব্রহ্মময়ীর প্রস্থান।

হর। (স্বগতঃ) বেটীর কি আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ! মুখে কিছু

আটকায় না, ওটা ওদের জেতের স্বভাব—স্বধর্ম্ম। তা নইলে শাস্ত্রে ব'লবে কেন স্বামীপুত্রবিহীনা রাঁড়ী অবীরা, যাদের প্রাতঃকালে মুখ-দর্শন বা যাত্রাকালে মুখ দেখে যাত্রা কর্ত্তে নাই—প্রণাম কর্ত্তে নাই, প্রণাম নিতে নাই, পদধূলি দিতে নাই ও নিতে নাই। আবার যাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন, এমন কি যাদের হাতের জলস্পর্শও ক'র্‌তে নাই, সেই আঁটকুড়ী অবীরা বেটীরা প্রথমেই আমার এই কার্য্যে বাধা দিতে এসেছিল—জানিনা এর পরিণামে কি আছে!

(ননীগোপালকে লইয়া সুরথ ও অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

অন্ন। (ক্রন্দন)।

সুরথ। (হরচন্দ্রের পদধারণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও ক্রন্দনস্বরে) বাবা—আমি আপনার অবোধ ছেলে, আমরা না বুঝে সুঝে একটা অত্যন্ত অন্যায় গর্হিত এবং আপনার বিশেষ অসন্তোষের কার্য্য ক'রে ফেলেছি, আমাদের এ অপরাধ আপনাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তেই হবে।

হর। (রাগান্বিত হইয়া) ছেড়েদে আমার পা—ছেড়ে দে বল্‌ছি আমার পা।

সুরথ। আপনি যদি আপনার অবোধ সন্তানের দোষ ক্ষমা না ক'র্‌বেন তাহ'লে আর আমাদের দাঁড়াবার স্থান কোথায়? ঐ দেখুন আপ-নার আদরের ননীগোপাল কাঁদ্‌ছে।

হর। এখন আর উপায় নাই।—এখন আর কি ক'র্‌বো—কোনও উপায় নাই। গতরাত্রের ব্যাপারটাতে ভবিষ্যতের জন্যে তোমাদের একবার ভাবা উচিত ছিল। আমি ব্রাহ্মণসন্তান, তোমাদের আচরণে

মর্ম্মাহত হ'য়ে তবে একটা কটু শপথ ক'রে ফেলেছি—এখন আর তার কোনও উপায় নাই।

[পা ছিনাইয়া বেগে প্রস্থান।

সুরথ। তুমিই এই সর্ব্বনাশের মূল ; পরের কথায় পরের মন্ত্রণায়, আজ হ'তে তুমিই এই সংসারের কণ্টক হ'লে, তুমিই আমাদের এই সোণার সংসারের অলক্ষ্মী হ'য়ে ছারে-খারে দিলে। অধিক আর কি বল্‌বো—আমার আর বল্‌বার কিছুই নেই। এখন যাই—আর একবার দেখিগে।

অন্ন। (রাগান্বিত হইয়া) তোমার অতশত কথার আমি ধার ধারিনে।

[সুরথের প্রস্থান।

উনি সোহাগ ক'রে—আমায় ছেড়ে—বিছানা থেকে উঠ্‌তে পার্‌লেন না—এতে আমার দোষ কি? শশুর না হয়—শশুরই আছেন তিনি ডেকেছিলেন—না হয় ডেকেই ছিলেন। পাশের ঘরথেকে আমাদের গলার আওয়াজ—কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেয়েছিলেন—না হয় পেয়েই ছিলেন (ক্রন্দন) পরের মেয়েকে ঘরে এনে অন্যায় ক'রে সকলেই এই রকম ক'রে লাথি ঝাঁটা মার্‌তে পারে। এতই যদি বাপের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি—তবে নিজে গিয়েই কোন্‌ প্রদীপটে জ্বেলে দিয়ে এলে, আমার উপর এ বদিয়াত কেন, সমস্ত দিনের খাটা খাটুনির পর আমার গতর না ব'ইলে ত আর বাঁদীর মতন যার তার হুকুম বজায় রাখ্‌তে পার্‌ব না।

ননী। মা, দাদাবাবু লাগ কলেছেন—কেন মা ?

অন্ন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগ কলেছেন।

ননী। তবে কি হবে মা ?

অন্ন। হবে আর কি—আমার শ্রাদ্ধ হবে—পিণ্ডটা চটুকে খাবি তা।

ননী। পিণ্ডি-পিণ্ডি-পিণ্ডি—পিণ্ডি কি মা।

(ননীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পূজার দালান।

(ছোটগিন্নী ও ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ।)

ব্রহ্ম। হায়রে—স্রাবণের ধন বানরে লুটে খেলেরে—বানরে লুটে খেলে।

ছোট। (রাগান্বিত হইয়া) আর বানরে লুটে খেলেরে বানরে লুটে খেলেরে ব'লে সোহাগ জানাতে হবে না, আমি দরজার আড়াল থেকে সব শুনেছি; তোমার না রক্ত মাংসের শরীর? তুমি কি ক'রে অমনি অমনি চ'লে এলে, আসবার সময় ভাশুরকে বেশ ক'রে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারলে না? তোমার সামনেই আঁটকুড়ী অবীরা ক'রে কত গালাগালি পাড়লে, আর তাই শুনে তুমি মুখ বুঁজে কোন কথা না ব'লে অমনি চ'লে এলে? যে কথাবার্তানি—যে কবুদ্ধিহীনি, তার উপর আবার পাঁচজনকে গালাগালি কেন! আমার সামনে যদি অমনি ক'রে ব'লত তা হ'লে আমি ভাশুর টাশুর মানতেম না, মুখের উপর বেশ ক'রে দশ কথা শুনিয়ে শিখিয়ে দিয়ে চলে আসতেম।

ব্রহ্ম। অতবড় মুরুব্বিলোকের মুখের উপর জবাব ক'র্‌তে আমার মতন লোকের সাহসে কুলায় কি ?

ছোট। (মুখ বিকৃত করিয়া ও মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) এইটাই যদি তোমার সাহসে না কুলায়, তবে রোজ রোজ আমার কাছে এসে ছোট মা এটা দাও—ওটা দাও—সেটা দাও—আজ হাঁড়ী চড়্‌ছে না—দুটো পয়সা দাও ব'লে হাত পাত্তে—চাইতে লজ্জা করে না ?

ব্রহ্ম। ছোটমা একটু মুখ সাম্‌লে গো মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো।

ছোট। এর আর মুখ সাম্‌লে কথা—কওয়া ক'র্‌বি কি, তুমি যেমন রোজ রোজ আমার কাছে ক'রে থাক সেই সবগুলো বিছিড়ে দিচ্ছি।

ব্রহ্ম। তোর ভাশুর নোকড়োর মেয়েটাকে বিয়ে ক'র্‌তে রাজী হ'লো না ব'লে তুই সেই ঝাল্‌টা তাকে কিছু না ব'ল্‌তে পেরে আমার উপর ঝাড়্‌তে এসেছিস্‌, গলায় দড়ী-ক'লসি বেঁধে গঙ্গায় ডুবে আপ্‌শোষটা মেটাগে যা। জানিস্‌ এপর্য্যন্ত তুই যা—যা ক'রে এসেছিস্‌, সে গুলোর যদি আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিই, তা হ'লে তোর মুখে লোকে কাটি ক'রে পচা স্বেত্‌খানার গু দিতে ছাড়বে না। তুই আমায় এক আদ খান কচুরি পানতুয়া আর মধ্যে মধ্যে বাগানের দুটো শুকনো ডাঁটা একটা চাল্‌তা দিয়ে থাকিস্‌ বৈত নয়। এবার থেকে না হয় নাই দিবি নেই—নেই, আমি অমন খাওয়া খেতে চাইনে আমার এ রকম ঢের যায়গা আছে (হাত নাড়িয়া) যাহ'ক বাছা—তোর মতন আমি ঘরভাঙ্গানি মেয়ে নই। নোকড়োর মেয়েটার সঙ্গে হরচন্দ্রের বে দেবার জন্যে তুই কি—না ক'রেছিস ? আমার ত আর জান্‌তে কিছু বাকী নেই। ভেবে দেখ দেখিনি, অমন ঘরআলো—

করা বড় বৌটাকে তুই কিনা হানিফচাচার বাড়ী থেকে বিষের বাতী পড়িয়ে এনে জ্বালিয়ে দিয়ে ধড় ফড়িয়ে নিকেস্ ক'রে দিলি, জানিস্নে? আহা ছট ফটিয়ে মোরে গেল! সোণার সংসারটাকে একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছিস; আবার আপনার কার্য্য উদ্ধার করবার জন্য ঐ কচি বৌটার কানে মন্তর দিয়ে দিয়ে তার ইহকাল পরকাল একেবারে ঝরঝরে ক'রে দিতে ব'সেছিস্; অমন সোণার চাঁদ বৌটাকে একেবারে বিগ্ড়ে দিলেগা! শ্বশুর, স্বামী নিয়ে কেমন ঘরসংসার ক'চ্ছিল গো, কেমন ঘরসংসার ক'চ্ছিল, শ্বশুরের কত ভালবাসার পাত্রী হ'য়েছিল; অমন বৌটাকে হরচন্দ্রের একেবারে চক্ষুশূল ক'রে দিলি, আবার মুখ নেড়ে গলা বাজিয়ে—কোমর বেঁধে আমার সঙ্গে ঐ পোড়ার মুখ নিয়ে কোঁদল ক'র্‌তে এসেছিস লজ্জা করে না, ঘেন্না ধরে না, এই চল্লুম—এই আমি চল্লুম—তুই যদি গুয়ে মুয়ে হ'য়ে ম'রে প'ড়েও থাকিস্—তা হ'লে এই তোদের সরকারী পিসিমা এবাড়ীতে আর ঢুক্‌চে না।

[ব্রহ্মময়ীর প্রস্থান।

ছোট। যা বেটী যা গস্তানি, গস্ত দিগে যা, আমার পয়সা থাক্‌লে তোর মত ঢের বেটী গস্তানী এখানে এসে গড়াগড়ি দেবে। 'ভাত ছড়ালে আবার কাগের অভাব'।

(নকুড়ের প্রবেশ)

নকু। দিদি দিদি সকাল থেকে এত ডাকের উপর ডাক পাঠাচ্ছ কেন? একটু আয়েস্ ক'রে খেতে শুতেও দেবে না নাকি?

ছোট। আয় দাদা আয়—দেখ্ তোকে আর কি ব'লবো ভাই তোর

এই যে বোনাই ম'রেছে—এ জানবি কেবল তোদেরই জন্যে। আমার আর খরচ কিসের বল ; মাসে পাঁচ টাকা হ'লেই আমার যথেষ্ট। এই জাল জুচ্চুরি যা কিছু কর্‌ছি—এ জানবি কেবল তোদেরি জন্যে। তুই যদি খেয়ে প'রে আনন্দ ক'রে বেড়াস্—তবেই আমার চোখের সার্থক ; তোদের খরচ দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনে বলেইত, ঠাকুর দেবতা গুরু পুরুত এমন কি ভিখিরিদের পর্য্যন্তও একমুঠো চাল কি একটা পয়সা প্রাণধ'রে দিতে পারিনে। গড়্ গড়্ ক'রে তোদের এত টাকা কড়ি দিচ্চি থুচ্ছি তবুও একদিনের জন্যেও তোদের মন পেলেম না এইটীই বড় দুঃখু রয়ে গেল।

নকু। তা ব'ইকি তা ব'ইকি তা তুমি যা বল্লে; বোনাই বাবু নিশ্চয় আমাদের জন্যেই ম'রেছে ; আর তুমি না দিলে থুলে দি'দি আমিইবা আর পাব কোথায় বল, আমার কি দাওয়ানি আছে না তালুক মুলুক আছে, আমাদের একমাত্র তুমিই ত ভরসা। সুকুমারীর বিয়ের কি কর্‌লে ?

ছোট। মাথা আর মুণ্ডু। কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লেম না ভাই, কিছুই ক'র্‌তে পারলেম না, পাঁচ বেটা বেটীরা শত্রুতা ক'রেই ক'র্‌তে দিলে না।

নকু। তবে কি হবে দিদি মেয়েটাকে যে আর রাখা যাচ্ছে না।

ছোট। ও সব কথা এখন থাক। এখন একটা কাজ ক'র্‌তে পারিস্ ? এই এই পরশু দিনে পিয়ারি বাবুর ম্যানেজ্যারের মেয়ের সঙ্গে ভাগুরের বিয়ের স্থির হ'য়ে গিয়েছে, এ বিয়েটা কোন রকম ক'রে ভণ্ডুল ক'রে দিতে পারিস্ ?

নকু। তার আর কি—দিদি, এ'ত অতি তুচ্ছ কথা—তোমার একটা হুকুম পেলে, দক্ষযজ্ঞও ভণ্ডুল ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারি। বুড়ো মিনসের তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, এর হাতে কি ক'রে সেই কচি মেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছে গা!

ছোট। এখন তুই কি ক'র্‌তে চাস্?

নকু। কি আর কর্ত্তে চাইব বল? আর একটুও কিন্তু দেরী করা চ'ল্‌ছে না। যদি এখনি আমাকে টাকা দিতে পার, তা হ'লে দানসাগরের বন্দোবস্তটা ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারি।

ছোট। এ কাজটায় ক'টা টাকা লাগ্‌বে?

নকু। 'কটা—কটা—টাকা নয়, কর্‌কোরে দু'শো খানি টাকা এখনি ঢাল্‌তে হবে।

ছোট। সে কিরে—বলিস্ কিরে, দু—শো—টা—কা—। এত টাকা একেবারে আমি কোথায় পাব?

নকু। তবে আমি চ'ল্লেম—দিদি—'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন' হাতে যদি পয়সাই নাই, তবে এত বড় একটা কাজের প্রস্তাব করাই আহাম্মুকী।

ছোট। ওরে, যাস্‌নে—যাস্‌নে, শোন্—শোন্। বৌ খবর পাঠিয়েছে, আজ তোদের হাঁড়িতে চাল বাড়ান্ত, তাই ব'ল্‌ছিলেম—আমার স্বামীর এত পয়সা থাক্‌তেও যদি তোরা আমার বাপের বংশের তিনটে প্রাণী না খেতে পেয়ে ম'রে যাস্, তা হ'লে আমাকে (ক্রন্দন স্বরে) নরকে ডুবে পচে ম'র্‌তে হবে যে। আজ আর বেশী কিছু দিতে পার্‌ছি নি, এই নে—এই—এই—একশো টাকার একখানা

নোট আছে এই নে, এইখানা ভাঙ্গিয়ে কাজ সেরে নেগে যা ; (নোট প্রদান) দেখিস্ যে কাজে যাচ্ছিস্, সে কাজ যেন হাঁসিল না ক'রে গালে চুনকালি মেখে মুখ পুড়িয়ে ঘরে ফিরে আসিস্ নে—কাজটা যে কোন রকমেই হ'ক্ তোকে হাঁসিল ক'রে আস্‌তেই হবে।

নকু। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) দিদি এ—এ—একশো টাকায় নস্যিও হবে না—আর একশো টাকা না হ'লে কোন রকমেই কাজ হাঁসিল ক'র্ত্তে পার্‌ব' না।

ছোট। আঃ—দেব'—দেব'—পাবি—পাবি যা—কাজ সেরে আয় পাবি এখন—ভাবিস্ নে।

[নকুড়ের প্রস্থান।

ছোট। (স্বগতঃ) কি আশ্চর্য্য—দফায় দফায় অনর্গল কত রকমে কত দিক দিয়ে কত যে টাকা ঢাল্‌ছি, তবুও কিছুতেই কোন রকমেই সুখ-শান্তি পাচ্ছিনে।

(সহিশের প্রবেশ।)

সহিশ। মা-জি—মা-জি ! উকিলবাবু দেউড়িমে খাড়ে হ্যায়।

ছোট। ভিতরমে আনে কহো।

[সহিশের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) বুকটার ভিতর কেমন একটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌ছে আবার কি শুভসংবাদ আস্‌ছে দেখা যাক।

(মসিরামবাবুর প্রবেশ।)

মসি। ছোটমা। আপনার মতন মক্কেল নিয়ে আচ্ছা মামলা জুড়ে দিয়ে-

ছিলেম্ যা হোক্। এমন মক্কেল যেন কখনও কারর না জোটে। বিশ বার ক'রে ব'লে পাঠালেম্ নিজে এসে বল্লেম্ আমি এখন একটী পয়সাও চাই নে, ব্যারিষ্টারদের ফি'র জন্যে কিছু টাকা দিন, বিশ্বাস হ'লনা—টাকা পাঠিয়ে দেব' বলেও—দিলেন না। বাস্—ব্যারিষ্টারদের টাকা দিতে পারলেম না ব'লে তারা ব্রিফ্ খানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে; মকদ্দামার সময় উপস্থিত হ'লো না ব'লেই এমন জিত মামলাটা কোর্টে দাঁড়িয়ে হেরে আস্তে হ'ল। কোর্টের লোকগুলো ছিঃ ছিঃ ক'রে হাত তালি দিতে লাগল' লজ্জায় মরমে ম'রে সেখান থেকে পালিয়ে আস্তে আর পথ পাইনে।

ছোট। অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ বল কি বাবা (ভুমে পতন)

মসি। আর বল কি, যা হবার তা খুবই হ'য়ে গিয়েছে!

ছোট। সে দিনে আপনি এখান থেকে যাবার পরেই নোকড়োর হাত দিয়ে আপনার আপিসে করক'রে হাজার টাকা, তার পরে আবার পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে দিলেম; এতেও মকদ্দামা হার হ'য়ে গেল কি রকমে?

মসি। আপনার ননীখেগো গোপাল নকুড় বাবুইত বোধ হয় মাসাবধি আমার অফিসের দরজা মাড়ান নি। তাতে টাকা পাওয়া দূরে থাকুক্, টাকার নাম গন্ধ পর্য্যন্তও আমার অফিসে পৌছায় নি।

ছোট। সে কি বাবা আমি নোকড়োকে বল্লেম টাকা দিয়ে এলি তার রসিদ, সে বল্লে বাবুর খাতায় টাকা জমা ক'রে লিখিয়ে দিয়েছি ব'লে তিনি আর রসিদ দিলেন না। আপনার বোধ হয় ভুল হ'য়ে গিয়েছে হিসেবের খাতাখানা একবার ভাল ক'রে দেখ্বেন দেখি; নকুড়ের

হাতে যখন টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, তখন সে নিশ্চয়ই টাকা জমা ক'রে দিয়ে থাক্‌বে. নকুড়চাঁদ আমাদের সে রকম ছেলেই নয়।

মসি। তবে আমি টাকা না পেয়েই আপনার মতন লোকের কাছে মিথ্যাবাদী চোর জোচ্ছোর হ'য়ে দাঁড়ালেম। মকদ্দামাটা কতদূর গড়িয়েছে একবার শুনুন। আপনার হাত থেকে সমস্ত ষ্টেট্‌ ও সম্পত্তি গিয়ে কোর্ট-রিসিভারের অধীনে থাক্‌বে, আর ষ্টেট্‌ থেকে আপনি মাসে মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে খোরাকি পাবেন।

ছোট। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তারপর বাবা!

মসি। তারপর আর কি, ঐ পঁচিশ টাকা হ'তে আমার খরচার হিসাবে প্রত্যেক মাসে কুড়ী টাকা কাটান গিয়ে আপনি পাঁচ টাকা ক'রে পাবেন।

ছোট। বল কি বাবা? মামলা রুজু ক'র্‌বার সময় তুমিতো বাবা বলেছিলে তোমার খরচার জন্যে আমাকে আর একটী পয়সাও দিতে হবে না। এখন আবার এ সব কি নতুন কথা শুনছি, এখন তুমি তোমার খরচার হিসাবে মাসে মাসে আমার খোরাকি থেকে কুড়ী টাকা ক'রে কেটে নেবে, সেটা কি রকম কথা হ'ল?

মসি। এটা আমাদের জাতীয় স্বধর্ম্ম—যজমানদের কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত ক'র্‌বার পূর্ব্বে, পুরুতরা যেমন একটা হর্ত্তুকি দিয়ে সঙ্কল্প করায়; সেই রকম আমরাও মক্কেলদের এই রকম শলা কলার কথা ব'লে ক'রেই মাম্‌লায় নামিয়ে থাকি, এতে আমাদের দোষ কি? আমরা এই রকমেরই দোকান খুলে বসে আছি। এ সব জেনে শুনেও যে গাড়ল মক্কেল ব্যাটারা গলা বাড়িয়ে দিয়ে,

আমাদের কাছে জবাই হ'বার জন্যে মোর্ত্তে আসে, এইটাই বড় আশ্চর্য্য।

ছোট। এখন উপায়?

মসি। এটা আমাদের জিত মামলা ছিল, তোমাদের দোষে আর টাকার অভাবেই হেরে যেতে হ'ল। কোর্টের সকলেই বল্লে, এমন কি ব্যারিষ্টারেরা পর্য্যন্তও বল্লে—আপিল কল্লেই নিশ্চয়ই জিত হবে। নকুড়বাবুর কাছে এ সংবাদটা আপনি পেয়েছিলেন কিনা তাই জানবার জন্যেই এসেছিলাম।—অফিসের বেলা হ'ল, আমি এখন চল্লেম।

ছোট। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপিল ক'র্লেই কি নিশ্চয়ই মকদ্দামা জিত হবে—সকলেই এই কথা ব'ল্ছে? এ কাজে কত টাকা যোগাড় ক'র্ত্তে হবে—কত টাকা চাই—

[ছোটগিন্নী ও মসিরামবাবুর প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

খিড়কীপুকুরঘাটের বৈঠক।

(চারুবালা ও অপর দিক দিয়া রেণুকাবালার সাবান ও গামছা লইয়া প্রবেশ)

চারু। (সহাস্যে) আস্তে আজ্ঞে হোক্ আস্তে আজ্ঞে হোক্।

রেণু। নমস্কার মশাই নমস্কার মশাই পেন্নাম মশাই গুড্‌মর্ণিং।

চারু। বেশ বেশ আজকে কি রান্না বান্না কল্লি লো। তাইত ইস্ রান্নার কথাটা শুনেই যে তোর প্রফুল্লচন্দ্রাননখানি একেবারে মলিন হ'য়ে গেল।

রেণু। আর দিদি ব'লব কি শনিবার চলে গেল, রবিবার চলে গেল, কাজেই ভাই চন্দ্রকে না পেয়েই প্রফুল্ল কুমুদটী মলিন হ'য়ে যাচ্ছে।

চারু। তোর ভাই কেমন ভাতার ভাতার করা একটা রোগ জন্মে গিয়েছে দেখিস্ পরিণামে তোর ঘাড়ে যেন ফিটিস্ রোগটা চড়ে বসে না। দু'দিন ভাতার আসেনি বলেই একেবারে রান্না খাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিস্; এই যে আমার বাবুটী ছমাস হ'ল বিদেশে চাকরি ক'রতে গিয়েছে, আজ দশদিন হ'লো একখানি পোষ্টকার্ড পর্য্যন্তও পাইনি তা ব'লে কি, তোর মতন হ'ন্নি হ'য়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে তোর গলা জড়াজড়ি ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদব।

(সুহাসিনীর প্রবেশ)

রেণু। কিলো সুহাসিনি অমনি অমনিই চলে যাচ্ছিস্ যে, তোর হাসি হাসি মুখ খানি এই দিকদিয়ে একবার বিদ্যুৎচমকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে ভাল হ'তো নাকি ?

সুহা। ওমা—আমি ভাই তোমাদের দেখতে পাইনি, কিছু মনে টোনে ক'রোনা (গলায় কাপড় দিয়া) 'যদি অপরাধী হ'য়ে থাকি ক্ষমো লো প্রিয়ে'।

রেণু। তুই যদি অপরাধী হ'বি, তাহ'লে ঘর ক'র্‌বো কাকে নিয়ে লো (সকলের হো হো শব্দে হাস্য)।

(প্রেমলতার প্রবেশ)

প্রেম। এই যে দিদিরা সকলেই যে এইখানে, এত হাঁসির গডরা কিসের? আর শুনেছ আমাদের পর্ব্বতীর বর ঠিক্ হ'য়ে গিয়েছে।

রেণু। এস দিদি এস, পার্ব্বতীর বিয়ের কথাটা শুনেছি বৈকি। বড় চমৎকার মিলন হ'য়েছে ভাই; একেই বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, আমাদের মেয়ের নাম পার্ব্বতী, আর বরের নাম হরচন্দ্র; এ মিলনটা ভাই ঠিক হরগৌরীর মিলন হ'চ্ছে! আহা ছেলে মানুষ—স্বামী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করুক এই আমাদের ইচ্ছে।

চারু। তা ভাই সেটা আবার একবার ক'রে বল্‌তে!

প্রেম। আর শুনেছ একদিনেই সব, কালই গায়ে হলুদ কালকেই বিয়ে। আমাদের আমোদটা আর বেশীদূর গডাল না দেখ্‌ছি।

রেণু। সেকি লো আনন্দনাড়ু ভাজা জলশোভাযাত্রা এসব কিছুই হ'বে না ?

চারু। কি ক'রে হ'বে বল, পার্ব্বতীর মা একদিনেই সব সেরে নিচ্চে। সময় থাকৃলে তবে ত।

সুহা। আমাদের বাসরঘরের আমোদটা ক'রতে দেবে—না সেটা করবারও সময় কুলিয়ে উঠবে না?

প্রেম। সেটা না হ'লে তবে আমাদের কি হ'লো বল, বাসরে আসর না হ'লে বিবাহ সিদ্ধই হয় না।

রেণু। পার্ব্বতীর বাসরের জন্যে তোমরা নতুন গান টান কিছু রিহার্শাল দিয়ে রেখেছ? না সেই বোস্ পচা পুরাতন গান 'আয়লো অলি—কুসুম তুলি' গাইবে!

সুহা। আমি ভাই একটা নতুন ধরণের শয্যাতোলানির গান অনেক দিন হ'ল এক রকম রিহার্শাল দিয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি,—শুনবে? যেখানে যা দোষ টোষ আছে এই বেলা তোমাদের কাছে সংসোধন ক'রে নেই। তা না হ'লে বাসরের আসরে বর যে আমার গান শুনে তাই নিয়ে ক্রিটিসাইজ ক'রবে, সেটা ভাই কিন্তু আমার প্রাণে সহ্য হ'বে না।

গীত।

ওঠ হে ওঠ হে মণি ওঠ কমলিনি।
কত নিদ্রা যাবে বল' কোলে লয়ে সজনি॥
পিক্ পাপিয়ায় তুলেছে তান মধুর তানে।
চকোরে বিরতি হ'ল শশিসুধাপানে।
উষাসমীরণ কহিছে (ধীরে ধীরে) পোহাল রজনী॥

মলিন হ'তেছে ভাতি, দীপের উজ্জ্বল জ্যোতি,
কেলি উপচার লাগি ধাইছে যত পদ্মিনী—*
মদনে পীড়িতা যেন মদমত্ত হস্তিনী।
মধুলোভে হ'য়ে মধুকর আসি আছি হেথা ;
মধুদানে বঁধু আজি পুরাও মনের ব্যথা।
উঠবো না তুলবো (আজি) না ল'য়ে শয্যা তোলানী ॥

চারু। বাঃ—বাঃ ব্রেভো ব্রেভো—ক্যাপিটাল্ ক্যাপিটাল্ তোফা হ'য়েছে।

প্রেম। এনকোর এনকোর এনকোর।

সুহা। আমাদের গুণমণি যখন গুণের আদর ক'র্‌বে, তখনই তোফা হ'য়েছে ব'লে বিশ্বাস করা যাবে ; তোমরা তোফা তোফা বলে সুখ্যাতি ক'র্‌লে চল্‌বে কেন ?

চারু। আমি ভাই অনেক দিন হ'তে বরেদের কশ্চেন করবার উপযোগী গোটাকতক নূতন ধরনের কশ্চেন তৈয়ারী ক'রে রেখেছি। এবার দেখ্‌বো বর আমার কশ্চেনের কি এন্সার দেয়।

গীত।

কিসের তরে বিয়ে করে জান্‌তে মোরা চাই।
এই কোশ্চেনটীর এন্সার, তোমায় দিতে হ'বে ভাই ॥
এ কথাটী সহজ বটে সহজ বড় নয়,
বাসর ঘরে শুনাবে মোদের নূতন জামাই ॥

---

*"ব্রজতি রতিসুখার্থা—.........
......—রমযতি রমণীয়ম্ পদ্মিনী ভূর্য্যযামে" ॥—(রতি-রহস্যে দ্রষ্টব্য)

কিসের তরে বাজনা বাদ্যি ক'রে আসে বর।
কিসের তরে হাই আমলা বেটে ম'রি ভাই॥
কিসের তরে ভিটে চাটি ক'রে ক'নের বাপ।
মাথায় হাত দিয়ে ভাবে কিসে মান বাঁচাই॥
কি সে মজার জিনিষ যার নামেই মেতে যায়।
দেখতে শুনতে ইচ্ছা হয় দেখিয়ে দাওনা ভাই॥
কিসের জন্যে মোরা যুগলে যুগল মেলাই॥
(বর এটা তোমায় দেখিয়ে দিতে হ'বে ভাই)
(করতালি দিয়া হোঃ হোঃ শব্দে সকলের হাস্য)

চারু। তোমরা হাসলে যে?

প্রেম। দেখ্ দেখ্ দিদি পুরুষ মানুষের মতন কে আসছে না?

সুহা। তাইত তাইত লো ঠানদিদির মতন দেখছি না, ঠানদিদি আসছেন না?

রেণু। ওলো চুপ করলো চুপ কর এখনি আমাদের রসের খোলা ভেঙ্গে দিয়ে ছক্কা নক্কা ক'রে দেবেন।

(পুরুষবেশধারিণী ঠাকরুনদিদির প্রবেশ)

রেণু। ঠাকুর মা একি বেশ? (সকলে কর তালি দিয়া উচ্চ হাস্য)।

ঠান। ওলো ছুঁড়িরা সাদা দাঁতে ফ্যাকাসে ঠোঁটে আর অমন ক'রে হাসিস্‌নে 'যারা দেয় দাঁতে মিশি, আমি তাদেরি হাসি ভালবাসি'।

সুহা। একে—কি বেশ বলে ঠাকুর মা?

ঠান। তুই জানিস্‌নে? একে বলে নবনটবরবেশ। আমি এসেছি

তোদের দেশ; আমায় দেখে তোরা হেসে হেসে একবার বল দেখিনি বেশ হ'য়েছে বেশ।

রেণু। ঠানদিদি তোমার বেশ হ'য়েছে বেশ, মোহনচূড়ায় ঢাকেনি কিন্তু তোমার শুভ্র কেশ; ওইতে কাকের পালক বকের পালক না হয় একটা ধুচনি বসালেই বেশ হোতো বেশ।

ঠান। ওলো ছুঁড়ি এসব কাজ ক'রে আমি হয়ে গেছি বুড়ী; তোরা কি জানবি বল, তবু নেইকো আমার পুরুষ বল। তোদের মতন বয়সে কেবল বেড়াতাম হেসে হেসে। কত রকমের সাজ সেজে, লোক বেছে বেছে, খেলতেম্ তাদের নিয়ে লুকোচুরি; আজ তোদের বৈঠকের বর সেজে এসেছি; বুঝে'ছিস্—এখন তোরা এক একবার এক একজনে এসে কাছে ঘেঁসে ঘুসে ব'সে আমায় বিয়ে ক'রে যা; তা নইলে তোদের রসের তরঙ্গে প'ড়ে কিছু না ক'র্‌তে পেরে ভেসে ভেসে জাহান্নমে চলে যাব। আয় সুহাসিনী আয়, আগে তোকেই বিয়েটা ক'রে ফেলি আয়।

ঠান। গীত।

হাস হাস হাস, একবার হাস সুহাসিনি;
হাসিয়ে সোহাগ কর তব বরেরে নলিনি॥
মধু আশে মধুকর, হ'য়েছি হে তব বর;
প্রফুল্ল করহ মোরে দেখায়ে মধুর খনি॥
গৌরীপট্টোপরি, শিবলিঙ্গ ধরি, মধু ঢালি—
সন্তোষে পূজা কররে তব বরে বরাননি॥

সাধন ভজন যজন যাজন কর এবে,

পেয়ে বরের চরণ ত্যজিয়ে মান মানিনি ॥

সকলে। (উলু উলু ধ্বনি দিয়া) ঠানদিদি এনকোর এনকোর এনকোর।

ঠান। এইবার তোরা কি বলতে চাস্ বল। যখন প্রেম আশে তোদের পাশে এসেছিগো ধনি, যুগলে যুগল মিশিয়ে দিয়ে আর একবার দেনাগো উলু উলু ধ্বনি ; এতে আবার লজ্জা কিলো আমি আড়াল থেকে কাণাড়ি পেতে সব শুনেছি। তোদের গাল গল্প শুনে আর থাকতে না পেরেই তোদের উতোর গাইতে এসেছি। তোরা তখন কি ব'লছিলি 'কিসের তরে বিয়ে করে জানতে তোরা চাস্'। এসব তোদের শিখিয়ে দিতে আমার বড়ই অভিলাষ শোন তবে---

গীত।

তোদের কথা শুনে—

আমার বুড়ো বয়েসে ভাই একি হ'ল দায়।

শুক্‌নো গাঙে নবপ্রেমের তুফান ব'য়ে যায় ॥

কিসের তরে বিয়ে ক'রে, সেটা কি আর ব'লবো তোরে,

ছোঁড়া ছুঁড়ীর হাতে প'ড়ে দীল্লির লাড্ডু হ'য়ে যায় ॥

কে কারে বিয়ে করে, বর করে না ক'নে করে,

কামের তরেই তারা মহার্ণবে তলিয়ে যায় ॥

মদন রতিরে চায়, না রতি মদনে চায়,

মদন রতিই কামের তরেই গড়াগড়ী খায় ॥

কে কারে দেয় কে কারে নেয় কামী দেয় কামি নেয়।
দম্পতীর ভালবাসা উভয়ে উভয়েই চায়* ॥

ঠান। দেখ্‌ ভাই—আমি ভাই তোদের ঘরে আছি একটা বুড়ী, এটাকে জানবি ভাই কেবল তোদের ছড়া দেবার হাঁড়ি। গেরস্থের ঘরে হেগে মুতে ছড়ালে, এই ছড়া হাঁড়ির ছড়া না ছড়ালে, কারুরি সদর শুদ্ধি হবার যোনেই। বুঝলি—তা নইলে আক্কেল হয় না—আক্কেল হয় না। তোরা বেথুনকলেজের শিক্ষিতা ছুঁড়ী, তোদের বচনগুলো যেন ষষ্ঠী পূজোর খৈ চুবড়ী। তোরা সব হয়েছিস এখন ধাড়ি ধাড়ি, সদাই খেলিয়ে বেড়াস্‌ প্রেমতরঙ্গে দিয়ে পাড়ি, আমি ভাই হ'য়েগেছি বুড়ী, জানিনেক তোদের মতন ছল চাতুরী, আমাদের কাছে আছে কেবল একটা 'ন্যাতা কেঁতার হাঁড়ি,—তাই থেকে মধ্যে মধ্যে পুঁটলি খুলে বার করি ওষুধ জাড়ি; যেথানে যেমন রোগের পাই রুগী, সেইখানেই সেই রকমেরি দাওয়াই ঝাড়ি। তোরা বাসরঘরে জামাই নিয়ে করিস্‌ যেরূপ বাড়াবাড়ী—তাই তোদের কানটী ম'লে শিখিয়ে দিতে এসেছি তাড়াতাড়ি—(করজোড়ে) ছুটো একটা ব'ল্‌বো কথা এই—সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে যদি বাজে, আমাকে গাল দিও ভাই প্রাণভোরে আমার কথার মাঝে মাঝে। রুষ্ট হ'বে দুষ্ট যারা, ক্ষমা ক'র্‌বে প্রেমিকেরা, তোমাদের ভাই—উচিত হয় এখন এই বুড়ীর কথায় সাতখুন মাপ করা।—

---

* "ক আদাৎ কাম আদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা।
কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে॥"
বিবাহে বরের পাঠ্য কামস্তুতি দ্রষ্টব্য।

গীত।

এসেছ শাশুড়ীর দল বাসর ক'র্‌তে আলো।
আহা—তোদের দেখে শুনে জামায়ের পেট ফাঁপাটা গেল॥
এবে হেসে হেসে, ঘেঁসে ঘুঁসে, ঠেশে ঠুশে ব'সে—
ঘোমটার ভিতর খেমটা নেচে, কোসে মজা তোল'॥
ক'র্‌বি যদি রাসলীলা জামায়ের সনে,
সাম্‌লে রাখিস্ ক'টিবন্ধ, হ'স্‌নে যেন এলো থেলো॥
বাসরেতে রংতামাসা, যদি এতই লাগে ভালো।
(তা হ'লে) কোথায় দাঁড়াবে তোদের গাড়ল ভাতার গুলো॥
ঢলানিদের ঢলামি আর লাগে নাক' ভাল।
দেখে শুনে হ'য়েছি অবাক্, এখন মরণ হ'লেই হ'লো॥

রেণু। ঠাকুর মা, খুব এড়ো জুতোটা আমাদের মুখের মতন দিলেন যা হ'ক্। হ'লে হবে কি, সঙ্গ দোষেই আমাদের স্বভাব নষ্ট ক'রে দিয়ে থাকে।

ঠান। আমি এখন চল্লেম, আমার বাকিগুলো যদি তোদের ভাল লেগে থাকে—দোক্তাখাগীদের দোক্তার মতন যত্ন ক'রে আঁচলে বেঁধে রাখিস্; সময় পেলেই আঁচলের খুঁট খুলে ব্যবহার ক'র্‌বি। পরিণামে তার ফলও হাতে হাতে পাবি, এখন তবে চল্লেম, এই সেলাম—এই সেলাম—এই সেলাম।

[ঠান্‌দিদির প্রস্থান।

সুহা। দেখ দিদি,—দেখেছ! বুড়ী আমাদের থঃ বানিয়ে দিয়ে গেল।

সেকেলে লোক, ওদের বোল্‌চাল্‌গুলো সবই কাটা কাটা—ওঁরা অসৈরণ দেখ্‌তেও পারেন না, শুন্‌তেও চান না।

রেণু। এতে আমাদের দোষ কি, নাটক নভেল প'ড়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণ ক'র্‌তে গিয়ে, সঙ্গদোষে যেমন হ'য়ে থাকে, সেই রকমই আমরা ক'রে থাকি।

চারু। ঠিক্ ব'লেছিস্ ভাই, 'ওয়ান্ শিক্‌লি শিপ্‌ ইন্‌ফ্লেক্টস্ দি ফ্লক'। একটা পীড়িত ভেড়া দলশুদ্ধ ভেড়াকেই পীড়িত ক'রে থাকে, আমাদেরও দেখ্‌ছি সেই রকমই ঘ'টেছে। আয় লো আয়—সন্ধ্যে প্রায় হ'য়ে এলো, গা ধুইগো চল্'।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গ্রাম্যপথ।

(শশব্যস্তে ভোঁদার মা অপর দিক্ দিয়া হাবা-গোবের প্রবেশ।)

ভোঁদা। (ইঙ্গিত করিয়া) কি দেখে আলিরে হবা—কি দেখে আলি।

হাবা। য়্যাও:—বঃ—বঃ।

ভোঁদা। হাঁ,—ইরে—কি দেখে আইলি রে?

হাবা। য়্যাও:—বঃ—বঃ—বঃ (ভাবভঙ্গিতে নৃত্যসহকারে ঢাক্ বাজাইতে বাজাইতে বরের মুখাদির আকৃতি দেখাইয়া)—বঃ—বঃ—বঃ (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য)।

ভোঁদা। (ইঙ্গিতে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁইরে—বাবুদের বর। কেমন বর দেখে আলি ?

হাবা। য়্যাওঃ—বঃ—বঃ (ইঙ্গিতে বরের আকৃতিপ্রকৃতি দেখাইয়া)—য়্যাওঃ—বঃ—

(উন্মত্তভাবেশে গজমণির প্রবেশ।)

গজ। ত'রা কেই কোথায় আছিস্ রে—পালা—পালা—পালা—

ভোঁদা। কিলো—কিলো—কিলো! গজি—কি হইএছে কি হইএছে? ভ—ভ—ভয়ে কাঁপতেছিস্ কেন ?

গজ। (হাবাকে ধাক্কা দিয়া ভূমে নিক্ষেপ) পালা—পালা—পালা—পালা—শীগির্ পালা—ঐ আইলো—আইলোরে—আইলো—পালা—পালা—ঐ এই ঠাঁই আইলো রে—খাইলে রে—খাইলে রে।

হাবা। (মুখ বিকৃতি করিয়া উঠিয়া) দোঃ—দোঃ—দোঃ।

ভোঁদা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—তু কি ব'ল্তেছিস্ রে?

হাবা। বঃ—বঃ—বঃ—?

গজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ. আর নাম কইতে হবে না—বাবা—শেতুলা—রক্ষের কর মা—ওইরে, বাবা রে, কি মুখখানা রে—যেন রাক্কসের মতন গিল্তে আস্তেছে রে, দোউরে পলা—দোউরে পলা।

ভোঁদা। অ্যা—অ্যা, তু কি বল্তেছিস্, কি বল্তেছিস্।

গজ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) ওই রে ছাওয়াল খেগোরে, গাঁয়ের একধার থেকে মানুষগুলোরে খাইয়ে খাইয়ে এই ঠাঁইরে আস্‌তেছে রে—ওউরে—হবারে—তু দেখিস্ নিরে 'উঃ! এত বর, এত বর' নোক্', মূলোটার মতন দাঁত—চোক্ দুইটা যেন আগুনের

ভ্যাটা, ওই রে, বাবা রে, চুলগুলো সাদা সাদা সোটা সোটা খচা—খচা—যেন পাটকাঠি রে—ওই রে—বাবারে।

(ভোঁদার মাকে জড়াইয়া ধরাতে উভয়ের পতন,
হাবার হাস্য ও নৃত্য।)

ভোঁদা। (বিরক্ত ও রাগান্বিত হইয়া) আরে ম'র্ ন্যাকা মাগী, মুই যেমন বাবুদের বরকে দেখিনে, আমার ঠাঁইয়ে ন্যাকামি ক'রে ম'র্তে এসেছিস্; উঃ! হেঁটোয় এমন বেজেছে, লউ ঝর্ঝরিয়ে প'ড়্ছে। ওনে যেন এক্লাই দেখে আস্চে; ছার্ দে ব'ল্তেছি—ছার্ দে হারামজাদি (উভয়ে উঠিয়া) আহা! বরটি যেন মাটীর পুতুল,—একবার দেখ্লে সাতবার দেখ্বার ইচ্ছে লাগে; আহা—মুখানি কেমন হাঁসি হাঁসি, যেন শালুক-ফুল, আঁখি দুইটী কেমন পটল চেরা কাল কাল, যেমন গোরুর আঁখি—আহা—ঠোঁট দুইটা কেমন টুক্টুকে, যেমন পাকা তেলাকুচো, আর চুলগুলো বাউরি ছাটা, যেমন কার্ত্তিকের ছাওয়াল, ইচ্ছে করে ওটাকে কোলে লইয়ে নাচিকুঁদি।

গজ। (ধাক্কা দিয়া) দুর—হ হারামজাদি, চোক-খাগি, চোকের মাথা খেয়ে তুই কি নিজের চোকে দেখে এসেছিস্, না পরের চোকে দেখেছিস্, আমি এই নিজের চোকে দেখে আস্ছি।

ভোঁদা। (কোমরে কাপড় জড়াইয়া ধাক্কা দিয়া) আ-মর্ ন্যাকা মাগী, আমি যেন, না দেখিয়ে এসেই ওকে মিছে কথা কইছি—তু বেটী ত মিছে কথার জাহাজ—।

গজ। (ধাক্কা দিয়া) আমি না—তু।

হাবা। অঃ—অঃ—অঃ—(উভয়কে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা)

ভোদা। তুই মুক্ সাম্‌লে কথা কোস্ ব'ল্‌ছি, আমি যেন নিজের চোকে না দেখে এইসে তোর চোকে দেখে এইসে ব'ল্‌ছি। তুই তখন দেখ্‌লিনি, তোর সাম্‌নে দিয়ে আমাদের মিন্‌সে তাঞ্জামের বেয়ারা সেইজে বর আন্‌তে গেল, আমি যেন বরকে দেখে আইসিনি। আমি যেন কিছু জানিনি; আমি ঘরের ভিতর ব'সে ব'সেই সব দেখিচি।

গজ। (গালে ঠোনা মারিয়া) আ-মর্ হারামজাদি—বেটী কি নচ্ছার, যেন না বিয়েই কানাইএর মা—ওর ভাতার তাঞ্জামের বেয়ারা সাজিয়ে বর আন্‌তে গেল, তাই দেখেই ঘরে ব'সে ব'সে সব দেখেছি ব'লে কোমর বেঁধে মোর সাথে কোঁদল ক'র্‌তে আলে। আর আমার কর্ত্তাটী যে ঢাক ঘাড়ে ক'রে নাচিয়ে নাচিয়ে আমার সাম্‌নে দিয়ে বর আনতে গেল—তাতে আমি বুঝি তোর সাতগুষ্টির মতন ঘরে ব'সে কাণা হ'য়ে বর দেখ্‌তে পেলুম নে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ ঠাঁই হতে সব দেখেছি। বরকেও দেখেছি, আর তোর মিন্‌সেকেও দেখেছি।

ভোদা। তাইত রে হাবা—ওবেটীত ঠিক বল্‌তেছে রে—রাক্‌সিদের বাত্থইত ঢাক—বলিস্ কিলো, তোর মিনসে ঢাক ঘাড়ে ক'রে রাক্‌সির কাছে গিয়েছে—তোদের মিনসেকে খাইয়ে ফেলেনি—আমাদের মিনসেকে (ক্রন্দন স্বরে) ওরে বাবারে আমার কি ক'রে গেইলিরে, আমার কি হইলরে—একবার ঘরে ফিরে আয়রে—আমার বাবার—(নেপথ্যে ঢাকের বাদ্য)

উভয়ে। ঐ আইলোরে—খাইলোরে—পালারে।

হাবা। (ব্যঙ্গ করিতে করিতে নৃত্য এবং সকলে জড়াজড়ি করিতে করিতে প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পল্লীগ্রামস্থ কন্যার বাটীর সম্মুখ।

(তঞ্জামে চড়িয়া বরঃবেশে হরচন্দ্র তৎপশ্চাৎ রাধানাথ
এবং ঢাকী ও ঢাকের বাদ্যের সহিত মাতাল
অবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে
নকুড়, হীরালাল ও গ্রাম্য-
বালকদিগের
প্রবেশ।)

নকু। (নাচিতে নাচিতে) বাজা—বাজা—ব্যাটারা, খুব বাজা—তালে তালে বাজা—য'ম জিন্‌তে যায় রে হর—য'ম জিন্‌তে যায়—বাজা—বাজা—তালে তালে বাজা—(এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ)।

হীরা। বল্‌নারে ছোঁড়ারা গলাছেড়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌না বল হরি—হরিবোল—বল হরি হরিবোল—(এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ)।

সকলে। (সমস্বরে তথাকরণ)

হর। এ সব কি রাধানাথ? তুমি এসব দেখে শুনেও যে ঠাণ্ডা হ'য়ে চলেছ, এই বড় আশ্চর্য্য।

রাধা। কি ক'র্‌ব মশাই দুর্জ্জনকে—

হর। কি ক'র্‌বো—কি ক'র্‌বো মশাই নয়? ক'নের বাড়ী থেকে কি কেউ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য আগমন করেনি।

রাধা। আজ্ঞে ঐ যে—তারা সকলেই এই দিকে আস্‌ছেন।

নকু। (ঢাকিদের প্রতি) এই ব্যাটারা থাম্‌লি কেন? বাজা—বাজা—খুব বাজা—(তথাকরণ)

[রাধানাথ ও তাঞ্জামসহ হরচন্দ্রের প্রস্থান।

[তৎপশ্চাৎ বাদ্য ও নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। (শঙ্খ ও উলুধ্বনি) মহাকোলাহলসহকারে লাগাও শালাদের—মার'শালাদের এইরূপে গোলমাল।)

(ঢাকিদের ভয়ে দ্রুতবেগে পুনঃ প্রবেশ)

ঢাকি। বাবুরা আমাদের দোষ ইথে কিছু নেই, ঢাক ভাঙ্গিয়ে দেবেন না, মোরা নির্দ্দুষী, মোদের মার্‌বেন না।

(স্বগতঃ) হুজুর ইয়ের ভিতর এত তত্ত্ব আছে তা মোরা জান্‌বো কেমন ক'রে, মোদের ফুরানির টাকাটা পাইলেম না—এই বড় দুখ্যু রইএ গেল, ওঃ বিটারা কি শয়তান—ওঃ বেটারা কি শয়তান—মোদের মুনিবের বাড়ীতে দিল্লাগি ক'র্‌তে আইসেছিল।

[ঢাকিদের প্রস্থান।

নেপথ্যে। লাগাও শালাদের—মার্ শালাদের—এইরূপ বলিতে বলিতে রক্তাক্ত কলেবরে নকুড় ও হিরালাল এবং কতিপয় যুবকের প্রবেশ ও লাঠালাঠি মারামারি করিতে করিতে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বতীর পূজার গৃহ।

(পার্ব্বতী ক'নে বেশে সজ্জিতা হইয়া গললগ্নি কৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলি পুটে শিবলিঙ্গ পূজান্তে স্তোত্র পাঠ)।

স্তোত্র।

পার্ব্বতী। শরণাগত এ অবলা লিয়ে
প্রভু শঙ্কর হে করুণা কর হে।
চরণে প্রণমে তব যুক্ত করে;
জয় শঙ্কর শঙ্কর কিঙ্করীরে॥
তুমি দেব জগদ্গুরু আদি ভবে,

অবলায় কবে বল তুষ্ট হবে।
সকল সঁপিয়া বসিয়াছি করে,
জয় শঙ্কর শংকর কিঙ্করীরে॥
তব পাদ পরে রহিবার তরে,
মম মানস পাগল কাতর রে,
কর দান দয়া করি পার্ব্বতীরে ;
শিব শঙ্কর কিঙ্কর কিঙ্করীরে॥
পতিভক্তি পতিপ্রিয় সঙ্গম হে,
পতিকুলে [illegible] চির শান্তি রহে।
কুশলে সকলে সুখভোগ করে,
বর দেহ দয়াময় কিঙ্করীরে॥

(প্রণাম করিতে করিতে)

তব তত্ত্বং ন জানামি কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ

(মেনকা ও চারুবালার প্রবেশ।)

মেনকা। মা পার্ব্বতী, বরাগমন হ'য়েছে, তোমার পূজা সাঙ্গ হবার আর কত দেরী আছে ?

পার্ব্বতী। অনেকক্ষণ হ'লো মা, পূর্ণার্ঘ্য দিয়ে পূজা সাঙ্গ ক'রেছি, স্তোত্রপাঠ বাকী ছিল তাও এইবার শেষ কল্লাম।

চারু। বড় দিদি, আমাদের পার্ব্বতীর কেমন একাগ্রতা দেখেছ ? বৈশাখ মাসে একশ' আটটী শিবপূজার সঙ্কল্প ক'রে কেমন অল্পদিনেই শেষ ক'রে ফেল্লে।

(ব্যস্তভাবে সুহাসিনি ও রেণুকার প্রবেশ।)

সুহা। এই যে—এই যে—হ্যাঁগো—তোমরা এইখানেই রয়েছ যে—আর বারবাড়ীতে তুমুল কাণ্ড বেধে গিয়েছে, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে—লণ্ঠন সাইডার গুলো ভেঙ্গে তচনছ ক'রে দিয়েছে ; তারপর অন্ধকারে এমনি লাঠালাঠি মারামারি চ'লেছে, যে কে কার মাথা ভাঙ্গছে তার নিকেষ নেই।

রেণু। দেখ্—দেখ্—ভাই,আমার শরীরটা এখনও কাঁপ্‌ছে,দেখে শুনে ভয়ে বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে।

সুহা। আমার খালি এই ভাবনা হ'চ্ছে,বাবুদের কি সর্ব্বনাশই না ঘ'টলো, কেউ রক্ষে পাবে না—দিদি কেউ রক্ষে পাবে না,নিশ্চয়ই কার'র হাত যাবে—কার'র পা যাবে—কার'র বা মাথাটা ভেঙ্গে যাবে—এরকম মারামারিতে দেখ্‌ছি, কেউ নিস্তার পাবে না গো—দিদি কেউ নিস্তার পাবে না, এই সব ভাবনাতেই আমাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। হায়

—হায় ছোটঠাকুরপো ভাগ্যি অন্দরের দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই ব্যাটারা অন্দর মহলে ঢুকৃতে পার্‌লে না!

রেণু। বেটারা কি কসুর ক'রে ছিল? তারাত' আস্‌বার জন্যে খুবই চেষ্টা ক'রেছিল, আমরা সকলে মিলে চেঁচামেচি ক'রতেই কতকগুলো লোক এসে প'ড়ে মার্‌তে মার্‌তে ব্যাটাদের খেদিয়ে দিলে।

(প্রেমলতার দ্রুতবেগে প্রবেশ)

প্রেম। (মাথা চাপড়াইতে চাপড়াইতে) ওগো হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে গো—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে; সকলকেই বিছনায় শুতে হ'য়েছে গো—সকলেই বিছনায় শুতে হ'য়েছে-কাকেও আর বাকী রেখে যায় নি, কাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না গো—কাকেও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বাড়ীখানাকে একেবারে অন্ধকার ক'রে দিয়ে গিয়েছে গো—একেবারে অন্ধকার ক'রে দিয়ে গিয়েছে, (মেনকারপ্রতি) এই যে দিদি, দিদি তুমি খুব মেয়ে গর্ভে ধরেছিলে? যা হ'ক—তোমার দক্ষ যজ্ঞ লণ্ড ভণ্ড ক'রে দিয়ে গেল, আর তুমি এইখানে মেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রহেছ, একবার চোখেও দেখ্‌লে না—কি কাণ্ডটা হ'য়ে গেল; রক্তেতে পয়নালা ভেসে গেল ও। কি খুনোখুনি—কি মারামারি—কি লাঠালাঠি—হায়—হায়—হায়—সব একধার থেকে খুন গো—সব একধার থেকে ভুমিসাৎ, কেউ আর বেঁচে নেই গো—কেউ আর বেঁচে নেই!

মেনকা। তাই ত—তাই ত—বোন, বল কি!

ক্ষমা। ও আর আমার চেয়ে বেশী ব'লবে কি? আমি যে দাঁড়িয়ে

স্বচক্ষে দেখে এলেম ওঃ এই দেখুন না, আমার শরীর এখনও থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে, এখনও বুকটার ভিতর কেমন কেমন ক'র্‌ছে, দেখুন, কাকীমা, এই সব দেখে শুনে আমার ফিট্ হ'বার যোগাড় হ'য়ে ছিল, ভাগ্যি রেণুকা দিদি ছিল, তাই আমাকে ধরে আমার বুকে মাথায় বরফ ঘসে দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে বাঁচিয়ে দিলে, দেখুন না, আমার মুখ চোখ দিয়ে এখনও আগুন ছুট্‌ছে।

মেনকা। তার পর—তার পর—তার পর—কি হ'লো ?

প্রেম। তার পর—তার পর—আর কি হ'বে, তুমি মেনকা তোমার মেয়ে পার্ব্বতী তার বর হয়েচেন হর—তোমাদের এই হরপার্ব্বতীর মিলন হ'বে কিনা ? তাই আগে থাক্‌তেই দক্ষযজ্ঞের পালাটা হ'য়ে গেল। আচ্ছা—দিদি তোদের এ নামগুলো কোন্ কম্বক্তা মাগী বেচে বেচে রেখেছিল ব'লতে পারিস্ ? আর বুঝি সে ব্রহ্মাণ্ডে কোন রকমের নাম খুঁজে পায়নি !

সুহা। যা হোক্, তোমাদের সাধের নাম রাখার সাধের মিলনের আজ খুব পরিচয়টা পাওয়া গেল।

রেণু। ওদিকে ত দক্ষ যজ্ঞ একরকম সমাধা হ'য়ে গেল তারপর,—তার-পরে কেমন বর এসেছে দেখেছিস্ ! (মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে) আহা—পার্ব্বতী যেমন আমাদের আদুরে গুমুরে মেয়ে, তার কপালে তেমনি কোথা থেকে একটা দোজব'রে বুড়'বর এসে জুট্‌-লোগা পার্ব্বতীর বাপ কোন্ আক্কেলে এই কচিমেয়েটাকে হাতে পায়ে বেঁধে একটা বুড়োর হাতে ফেলে দিচ্ছে। এমন সোণার প্রতিমা-খানি একেবারে জলে ভাসিয়ে দিলে গা—জলে ভাসিয়ে দিলে।

প্রেম। আমি হ'লে দিদি—আমার যদি ঐ রকম বুড়ো বর এসে জুট্‌তো —তা হ'লে দেখ্‌তে নিশ্চয়ই ঐ পিঁড়ে থেকে উঠে এক লাফে পাঁচিল টোপ্‌কে পগার পার হ'য়ে পালিয়ে যেতেম্।

সুহা। হাঁগা পিসিমা, তোমরা কি চোখের মাথা একেবারেই খেয়ে ব'সে আছ! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এমন একটা বুড় বরের সঙ্গে কোন্ আক্কেলে এই কচিমেয়ে পার্ব্বতীর বিয়ে দিচ্ছ, জানিনে বাছা—তোমরা কি রকম বুঝেছ।

পার্ব্বতী। (রোষভরে) কি বলিলে নিরদয়ে! সে কি দোজপক্ষের
বুড়োবর, বিয়ে ক'র্‌তে এসেছে আমারে?
বল দেখি—বিয়ে ক'রে নব্য যুবা জনে
কয়জন লভিয়াছে সুখ মোহ ল'য়ে?
শুভদিনে শুভক্ষণে আজি—একি শুনি
গুরুজন সন্নিধানে! ধিক্ মম প্রাণে!!
কেন হায়—শ্রুতি দিয়া পান করিবারে
আসিয়াছি হেথা পতিনিন্দা—মহাবিষ?
জাননা কি—দক্ষযজ্ঞে দক্ষালয়ে সতী,
ত্যজি দাক্ষায়ণী দেহ, পতিনিন্দা শুনি,
মেনকা জঠরে পুনঃ হিমালয় পুরে
লভেছিল নবদেহ, শিবে আরাধিতে
জীবন, যৌবন দানি, হ'য়ে শিবরাণী?
শুনেছ কি—কি অশান্তি, কি অসুখ তাঁর,
বিয়ে ক'রে বুড়ো বরে শিবে শিবময়ে?

আমিও পার্ব্বতী সেই, হর স্মর হর
বুড়ো বর, ভজি তাঁয়, হব সুখময়ী।
লভিয়ে কৃতার্থ হ'ব হর হেন বরে;
সার্থক হইবে পিতা, তুমি ও জননী!
কেঁদনা জননী হেন আনন্দের দিনে;
নয়ন সার্থক হ'বে, উলুধ্বনি দিয়ে,
যখন বরিবে হরপার্ব্বতী একাসনে।
ওগো কৃতাঞ্জলি পুটে, করিগো মিনতি;
ছাড়ি কুমতির সেবা, ধর সুমতিরে,
প্রফুল্ল বদনে যোগ দেহ এ উৎসবে।

চারু। পার্ব্বতী! হ'লেম ধন্য, পতিপ্রাণাসতী!
শুনি কচিমুখে তোর মধুময় বাণী।
মলিন রমণীকুল আদর্শে তোমার,
উজলিল, সাবিত্রীর আলিঙ্গনে যথা।
চল সবে উলু উলু ধ্বনি দিয়ে, ল'য়ে
পার্ব্বতী, মাতিগে মোরা, আনন্দ- উৎসবে!
লোচন সার্থক হ'বে, হেরি আজি হর-
পার্ব্বতী যুগল শুভমঙ্গল মিলন।

(যুবকদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম যু। আপনারা সকলেই এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল কচ্ছেন? বর যে অনেকক্ষণ হ'তে ছাঁদনা তলায় দাঁড়িয়ে র'য়েছে, লগ্ন ভ্রষ্ট

হ'তে চলেছে সময় আর বেশী নেই। আপনারাই বরণ কর্‌বেন ? শীঘ্র চলুন আর সময় নেই।

(সকলের উলুধ্বনি দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ এবং যুবকদ্বয় পার্ব্বতীর পিঁড়া ধরিয়া উত্তোলন।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গুলজারহরির কক্ষের সম্মুখস্থ দালান।

(হাঁটুতে মস্তকদিয়া নিদ্রাবস্থায় নকুড় আসীন।)

নকুড়। (নিদ্রাবস্থায় ম'শা মারিতে গিয়া ভুমে পতন) হুঁস শালার মশা, (উঠিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া হাই তুলিয়া) (স্বগত) তারাসুন্দরী মাগো!—রাত্তির-কত হ'বে ? দুটো না—তিনটে। তা হ'লে তাঁরা এই এল বলে। পয়সা কড়ি যত দিতে থুতে পারি—আর না পারি—এ গোলামীগীরি মন্দ নয়—এ একরকম চাকরী ; কিন্তু গোলামের মতন

হ'লে কি হয় আজ্ঞাকারী; সদাই গাল পাড়ে, ক'রে মুখ ভারী, এই দেখনা—যেখান থেকে হ'ক জাল জুচ্চুরী যা ক'রে—যত টাকা পাচ্ছি, সবই ঐ চরণে এনে ঢাল্‌ছি তবু বেটী আমাকে এক কড়ারও বিশ্বাস করে না, আর প্রাণ খুলে আলাপও ক'র্‌তে চায় না। টম্‌টমে যেন ঘোড়া জুতে রাসগাছটী ধ'রে টেনে খেচে রেখে দিয়েছে বাবা, এপাশ ওপাশ ফির্‌তে দেয়না। প্রত্যহই এই মশার কামড়ে ব'সে ব'সে ভেরণ্ডা ভেজে এতটা রাত কাটাতে হয়, তবু বেটী বিশ্বাস ক'রে ঘরের চাবিটে দিয়ে যাওয়া চুলোয় যাগ, একটা ছেঁড়া মাদুর বালিস পর্য্যন্তও দিয়ে যায় না। তিনি আসবেন—দরজায় ঘা দেবেন—বাড়ীতে ঢুক্‌বেন—সাবান নেবেন—মুখ ধোবেন—হাত ধোবেন—পা ধোবেন তবে ঘরের চাবিটী খুলেদেবেন, এততেও কি নিস্তার আছে তারপর হুকুম কর্‌বেন, নোকড়ো এটা নিয়ে আয়—ওটা নিয়ে আয়—সেটা নিয়ে আয়—হাত টিপে দে—পাটা টিপে দে—কোমরটা টিপে দে—বিছানাটা ঝেড়ে দে—কাপড়গুলো গুছিয়ে তুলে রাখ্—প্রদীপটে জ্বেলে দে—আবার হরি—হরি টাকাকড়ির বিষয়—দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ। কি ঝক্‌মারি—এ ঝকমারির বাবা মাশুলও নাই ইন্‌কাম্ টাক্স পর্য্যন্ত নাই বাবা।

গীত।

আহা মরি পি-এন হওয়া একি ঝক্‌মারী।
(গালে চড় মারিয়া) দুস্ শালার ম'শা,
সন্তোষে থাক্‌তে হয়, কোলে লয়ে ছুতো হাঁড়ি॥

ওসমানেরা*টাকার জোরে দাড়ি ছেঁড়ে বুকে চ'ড়ে।
সেটাও স'য়ে, থাকতে হয় এইটী মোদের বাহাদুরী॥
বারাণ্ডায় ঝুলিয়ে কাপড় ইশারায় বলে ;—
এসনা বাপধন এখন, ঘরে আছে তোর অরি॥
বিনা অর্ডারে যদি ঢুকি ঘরে, লাথি ঝাঁটা মেরে।
খেদাইয়ে তাড়িয়ে দেয় একি মজার গুখুরি॥
(পাছায় চাপড় মারিয়া তুস্ শালার মশা)

নেপথ্যে। (কড়ানাড়ার শব্দ) নোকড়ো নোকড়ো ওরে ও নোকড়ো আছিস্ না ম'রে একেবারে ছাদখোলার ঘাটে গিয়ে ব'সে আছিস্।

নকুড়। এইবার আমার কপাল ফিরেছে।—নোকড়া—নোকড়ো—নোকড়ো—ব'লে আদর ক'রে ডাকতেছে। যাই—বিবি এসেছেন খাতির ক'রে আনিগে।

[নকুড়ের প্রস্থান।

(গুলজারহরির এবং কাপড়ের পুটলী ও বাক্স হস্তে করিয়া চামচিকে হাঁদি ও বেরালের প্রবেশ।)

চাম। মাসী! মেসোর মতন অমন একটী নিঘিন্নে অমারিক লোকের জোড়া খুজে পাই নে।

(নকুড়ের কাপড়ের পুটলি ও বাক্স হস্তে পুনঃ প্রবেশ।)

গুল। ওরে নোকড়ো, মুখ হাত ধোবার সাবান জল-টল সব ঠিক্ ক'রে রেখে দিয়েছিস্ ত? এই নে চাবি খুলে বাক্স আর কাপড় চোপড়

*ওসমান—পিরীতের প্রতিদ্বন্দী

গুলো ঘরের ভিতর রেখে দিয়ে আয় (চাবি প্রদান ও নকুড়ের তথাকরণ।)

চাম। হাঁগা মেসো ! আমরা এলেম অন্য দিনের মতন স্ফুর্ত্তি ক'রে হেসে হেসে আমাদের সঙ্গে দুটো কথা কইলে না যে ! মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো এত বিমর্ষ দেখছি কেন, কি হ'য়েছে ?

গুল। হাঁরে নোকড়ো, মেয়েটার কোনও সন্ধান স্থলুক্ ক'র্‌তে পেরেছিস্ ?

নকুড়। না—না—না—কিছুই ক'র্‌তে পারলেম না।

গুল। থানায় রিপোট লিখিয়ে দিয়ে এসেছিস্, না অমনি ঘুরে ঘুরে ম'রছিস্ ?

নকুড়। মাথা মুণ্ডু সবই ক'রেছি। (ক্রন্দন)

বেরাল। দিদি ঠাকুরপোর কি হ'য়েছে, অমন ক'রে কাঁদ্‌ছে কেন ?

গুল। ওর কথা আর কিছু জিজ্ঞেস্ করিস্‌নে বোন, পোড়ারমুখো নিজের দোষেই মুখ পুড়িয়ে ব'সেছে তাই কাঁদ্‌ছে অমন জাঁদ্‌রেল, টাকার-জাহাজ বোন থাক্‌তেও মেয়েটাকে চোদ্দ পনর ব'ছরের থুব্‌ড়ী ক'রে ঘরে পুরে রেখে দিয়েছিল, তারি পরিণামের ফল হাতে হাতে পেয়েছে, কি আর ব'ল্‌ব দিদি মেয়েটা বেরিয়ে গিয়েছে।

হাঁদি। সে কি দিদি—বল কি—বেরিয়ে গিয়েছে—ওই টুকুন দুধের মেয়ে বেরিয়ে গিয়েছে বল কি ?

বেরাল। এটা যে কলিকাল—ডানা বেরুলেই উড়্‌তে শেখে, যত্ন ক'রে নজরে নজরে ধরে না রাখ্‌তে পারলেই শেষে শিকল কেটে

আপনি উড়ে পালায়। এ সবই জান্‌বি—কেবল মণ্ডাখেগো বাপেদের আর আটকুড়ী মাগীদের দোষ।

হাঁদি। কি রকমটা হ'য়ে ছিল?

গুল। রকমটা বেশ, সে দিন সে তার মারসঙ্গে গঙ্গাস্নান ক'র্‌তে গিয়ে ভিড়ের ভিতর থেকে কোথায় চলে গেল সেই অবধি তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তারপরেই বস্‌, আর কি ব'ল্‌বো।

হাঁদি। বেঁচে থাক্‌লে দিদি দিন দিন আরও কত দেখ্‌বো, আরও কত শুনবো যারা মেয়েগুলোদের ধাড়ি ধাড়ি ক'রে ঘরে পুরে রাখে—সেই মেয়েগুলোর বাপ মাদের দড়ী কল্‌সী জোটেনা কেন? আমি যদি সমাজ সমিতির নেতা হ'তেম তা হ'লে দেখ্‌তিস্‌ দিদি নূতন রকমের আইন জাহির ক'রে এই রকমের বাপ মা গুলোকে নিশ্চয়ই একধার থেকে একঘরে করে দিতাম।

চাম। ওলো বকিস্‌ নে লো—বকিস্‌ নে—মেলা ব'কে মাথা গরম করিস্‌ নে, মেয়েগুলোদের পার ক'র্‌তে বাপেদের কত টাকা লাগে তা জানিস্‌!

বেরাল। দিদ কুরন কারণ যদি কিছু থাকে ত বার কর্‌ আর ও সব বাজে কথার ভ্যানভ্যানানি ভাল্‌ লাগে না।

গুল। ওরে নোকড়ো এক কোয়াটার আন্দাজ রেখে গিয়েছিলেম সেটা আছে ত? না তুই একলা একলাই নাবাড়ে দিয়েছিস্‌।

নকু। তুমি যেমনটী রেখে গিয়েছিলে ঠিক তেমনিই পড়ে আছে ঠাকুরদের নৈবিদ্দির কলায় কে হাত দেবে বাবা।

চাম। মাসি এবার শেষ কার্ত্তিক পূজোয় কি রকম করবে?

শুল। তোর মেসো দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে জিজ্ঞেস করনা। আমার এবার শেষ বছর বুঝলে, দশ বিশজন বন্ধু বান্ধবকে নেমতন্ন ক'রতেই হবে।

নকু। আমাকে ফরমাস করা বা হুকুম করাও যা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারাও তা। আমার আর কি সে দিন আছে যে আঁজলা আঁজলা টাকা এনে ছিনি মিনি খেলবো—দিদি আমার কি—আর দিদি আছে সে দিদি যে আমার ফেল্ মেরেছে—ইসল্‌ভেন্সির আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুল। দেখ্ নোকড়ো তোর ওসব নেকামির কথা ছেড়েদে—ভাল্ লাগে না, তোর দিদির কি হ'য়েছে না হ'য়েছে—বেঁচে আছে কি ম'রেছে—সে সব খবরে আমার দরকার কি, আমার এই কার্ত্তিক পূজোর শেষ বচ্ছর (ক্রন্দন করিতে করিতে) এমনি হাড়হাবাতে পোড়াকপালের হাতে পড়েছি যে এই কার্ত্তিক পূজোটায় দুদশজন বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ ক'র্‌তে পারবনা। এদের আজ থিয়েটার থেকে কি জন্যে সঙ্গে ক'রে এনেছি জানিস্। এরা উপস্থিত থেকে কুটনো বাটনাগুলো কুটে বেটে পূজোর কাজটা উদ্ধার করে দেবে বোলেই এনেছি।

চাম। মাসী এমন শুভদিনে কি কাঁদতে আছে, আমাদের মেশো তেমন লোক নয়, উনি যেমন ক'রে পারেন নিশ্চয়ই তোমার কার্য্য উদ্ধার ক'রে দেবেনই দেবেন, এতকাল ধরে তোমার কোন বাবা জুগিয়ে আসছে, তাই আজ খালি খালি অমন ক'রে আমার মেশোকে ব'ল্‌ছ।

গুল। দেখ নোকড়ো আমি এই ভাল মুখে তোকে বলছি তুই যেখান থেকে পারবি-যেমন ক'রে পারিস্—চুরি ডাকাতি ক'রে হ'ক—খুন খারাপি ক'রে হ'ক—জুচ্চুরি বাটপাড়ি ক'রে হ'ক—তোকে আমার এই শেষ বছরের কাজটা উদ্ধার ক'রে দিতেই হবে, তা নইলে এই দেখ আঁচলের খুঁট গলায় জড়িয়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলে নিশ্চয়ই ম'র্‌বোই ম'র্‌বো—বুঝ্‌লি—আর দাঁড়িয়ে ভাব্‌লে কি হবে? যা এরা এসেছে, এদের জন্যে কিছু চাট্‌নি খাবার আর একটা পাঁইট নিয়ে আয়, নইলে এক কোয়াটারে আমাদের সকলের কি হবে?

নকু। (মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) তা—তা—তা—আমার হাতে আজ একটীও পয়সা নেই, রাত তিনটের সময় এ রকম আজগুবি ফর্‌মাস্ ক'র্‌লে কোথেকে কি ক'র্‌বো, তার উপর দোকান টোকান সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে।

গুল। আমি তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে, এখনি যা—তা ব'লে এতগুলো লোক আমার বাড়ীতে এসে উপসী থাক্‌বে? যেখান থেকে পার্‌বি এনে দিবি—তোর কোন কথা আমি শুন্‌তে চাইনে, যেটুকু আছে আপাততঃ এখনকার মতন নিয়ে আয়। (নকুড়ের গৃহমধ্য হইতে মদের বোতল ও গেলাস আনয়ন)।

গুল। এই নে, আমাদের সঙ্গে একপাত্র টেনে গুড্ হেল্‌থ্ ক'রে মেজাজটাকে ঠাণ্ডা ক'রে যা—(পরস্পরে মদ্যপান)

হাঁদি। বাঃ—বাঃ—বোনাই দাদা আমাদের বেঁচে থাক্, বোনাই দাদার কল্যাণে কিসের ভাবনা—কিসের অভাব? এই হাওয়ার সঙ্গে

চর্‌কি ঘুরে কার্ত্তিক পূজোর আমোদটা গড়িয়ে যাবে —ভাবনা কি দাদা।

নকু। (করজোড়ে) দাদারা—মশাইরা বুঝ্‌লেন কিছু বুঝ্‌লেন, যা হ'ক্‌ আপনারা কিছু মনেটনে ক'র্‌বেন না—আমায় দেখে কেউ হাস্‌বেন না—আমাকে ঘেন্না ক'র্‌বেন না। এই—এই থিয়েটারের চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) থিয়েটারের এক্‌ট্রেসদের—আজ্ঞে এই রকম আমারি মতন—আমারি মতন—আমারি মতন (প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান)।

(অনি গেনি প্রভৃতি একট্রেস্‌দের প্রবেশ।)

চামচি। মাসি এদিকে দেখেছ লুচির গন্ধে সব ভ্রমরি এসে জুটেছে।

অনি। হাঁ—হাঁ—ব্বাবা—তোরা মনে ক'রেছিস্‌ কি? ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও কি টের পায় না জানিস্‌নে? আমরা শিবের ঠাকুরদাদা আমাদের কাছে ফাঁকি মারা চোল্‌বে নে।

চামচি। মাসি এবার বাৎসায়ন মুনির অনুমোদিত জলছত্রটা দেবেত?

অনি। তা না দিলে কি হয়, এমন কার্ত্তিকপূজো ক'রে সে রকমের জলছত্র না দিলে তোর মাসীর স্বর্গে যাবার সিঁড়ি হবে কি ক'রে লো।

গুল। বেশ—বেশ—তাই না হয় হবে, মেলাই বকিস্‌ নে।

অনি। থিয়েটার করা ভাই আর আমাদের পোষাচ্চে না, দিন্‌—দিন্‌ বড় বেজায় ক'রে তুলেছে—এই দেখ না।

সকলে।— গীত।

এনকোরের ঠেলায় ফুটী ফেটে হ'য়ে গিয়েছে ফাঁক।
খালি এন্‌কোর—এন্‌কোর—এন্‌কোর—একি জ্বালাতন রে বাপ্‌॥

এন্‌কোরে তুষিবারে, দমকে দমকে ঠমকে ঠমকে তালে বেতালে,
হেলে দুলে নেচে কুঁদে মোদের কোমরে ধরে গিয়েছে বাত্‌॥
উহুঃ—উহুঃ—উহুঃ—গেলাম বুঝি এবার—বাপ্‌ রে বাপ্‌।
মোদের মৌলিক্‌ পেসা ছিল ভাল, সেটাও ভাল,
ও সব কথা এখন থাক্‌ মদ লিয়াও রে বাপ্‌॥
এন্‌কোরে মেতে গিয়ে প্রাণতোষিণী যন্ত্রগুলো ক'রে দিয়েছি ফাঁক্‌,
ঔর কুছ্‌ নেহি শুনেগা তেরা বাত্‌;—
আভি মদ্‌ লিয়াও রে বাপ্‌॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরচন্দ্রের কক্ষ।

(পার্ব্বতী আসীনা।)

পার্ব্বতী। (স্বগতঃ) বাপের বাড়ী হ'তে এখানে যতদিন এসেছি, সেই অবধি সংসারকে শান্তিতে আন্‌বার জন্যে কত রকমে কতই চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই—কোন রকমেই সফলতা লাভ ক'র্ত্তে পার্‌ছিনে। এটা কার দোষ—আমার ভাগ্যেরি দোষ। বৌমার হাতে ধ'রে

এত ক'রে শিক্ষা দিচ্ছি—এত ব'লছি, তবু তাকে কোন রকমেই সুপথে আনতে ও আয়ত্তাধীন ক'রতে পারছিনে। তাকে নিয়ে যখনই একসঙ্গে ব'সে কথাবার্ত্তা কই, কানুর গীত ছাড়া অন্য কোন কথাই ক'ই না। বেটীকে বলি দেখ' মা, এ তোমারি সংসার; আমি আছি কেবল উপলক্ষ মাত্র। পতির চেয়ে আর গুরু নেই, পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীজাতির আর কোনও গতি নেই; ধর্ম্ম-কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, তীর্থ-ব্রত প্রভৃতি শাস্ত্রে যা কিছু লেখা আছে, সমস্তই স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্যে। কিন্তু যাঁরা শ্রেষ্ঠা নারী, যাঁরা পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী, তাঁরা পতির অনুগতা হ'য়ে পতির চরণ সেবা ভিন্ন আর কিছুই চান্ না।—অন্তিমে নিশ্চয়ই তাঁদের এই পতির চরণে লয়, মুক্তি, মোক্ষ সবই হ'য়ে থাকে। আবার স্বামীর যাঁহারা পূজ্য—পরম গুরু পিতা মাতা; স্বামী যেরূপ তাঁদের ভক্তি ও সেবাদি দ্বারা পরিতুষ্ট ক'রে থাকেন, সেইরূপ আমাদেরও ভক্তিসহকারে পূজাদি দ্বারা পতির পূজনীয়জনকে সতত পূজা করা অতীব কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বেটী আমার কোন কথাতেই কর্ণপাত করে না। এইটিই বড় দুঃখের বিষয়, সে তার আত্মীয় স্বজনের নিকট যেরূপ-ভাবে যেরূপ পরামর্শ পায়, বোকা মেয়েটা বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়ে ভবিষ্যতের ফলাফল বিবেচনা না ক'রে তদনুসারেই কার্য্য ক'রে থাকে।

(ননীগোপালের অন্তরাল হইতে তু—তু—শব্দে সঙ্কেত করণ)

পার্ব্বতী। (সহাস্যে) আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, আমি দেখ্‌তে পেয়েছি, এদিকে এস'—শোন' শোন'?

ননী। তু—তু—আমি যামনা—মা—মাল্‌বে।

পার্ব্বতী। না—না—না—ভাই মা মাল্‌বে না, তুমি একবার এখানে এস, দৌড়ে এস।

ননী। তু—মা যদি মালেন, তিনি এখানে আস্‌তে বালন ক'লেছেন আমি যাম না।

পার্ব্বতী। না-না তুমি একবারখানি এস, না এলে আমি রাগ ক'র্‌বো—তোমার সঙ্গে ভাব রাখ্‌বো না।

(ননীগোপালের প্রবেশ।)

ননী। থাকুল মা বলুন দেখি—আমি বল হ'য়েছি—না আপনি বল হ'য়েছেন ?

পার্ব্বতী। আগে আমার কাছে এস, একবার গলাগলা কর—তোমায় মেপে দেখি—তারপর ব'ল্‌ব, তুমি বড় না আমি ছোট।

ননী। (করতালি দিতে দিতে দৌড়িয়া আসিয়া) এই যে দেখুন দেখি আমি কত'বল হয়েচি।

পার্ব্বতী। আমার কোলে বোস গলাটা জড়িয়ে ধর একটা হাসি দাও তবেত মিমাংসা হবে।

ননী। এই—এই—এই—এই এসেছি (হাত নাড়িয়া) না—না—আমি হাসি দেবনা।

পার্ব্বতী। তবে আমি তোমার ঠাকুর মা হব না।

ননী। না—না—না—তা বলে কি আমি খালি খালি কেঁদে কেঁদে বেলাব এই—এই—এই—এই নাও হাসি দিচ্ছি।

পার্ব্বতী। (ননীগোপালের গলা জড়াইয়া তথা করন) আঃ—আঃ—আঃ—আমার জন্ম সার্থক হ'ল আজ কি খেয়েছ গোপাল ?

ননী। এই—এই—এই—আপনি যে দুতো পয়সা দিয়েছিলেন এই—এই কতুলি আ—আ—আল জি—জি জিপিলি এনে খেয়েচি।

পার্ব্বতী। তার পরে আর কি খেয়েছ ?

ননী। তাল পলে থাকুল্ মা এই—এই—গয়লালি মাথী দুদ্ দিয়ে গিয়েছিল থেই দুদেতে এই—এই—পাঁউলুতি দিয়ে খেয়েচি।

পার্ব্বতী। সেকি ? কাঁচাদুধ দিয়ে বাসী পাঁউরুটী খেলে কেন ?

ননী। এই—এই—আপনাদেল ঘলে ভাত খেয়েচিলুম এই—এই—দেখুন না—মা পাকাপেতা ক'লেচেন। আমি কাঁদচিলুম তাই দেখে বাবা মাল সঙ্গে ঝগলাঝাটি কলেচেন। মা আন্না কলেননি অথুক বেলেচে, বাবাল আফিথ ফেল হ'য়ে গিয়েচে বাবা এখনও বালিতে আসেননি।

পার্ব্বতী। তার পরে।

ননী। তাল পরে এই—এই—মা বলেচেন ফেল, যদি ওদেল ঘলে যাবি' মাত্তে মাত্তে লাক্কুসিল ঘলে ফেলে দেব। থাকুল মা এই—এই—তা ব'লে তোমাদেল না দেখ্‌তে পেয়ে থালি থালি কেঁদে কেঁদে ম'লে যাব নাকি ?

পার্ব্বতী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) হুঁ—আর কেঁদনা বাবা কেঁদনা—হা জগদীশ্বর আমি সুখে সন্তোষে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ ক'র্‌বো বলে মনে কল্লে কি হবে। ভাগ্যে না থাক্‌লে তাত ঘট্‌বে না। সাধারণতঃ লোকে কষ্টে পড়্‌লে ভগবানেরি দোষ দিয়ে থাকে

সেটা সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি কিন্তু তা দিই না; সকলই কর্ম্মফলের পরিণাম।

(হরচন্দ্রের হুঁকা হস্তে প্রবেশ।)

হর। পার্ব্বতী—পার্ব্বতী!

পার্ব্বতী। আজ্ঞে—আজ্ঞে।

হর। তুমি আমাকে আজ্ঞে ব'লে সাদর সম্ভাষণ কর কেন?

পার্ব্বতী। আপনি আমাকে আমার নাম ধরে পার্ব্বতী পার্ব্বতী ব'লে ডাকেন কেন?

হর। তবে কি ব'লে ডাক্‌বো।

পার্ব্বতী। কেন এই আমাদের ননীগোপালের গিন্নী ব'লে ডাক্‌বেন।

ননী। (করতালি দিয়া আনন্দে) হাঁ থাকুল মা হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তাই।

হর। তাইত তোমার কোলে উটী কে ছিল? আমি এতক্ষণ দেখ্‌তে পাই নে আমাদের ননীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা কি সেটা স্থিরসিদ্ধান্ত হ'য়ে গিয়েছে? বৌমা এ বিষয়ে সম্মতি দেবেন কি?

পার্ব্বতী। সেটা আমার ভাগ্য—ক'ল্‌কেটা বোদলে এনে দেব কি?

ননী। (হরচন্দ্রের নিকটে গিয়া) আমায় দিন আমি এনে দিচ্ছি।

হর। তুমি পার্‌বে না তোমার হাতে গরম লাগ্‌বে।

ননী। না—না—না—গলম লাগ্‌বে না।

হর। না ভাই তোমায় এনে দিতে হ'বে না আমি এই বাহিরে থেকে নূতন ক'রে তৈরী ক'রে খেতে খেতে আস্‌ছি।

(সুরতের প্রবেশ।)

সুর। ননী—ননী, মা ননী এখানে এসেছে কি

ননী। বলুন না নেই —নেই।

পার্ব্বতী। এস' বাবা এস', ননী এখানেই আছে—আজ বৌমা কেমন আছেন? আজ তুমি সকালে কোথায় গিয়েছিলে। তোমাকে আজ এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন, তোমার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে যে—কি হ'য়েছে, আহারাদি হ'য়েছে ত?

স্থর। হা বিধাতঃ (ক্রন্দন করিতে করিতে) বাবা আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে আমি ধনে প্রাণে মারা গিয়েছি।—ডাক্তারেরা সকলেই একমতে ব'ল্‌তেছেন আমাদের দ্বারা এ রোগের কোনও প্রতীকার হ'বার উপায় নেই। এখন যদি পার—এয়ার চেঞ্জে নিয়ে গেলে ভগবানের কৃপায় যদি রক্ষা পায়। তারপরে, আপনি যে টাকা দিয়ে আমাকে এজেন্সী অফিস্ ক'রে দিয়েছিলেন ননীর প্রসূতির অসুখ হওয়ায়, সময় মত অফিসে এটেণ্ড দিতে না পারাতে, অফিসের কর্ম্মচারীরা সুযোগ বুঝে টাকাকড়ি ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে, বাজারে যথেষ্ট দেনা।—পাওনাদারেরা ডিক্রীজারি ক'রে অফিসের যা কিছু ছিল সব শীল ক'রে গিয়েছে। আবার তারা বাকি টাকার জন্যে ওয়ারেণ্ট বার ক'রে আমাকে ধ'র্‌বার চেষ্টায় ফির্‌ছে। গহনাগুলি যা ছিল এক একখানি বিক্রী ক'রে, ডাক্তার আর ঔষধে খরচ ক'রে ফেলেছি, আমি এখন একেবারে নিঃস্ব, একমাত্র আপনার দয়া ভিন্ন এখন আর আমার কোনও উপায় নেই, সম্প্রতি এমন একটীও পয়সা নেই যে ননার জন্যে একখানি পাউরুটী কিনি (ক্রন্দন) এখন আপনার নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থী আমার অপ-রাধ আপনাকে মার্জ্জনা ক'র্‌তেই হ'বে আপনার পুত্র বধূর দোষেই

আমি আপনার নিকটে অপরাধী হ'য়ে প'ড়েছি কিন্তু কি করি পিঠু-লির আলিপনা নয় যে সহজে এক কথায় জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলে দেব। (ক্রন্দন)

হর। এখন আর কাঁদলে কি হবে বাবা 'ভাবিতে উচিত ছল প্রতিজ্ঞা যখন' তখন বৌমার—তোমার শাশুড়ির, ছোটগিন্নির প্ররোচনায়—কথায় বাপকে চিলের মত ক'রে দিয়েছিলে জান না! এখন আবার কোন্ লজ্জায় আমার কাছে এসে কেঁদে কেঁদে হাত পাতছ (রোষ-ভরে) যাও আমার কাছে আর তোমার কোনও প্রত্যাশা নাই, যাও—যাও—আমার সাম্‌নে থেকে চলে যাও—যেখানে তোমার প্রাণ যায় সেইখানেই তুমি চলে যেতে পার, আর আমার কাছে নয়।

পার্ব্বতী। (উত্থানপূর্ব্বক) সেকি—সেকি-সেকি-আমি জীবিত থাক্‌তে তা হবে না, আমি তা পারব না, ক'র্‌তে দেবও না, দেখুন—সুরৎ আমার পেটের সন্তান নয় কিন্তু তদপেক্ষাও আমি ওকে স্নেহ করি ও ভাল-বেসে থাকি। ওর এতে দোষ কি! এটা আমার ভাগ্যের ফল ও অদৃষ্টের দোষ। আমি সুরতের সৎমা, গর্ভধারিণী নই। আমি যদি সুরতের গর্ভধারিণী হ'তেম, তা হ'লে আপনি যেরূপ উক্তিতে সুরতকে প্রত্যাখ্যান কল্লেন সেটা সেই স্থলে আপনার পক্ষেই শোভা পেত কিন্তু আমি তখন সেটা সহ্য ক'রতে পার্ত্তাম কিনা তা বলতে পারি না। লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ আমি এখন সুরতের গর্ভধারিণী স্থানীয়া, সুতরাং আপনি পিতা হ'য়ে পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার দেখালেন সেটা আপনাতেই শোভা পেতে পারে আমাতে নয়। গৃহলক্ষ্মী বৌমা আমার অর্থাভাবে চিকিৎসাভাবে মারা যাবে, সুরৎ আমার

দেনার দায়ে জেলে যাবে আমি পাপিষ্ঠা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, তা কখনই হ'বে না, হ'তে দেব না, আমি ধনৈশ্বর্য্য ভোগ ক'র্‌বো ওরা পথের ভিখারী কাঙ্গালী হ'য়ে বেড়াবে তা কখনই হবে না। এই নাও সুরৎ (অলঙ্কার খুলিয়া সুরতের হস্তে প্রদান ও ক্রন্দন স্বরে) যাও বাবা সুরৎ যাও, এখন এই গুলি নিয়ে বিক্রয় ক'রে বা বন্ধক দিয়ে যে কোনও উপায়ে পার তোমার কার্য্য উদ্ধার কর'গে—দাঁড়িয়ে রইলে যে ? বাবুর অনুমতির অপেক্ষায়—

হর। ধন্য সতী-স্বাধ্বী-পার্ব্বতী। ভাল তোমার ইচ্ছা সফল হোক।

[হরচন্দ্রের ননীগোপালকে লইয়া প্রস্থান।

পার্ব্বতী। চল বাবা বৌমা কেমন আছেন দেখিগে !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিৎপুররোড বাঁশতলাগলির মোড়।

(ক্ষেপা হরিদাসের প্রবেশ এবং তৎসঙ্গে হরিদাসের গান শুনিবার জন্য কতিপয় পথিকের প্রবেশ।)

হরি।— গীত।

হাটের মাঝে ওদের বুঝি বাবা হারিয়েছে।
খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি, ব'লে খুঁজ্‌তেছে
মায়ার চক্রে প'ড়ে আসল বাপে ভুলে গিয়ে।

তাই ওদের কপালেতে এত দুঃখ ঘটতেছে॥
মায়ে না চিনালে পরে, কে চিনিয়ে দেবে তোরে।
চিন্তে নারবী তারে, বাপ্ যদি থাকেরে কাছে॥
কেহ বলে রাম কেহ বলে রহিম আত্মারাম।
ভুক্তি মুক্তি পাবে তুমি গুরুখৃষ্ট কর্ত্তা ভ'জে॥
অজ্ঞান অবোধ জেনে তোরে ভুলাবার তরে।
নকল বাপ দেবে ব'লে, (গুরুসেজে) কত ব্যাটাই ঘুর্‌তেছে॥
পাঁচ জনের পাঁচ কথায় প'ড়ে, বাবার তরে—
দেখছি বড়ই তোর ভ্যাবা চ্যাকা লেগেছে॥
মা আমার হ্লাদিনী আদ্যাশক্তি কুণ্ডলিনী,
বাবা তোরে দেবার তরে, দেখ ঐ দাঁড়িয়ে আছে॥
(এখন) মায়ের চরণ ধ'রে আনন্দে আনন্দ কোরে।
যাবি আয় আনন্দপুরে আনন্দে বাবার কাছে॥

[হরিদাসের প্রস্থান।

নেপথ্যে। (ভয়ানক কোলাহলের সহিত) পালাল—পালাল—পালাল—পাকড়াও—পাকড়াও পাহারলা পাহারলা খুন ক'রে পালাল ধর—ধর শালাকে পাকড়ো শালাকে।

(এক দিক দিয়া জনৈকপাহারাওয়ালার প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া রক্তাক্ত কলেবরে ছোরা ঘুরাইতে ঘুরাইতে নকুড়ের প্রবেশ এবং তৎপশ্চাৎ অপর একজন পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

নকু। আও শালা লোক আও—এক ধার্‌সে সব কৈকো খুন করে গা ফাঁসি যাগা।

১ম পথি। একি বিভ্রাট!

(পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক নকুড়কে ভূমে নিক্ষেপ ও ছোরা কাড়িয়া লইয়া হস্ত বন্ধন)

প্র। পাহা। সারোয়া!

দ্বি। পা। (নকুড়কে প্রহার)

১ম পথি। বাবারে—একি খুন রে—ভয়ানক খুনরে—পালারে পালারে।

২য় পথি। তাইত রে—পালারে—পুলিসে ধ'র্‌লে রে—ধ'র্‌লে রে—পালারে।

৩য় পথি। তা বটেইত রে—তা বটেইত রে—এখনি চালান দেবে রে—আমাদের খুনীর সহকারী ব'লে ধ'র্‌বে রে—চালান দেবে রে—পালা—পালা—পালা—ওরে বাবারে—

[পথিকদিগের প্রস্থান।

১ম পাহা। (নকুড়কে মারিতে মারিতে) চল্ শালা।

২য় পাহা। এ জুড়িদার, হুঁসিয়ারীসে আসামীকো লে চলো।

[নকুড়কে বদ্ধাবস্থায় লইয়া পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মকুড়ের বাটীর দরদালানের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।

(ছোটগিন্নী ও মোক্ষদা আসীনা।)

ছোট। (গোল্লা তুলিতে তুলিতে) বৌ—এই গোল্লাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে ঘরের ভিতর তুলে রাখ্‌ত।—বেলা এখনও অনেক আছে, আয় না—দু'জনে মিলে গোটাকতক গোল্লা পাকিয়ে ফেলি।—আর কাঁদ্‌লে কি হ'বে কম্বক্তি, চেষ্টার ত ত্রুটী হ'চ্চে না; খুঁজে না পেলে আর কি করা যাবে।—যত নষ্টের গোড়া সেই হত-চ্ছাড়া চুলোপোড়া; ঘরে হাতীর মতন মেয়ে পুরে রেখে—কি বুঝে আমার কাছে টাকাগুলো ঠকিয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নয় ছয় ক'রে ফেলালে গা। আমাকেও পথে ব'সালে—আর এই সর্ব্বনাশটাও ঘটালে।—তোদের দুঃখ্যু দেখে—তোদের কষ্ট দেখে—স'ইতে না পেরে, তোঁদের জন্যেই ত যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে পরিণামে দুটো অন্নের জন্যে—এই দেখ গোল্লা বিক্রী ক'রে পেট চালাতে হচ্চে; এর চেয়ে আরও কি তোদের মনে বাসনা আছে তা বল্, যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে থুয়েও যে তোদের দুঃখ্যু ঘোচাতে পার্‌লেম না, এইটীই বড় আপশোষ র'য়ে গেল। আমাদের গুরুঠাকুর যা বলেছিলেন সেটা ঠিক কথা যে—"বিধাতা যারে বৈমুখ, মানুষের সাধ্য কি আছে, ঘো তে

তার দুঃখ"।—তোদের অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেন নি, আমি আর কি ক'র্‌বো বল্।—তখন তোদের মায়ায় প'ড়ে ঐ সব কথা শুনে টাকার গরমে গরম হ'য়ে তাঁকে কত কথাই না অন্যায় ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি। এখন বেশ্ বুঝ্‌তে পেরেছি যে ভগবান অভাব দূর ক'রে না দিলে কা'রওর বাপের ক্ষমতা নেই যে মানুষে তাদের অভাব মোচন ক'রে দেয়—(দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) 'জল জল ইন্দিরের জল, বল বল আপন বল'। ছ্যাঁচা জলে কি কখন চাষ রক্ষে হয়—এ রকম ক'রে দিলে থুলেও কা'ররই অভাব মোচন হয় না।—

(ঝুড়ি কক্ষে লইয়া জনৈক প্রতিবেসিনীর প্রবেশ।)

প্রতি। এখানে কে আছ গা, কোথায় গোয়া বিক্রী হয় ব'লে দিতে পার?

ছোট। এস গো এস এইখানে এস, আমাদের কাছেই পাবে।

প্রতি। পয়সায় ক' গণ্ডা ক'রে দিচ্ছ গা?

ছোট। চার গণ্ডা ক'রে গো চার গণ্ডা ক'রে।

প্রতি। বাজারে ছ' গণ্ডা ক'রে বিক্রী হ'চ্ছে, তোমার এখানে চার গণ্ডা কি রকম?

ছোট। সে জিনিষে আর এ জিনিষে ঢের তফাৎ; এতে ছাই রাবিশ মাটী নেই।

প্রতি। যাই হোক্ বাছা যদি সাড়ে পাঁচ গণ্ডা ক'রে দিতে পার ত দাও—নইলে চ'ল্লেম।

ছোট। কি বলিস্ বৌ—হাতে আজতো একটীও পয়সা নেই, সাড়ে

চার গণ্ডা ক'রে দেব'! ওগো বাছা শুনে যাও—শুনে যাও—যেও না, ক পয়সার নেবে? সাড়ে চার গণ্ডা ক'রে হয়ত নিয়ে যাও।

প্রতি। (স্বগতঃ) গলার আওয়াজটা যেন চেনা চেনা ব'লে বোধ হ'চ্চে না? (নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে) ওমা! ছোট মা না কি? তোমার এমন দুর্দ্দশা, রাজরাণী হ'য়ে এখন তোমার একি ব্যবসা?

ছোট। আর কি ব'ল্‌বো মা, সকলই অদৃষ্টের ফের। আমার ভাশুর সব কেড়েকুড়ে নিয়ে এই রকম দুর্দ্দশা ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতি। কৈ—আমিত ছোট মা এ কথা শুনিনি—আমি শুনেছি যে তোমার একটা কে—হতভাগা ভাই আছে—তাকে দিয়ে থুয়ে আর তাকে যথাসর্ব্বস্ব লুকিয়ে দেবার জন্যেই সমস্ত নিয়ে পালিয়ে এসেছ।

ছোট। কোন্ আঁটকুড়ী সর্ব্বনাশী গতরখাগী এ সব কথা বলে র্যা!

প্রতি। ছোট মা তোমার কাছে গোল্লা কিন্তে এসেছি ব'লে ধরে মার্‌বে নাকি? জগতের লোক সকলেই ব'ল্‌ছে—আমি কি একলা ব'ল্‌ছি।—পাড়ার লোকে ব'ল্‌ছে, যে ছোটগিন্নী এমন ছোটলোকের ঘরের মেয়ে—মুখুয্যেদের ঘরে এসেছিল—বড় বাবুর এমন সোণার সংসারটাকে থানছাড়া মানছাড়া ক'রে দিয়ে চলে গেল।

ছোট। আ মর মাগী—মাগীর আস্পর্দ্ধার কথা শুনেছ—মাগীর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, (তাহার হস্ত হইতে ঝুড়ি লইয়া দূরে নিক্ষেপ) দূর হ—মাগী দূর হ—দূর হ—বেটী আমার বাড়ী থেকে—আমি তোকে গোল্লা বেচ্‌তে চাইনে।

প্রতি। তবে ত আমার সব ফ্যালা গেল। তোর কাছে নইলে বাজারে ত আর গোল্লা পাওয়া যাবে না। আমি ম'র্‌তে তোর কাছে কিন্‌তে

এসেছিলুম্। বেশ হ'য়েছে—বেশ হ'য়েছে—বেটী তোর এখনও কি হ'য়েছে ভগবান কি নাই। হাতে হাতে ফল দিয়েছেন। বেটী তোর এখন হ'য়েছে কি, আমি যদি আগুরির মেয়ে হই—তা হ'লে এই দেখিস—দেখিস—দেখিস—(অঙ্গুলি মটকাইয়া) এই আমি বলে যাচ্ছি দু দিন পরে এই দেখিস্ এখনও হ'য়েছে কি তোকে রাস্তায় রাস্তায় ভাত কুড়িয়ে খেতে হ'বে।

[ঝুড়ি কুড়াইয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে। বাড়ীতে কে আছেন গা বাড়ীতে কে আছেন।

নেপথ্যে-নকুড়। কৈ হ্যায় কৈ হ্যায় ক'র্তে হ'বে না। হামরা বাড়ী হ্যায়, চলো চলো ভিতরমে চলো কুচ ডর নেই জলপানি খানে মিলেগা।

ছোট। হ্যালা বৌ! নোকড়োর আওয়াজ পার্‌ছি নয়—বোধ হয় কিছু সুবিধা হ'য়ে থাক্‌বে এই চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি—দাড়া গোপান দেবো—সত্যনারায়ণের পাঁচসিকে সিন্নি দেবো—কালীঘাটের মা কালির কাছে ষোল আনা পূজো দেবো। আঃ বাঁচা গেল ধড়ে প্রাণ এলো নিশ্চয়ই মেয়েটাকে ধরে এনেছে তাই এত গোলমাল হ'চ্ছে।

(ইন্‌স্পেক্টার সবইন্‌স্পেক্টার এবং দুইজন পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক নকুড়ের হাতে হাতকড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া লইয়া প্রবেশ।)

মোক্ষদা। (নকুড়ের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া ক্রন্দন স্বরে) ওরে বাবারে আমার কি সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো রে (অন্তরালে দণ্ডায় মান)।

নকু। দিদি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কি দেখছ—আমাকে দেখছ—না—তোদের—না আমার অদৃষ্ট—ভাগ্য—না তোদের অদৃষ্ট ভাগ্যের

ফলাফল দেখছ—বেশ—বেশ ক'রে দেখে নাও আর দেখতে পাবে না এই শেষ দেখা। আমায় আর দেখতে পাবে না, বেশ ক'রে দেখে নাও—প্রাণ ভরে দেখে নাও, আমাকে এজন্মে আর দেখতে পাবেনা, আমিও আর তোমাদের দেখতে পাবনা এখনও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে দেখছ চিন্তে পারছনা—আমি নকুড়—নকুড়—তোমার আদরের নকুড় —যাকে তুমি, যার জন্যে তুমি—জাল জুচ্চুরি—বাটপাড়ি কোরে, নিজের শশুর স্বামীর নাম ডুবিয়ে-তাদের সংসার মজিয়ে এসেছ, আমি সেই নকুড়। আমার এরূপ পরিণামের আদি অন্ত গোড়া সবই তুমি। তুমি স্বামীর কুল খেয়েছ, আর আমার মতন অসৎপাত্রে টাকা দিয়ে দিয়ে প্রশ্রয় দিয়ে আমার মাথাটা খেয়ে বাপের কুলটাও এই বারে খেতে বসেছ; আমার আর বলবার কিছুই নেই—আমার ফাঁসী হ'বে। হায় বিধাতঃ যার অদৃষ্টে কষ্ট লিখেছেন সে কষ্ট ভগবান না দূর ক'র্‌লে মানুষের বাবার সাধ্য কি যে সেটা দূর ক'রে দেয়। তুই ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত ক'রে স্বামী শশুরের নাম ডুবিয়ে তাই ক'র্‌তে গিয়েছিলি তোর নরকেও স্থান নেই—তোর নরক স্বতন্ত্র। জমাদার সাহেব—চল, আমার বলবার যা কিছু ছিল সব বলে ফেলেছি —আর কিছু বল্‌বার নাই। আর কেন বাবা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটী ঘামাচ্ছ—মায়া বাড়াচ্ছ।

ইন্‌স্পে। চপরাও শালা। ওগো বাছারা একে তোমরা চেন, এর নাম কি নকুড়? তুমি বুঝি এর দিদি, উনি এর পরিবার। এ শালা ষাঁড়ের কার্ত্তিক পূজোর টাকা যোগাড় ক'র্‌তে গিয়ে বাঁশতলা গলির মোড়ে গোবিন্দপালের ভাড়াটে বাড়ীতে ঢুকে একটা ষাঁড়কে খুন ক'রে

ফেলেছে আবার বাঙ্গাল ব্যাঙ্কে একখানা হাজার টাকার জাল চেক্ ভাঙ্গাতে গিয়েছিল।

(মোক্ষদা ও ছোটগিন্নী উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন)।

উভ। ওরে আমাদের কি শোনালেরে আমাদের কি ক'রে গেলিরে।

ইন্স্পে। এখন আর বাছা এসময়ে কাঁদলে চলবে না হাকিমের হুকুম, আমরা এবাড়ীখানায় খানা তল্লাসী ক'র্‌বো আর যত দিন পর্য্যন্ত এ খুনি মামলার নিষ্পত্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই খানে একজন পাহারাওয়ালা পাহারায় থাক্‌বে। আবার নকুড় ব্যাঙ্কের চেক্ জাল করেছে ব'লে এর সমস্ত সম্পত্তিতে ক্রোক দেবার হুকুম হ'য়েছে।

নকু। বেশ হ'য়েছে বাবা বেশ হ'য়েছে এ আমার বাবার বাড়ী নয় এটা ভাড়াটে বাড়ী তোমরা ধুয়ে ধুয়ে জল খেও।

ইন্স্পে। চোপ্‌রাও শালা। এখন আপনারা কি বল্‌তে চান, কি ক'র্‌তে চান—বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যাবেন—কি থাকবেন?

ছোট। থেকে আর কি ক'রবো জমাদার সাহেব।

ইন্স্পে। আপনারা কিন্তু সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে পার্‌বেন না, এক কাপড়েই বেরিয়ে যেতে হ'বে—এ সব জিনিষ—আপনাদেরি থাক্‌বে, মাম্‌লা চুকে গেলে সব ফেরৎ পাবেন।

ছোট। (ক্রন্দনস্বরে) সে কি বাবা আমরা তবে এখন কি খাব।

ইন্স্পে। আপনারা কি খাবেন না খাবেন সে সব বিষয়ের জমা খরচ আমি রাখ্‌তে আসিনে। বহুত দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, আমরা আর অপেক্ষা ক'র্‌তে পারচিনে—আপনারা ভদ্র লোকের মেয়ে, তাই ভদ্রতাই ক'রে বল্‌ছি, আর দেরী ক'রবেন না—দেরী ক'রবেন না—

এখনই আমাদের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে যান, তা না হ'লে আপনাদের জোর ক'রে বার কোরে দেওয়া হ'বে।

নকু। আর কেন দিদি—বাবাজীরা যা বল্‌ছেন, তাই না হয় কর। হাকিমের হুকুম নড় চড় হ'তে পারে কিন্তু এ বাবাদের হুকুম নড় চড় হওয়া বড়ই কঠিন।

ছোট। তাইত রে—তাইত রে—তাইত রে—(ক্রন্দন) আয় বৌ চ'লে আয় এখন তোর মাসীর বাড়ী গিয়ে থাকিগে চল্।

(উভয়ে দরদালানের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনঃ বহির্গমন।)

ইন্‌স্পে। আপনারা কোলের মধ্যে ক'রে ওটা কি নিয়ে যাচ্ছেন।

ছোট। (ক্রন্দনস্বরে) কিছু নয় বাবা কিছু নয়।

ইন্‌স্পে। খাঁ সাহেব দেখত ও পোঁট্‌লাটার ভিতর কি নিয়ে যাচ্ছে।

সব-ইন্‌স্পে। (পোঁট্‌লি ধরিতে অগ্রসর)।

ছোট। চপ্‌রাও খাড়া রাও, ওরে নোকড়ো তোকেত দেখছি নিশ্চয়ই ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌তে হ'বে, তা বলে তোর সাম্‌নে এরা আমাদের জাত-কুল খাবে, আর এরকম ক'রে হেনস্থা ক'র্‌বে—তাই তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বি ? আগে তুই একধার থেকে আমাদের নিজের হাতে সাবাড় ক'রে তোর কণ্টক ঘুচিয়ে দিয়ে যা, তা নইলে তোর মরণের সুখ হ'বে না।

নকুড়। ঠিক্ ব'লেছ দিদি, ঠিক্ ব'লেছ। জয় কালী—জয় মহাবীর।

(লম্প দিয়া হাতের হাতকড়ী ছিঁড়িয়া সকলকে মারিতে উদ্যত।)

ছোট। (গৃহ হইতে একখানি বঁটী আনিয়া নকুড়ের হস্তে প্রদান) এই নে ওদের মার্‌লে কি হ'বে আগে আমাদের মার।

ইন্‌স্পে। পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো শালাকো আচ্ছাসে পাক্‌ড়ো মার শালাকো লাগাও শালাকো (ইত্যাদি)।

নকুড়। (বঁটী লইয়া সকলকে কাটিতে উদ্যত)।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরচন্দ্রের কক্ষ।

(পার্ব্বতীর পত্র পাঠ করিতে করিতে প্রবেশ)।

পার্ব্বতী। বাবু এই এখানে ছিলেন আবার কোথায় গেলেন। তাঁর কাজকর্ম্মের আর নিকেষ মরে না; কখনও তাঁকে একস্থানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে দেখলেম্ না। যাই হোক এ পত্র খানা তাঁকে দেখান উচিৎ কিনা?—স্বরৎ লিখেছে—বৌমা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা; কোন রকমেই কিছুতেই ব্যায়ারামের প্রতিকার হ'চ্ছে না,

আমার বুকের ধন ননীগোপালের পাঁচদিন হ'লো জ্বর হ'য়েছে; দিনরাত ঠাকুরমা দাদামশাই ব'লে কাঁদছে উঃ কি বিপদ—কি—সর্ব্বনাশই উপস্থিত এখন এর উপায় কি করি? প্রাণটা এত কাঁদছে কেন কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা—এই যে, উনি এদিকেই আস্‌ছেন।

(হরচন্দ্রের তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ)।

হর। পার্ব্বতী, পার্ব্বতী তুমি এখানে রয়েছ আমি রান্নাঘর প্রভৃতি সমস্ত পাতি পাতি ক'রে খুঁজে আস্‌ছি।

পার্ব্বতী। (রোষভরে) আমাকে ওরকম ক'রে পার্ব্বতী—পার্ব্বতী ব'লে ডাকলে কোন উত্তর দেবো না, কথাও শুন্‌বো না।

হর। (সহাস্তে) কেন বল দেখি তবে আমি তোমাকে কি ব'লে ডাক্‌বো।

পার্ব্বতী। কেন আমাকে ডাক্‌বার আর কিছু কি জগতে নাম নাই।

হর। আমিত কিছু খুঁজে পাইনে।

পার্ব্বতী। তা খুজে পাবেন কেন। যাঁদের হুকো ক'ল্‌কে আর তামা-কের সঙ্গে পিরীত তাঁরাই পলকে পলকে তাদের মাগছেলেকে ভুলে গিয়ে থাকে, এটা আমি পরিহাস ক'রে মিথ্যে কথা বলছিনে। পুরুষদের এ সুখ্যাতিটা ব্রাহ্মাণ্ড জুড়ে আছে।

হর। (সহাস্তে) দেখ পার্ব্বতী, তোমার এই মধুঢালা বচনে, আমার চৈতন্যের চন্দ্রোদয় হ'ল।

পার্ব্বতী। আবার পার্ব্বতী—পার্ব্বতী।

হর। (সহাস্তে) ভুলে ব'লে ফেলেচি, কি ব'লে ডাকবো?

পার্ব্বতী। জানেন না—আমি না বিয়িয়েই কানায়ের মা। আমার মতন সৌভাগ্যবতী এসংসারে ক'টা আছে, আর ক'টা দেখতে পাবেন আমার কি ভাল নাম নাই, কেন—আপনি ডাক্‌বেন সুরথের গর্ভধারিণী-প্রসূতি না হয় ননীগোপালের ঠাকুরমা, এমন ভাল ভাল নাম থাকতে কিনা পার্ব্বতী—পার্ব্বতী—গিন্নী—গিন্নী ছিঃ আমার বড় লজ্জা করে জানেন? আমি প্রত্যহ বিছানা হ'তে উঠবার পূর্ব্বে আপনার চরণধুলি ল'য়ে এইটী প্রার্থনা করি যেন, আমার গর্ভে সন্তান সন্ততি না জন্মায়, সুরথ আমার পুত্র, বৌমা আমার কন্যা, গোপাল আমার জীবনধন, এদের নিয়েই আমার সংসার।

হর। এবার থেকে তাই হ'বে। আর একটা কথা বলছিলেম কি, মামলা মোকদ্দামায় বিব্রত থেকে শরীরটা কিঞ্চিত অসুস্থ হ'য়ে পড়েচে। আরও দেখ বৌমা, আর গোপালের জন্যে প্রাণের ভিতর বড়ই অশান্তি হ'য়ে রয়েছে। তুমি কি বল—দিনকতকের জন্যে এই বেশীদূর নয় গয়া কাশীটে সেরে এলে হয় না? একটু বেড়ান চেড়ানাও হ'বে, আর পিতৃলোকের কর্ম্মটাও সেরে আসা যাবে।

পার্ব্বতী। (স্বগতঃ) কে ব'লেরে অনাথের নাথ নেই—যার জন্যে প্রাণটা কেঁদে উঠেছিল তারি সুরাহার জন্যে মুখ তুলে চেয়েছেন (প্রকাশ্যে) এটা আপনার সাধু সঙ্কল্প আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন ত? আপনি যখন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করবেন, আমি সেই সময় পিণ্ডদিবার উপকরণ অন্নাদি প্রস্তুত ক'রে দিয়ে সহধর্ম্মিনীর কর্ত্তব্যতা সম্পাদন করবো। আপনার যদি এবিষয়ে স্থির সংকল্প হয়ে থাকে

তবে আর বেশী বিলম্বের আবশ্যক নাই—এই আগামী ত্রয়োদশীতে যাত্রা ক'ল্লেই ভাল হয়।

হর। দেখা যাবে এখন আজ একাদশীর ব্যবস্থাটা কিরূপ ক'রেছ ব'ল দেখি শুনি।

পার্ব্বতী। (সহাস্যে) এমন কিছু ক'রে উঠতে পারিনি, কি আর ক'র্‌বো বলুন?

হর। আমার জিজ্ঞাসার কিছু উদ্দেশ্য আছে, তাই জিজ্ঞাসা করছি আর সেই জন্যেই তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, বুঝ্‌লে পার্ব্বতী ঐ—যা, ভুলে পার্ব্বতী ব'লে ফেলেছি কিছু মনে ট'নে ক'রোনা। কি ব—লে—এ্যাঁ এ্যাঁ শিখিয়ে দিয়েছিলে অ্যাঁ—হ্যাঁ দেখ সুরতের গর্ভধারিণী একাদশীর দিনে একলা ভোজন ক'র্‌তে নেই, তাই মনে করেছিলেম, রাধানাথকে ডেকে পাঠাব।

পার্ব্বতী। তা বেশত, বেশত, এ-ত ভাল কথা, আমি কি প্রস্তুত ক'রেছি শুন্‌বেন? এই—এই মালপোয়া এই শুক্‌নো, শুকনো আলুর দম, এই ধোঁকা, আর এই রাধাবল্লভী।

হর। বেশ, এই যথেষ্ট হ'য়েছে এখন এর সঙ্গে কিছু ফলফুলারির আয়োজন করগে।

পার্ব্বতী। রাব্‌ড়ি যদি পান ভালই হয়—ভাল দেখে মিষ্টান্ন কিছু আনাবেন।

[পার্ব্বতীর প্রস্থান।

হর। (স্বগতঃ) মা জগদম্বে! আপনারই কৃপায় আমার সংসারটী এক রকম বেশ সোণার ধাতে আস্‌ছিল, কেবল একমাত্র বৌমা

হ'তেই অশান্তিতে পরিপূর্ণ হ'য়ে ছারেখারে যেতে ব'সেছে—বৌমা আমার গৃহলক্ষ্মী হ'য়েও ভাগ্যদোষে হ'তে পার্‌লেন না। আর—আর এক কথা সংসারে একাধারে সকল প্রকার সুখভোগ প্রায় সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। শাস্ত্রে বলে—

'অর্থাগমোনিত্যমরোগিতাচ,
প্রিয়াচ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনীচ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা,
ষড়্জীব লোকে চ সুখানি রাজন্॥'

সংসারের মধ্যে ঐ জনকেই সুখী বলা যায়, যাঁহার নিত্য অর্থাগম বা উপার্জ্জন আছে, কোনও প্রকার রোগাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্থ নহেন, পরিবার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী ও মিষ্টভাষিণী, সন্তান আয়ত্তাধীন ও বশীভূত এবং অর্থকরী, বিদ্যায় পণ্ডিত, শিক্ষিত এই ছয়টী যাঁহার সংসারে বিদ্যমান বা বর্ত্তমান দেখা যায়, তিনিই সংসার লইয়া পরম সুখী। কিন্তু বিধাতা এই ছয়টীর মধ্যে আমাকে একটী সুখে বঞ্চিত ক'রেছেন। বৌমার জন্যেই সুরথ আমার অপ্রিয় অবাধ্য হ'য়েছে, এইটীই বড় দুঃখের বিষয়। আহা! এখন সুরথ আমার অর্থাভাবে মনোকষ্টে কোন্ দেশে প'ড়ে আছে। হায়—হায়, ননী আমার কেমন আছে,—কি ক'র্‌ছে, হয়ত কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে আর বৌমা আমার সেই অম্লশূল পীড়ায় কতই কষ্ট পাচ্ছে, তাদের কোন সংবাদ ঘুণাগ্রেও জান্‌তে পার্‌ছিনে, এর চেয়ে আর কি মনঃকষ্ট হ'তে পারে। এটাও তারা বুঝ্‌তে পার্‌লে না যে অম্লশূল পীড়াটা কেবল অবাধ্য হ'য়ে পিতা বা পিতৃস্থানীয় গুরুজনদিগের হৃদয়ে ব্যথা না

দিলে—বা না লাগলে কখনই এই উৎকট রোগে আক্রান্ত হয় না। যাক্ এ সব আন্দোলন ক'র্‌লে আর কি হ'বে, ঘটনাচক্রে যা ঘটবার তাই ঘ'টে থাকে, এখন যাই—রাধানাথকে ডাক্‌তে পাঠাই, আজগে-কার একাদশীর সেবাটা তার এইখানেই হ'বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

(মলিনবেশে ও রুক্ষকেশে পাগলিনী হইয়া ছোটগিন্নীর প্রবেশ।)

ছোট। (স্বগতঃ) হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি মজা, যাদের জন্যে চুরি ক'র্‌লেম তারাই বলে চোর, আবার যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর, হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার ত কিছুই নয় এ পৃথিবীটা আমার নয় এই কাপড়খানাও আমার নয় এ শরীরটেও আমার নয় হাঃ—হাঃ—হাঃ—তা ব'লে স্বামী শ্বশুরের টাকাগুলো কি আমার হ'তে পারে হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার নিজের রোজগারের যে আমি ছিনিমিনি খেলবো? কৈ আমার কাছেও ত রাখ্‌তে পার্‌লেম না, হাঃ—হাঃ—হাঃ—কৈ ধ'রে রাখ্‌তেও ত পার্‌লেম না,—কৈ নোক্‌ড়োকে আমার স্বামী শ্বশুরের টাকাগুলো চুরি ক'রে এনে দিয়ে তার দুঃখ্যু অভাবও ত ঘোচাতে পার্‌লেম না? কেবল চোর হ'য়ে রইলেম—কেবল চোর হ'য়েই রইলেম। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার শ্বশুরের সোণার সংসারটাকে ছারেখারে দিলেম, রাবণের ধন কেবল

বানরকে লুটিয়ে থাওয়ালেম। এততেও ত বাঁচাতে পারলেম না—তার অভাব দূর কর্ত্তে পার্‌লেম না—তার ত দুঃখ মোচন হ'ল না। সে কেন ফাঁসীকাঠে ঝুল্লো, আমি কেন ঝুলে ম'লেম না; হাঃ—হাঃ—হাঃ—এর জন্যে কাঁদ্‌বো কেন? (করতালি দিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—ক'রে হাস্‌বো—কেবল হাস্‌বো। ভাতার ম'লে সকলে যেমন ষাঁড়ী হ'য়ে দড়ি ছিড়ে যথেচ্ছাচারি হ'য়ে বেড়ায় আমিও তাই হ'য়েছি এখন যা ইচ্ছে তাই ক'র্‌বো। (পেটে হাত দিয়া) উঃ—উঃ—উঃ—গেলেম, গেলেম, বড ক্ষিদে পেয়েছে, ক্ষিদেয় ম'লেম—ক্ষিদেয় ম'লেম—কি থাই, কি থাই—কোথায় যাই, কোথায় যাই—এই যে হ্যাঁগা তোমাদের বাড়ী কি শ্রাদ্ধ না বিয়ে গা, এত লুচী সন্দেশ কি রাস্তায় ফেলে দিতে হয়? তোমাদের বুঝি থাবার কেউ নেই, সব শ্মশান হ'য়ে গিয়েছে, হাঃ—হাঃ—হাঃ—বেশ হ'য়েছে, আমায় ডেকে দিতে পারনি—আমি যে অনেক দিন থাইনে—মনে পড়ে না। (রাস্তায় পতিত উচ্ছিষ্টাদি ভোজন)।

(কতকগুলি স্কুলের ছেলের হোঃ হোঃ শব্দ করিতে করিতে প্রবেশ।)

সকলে।— গীত।

সাঁই ক'রে চলনা সবে খেল্‌বি যদি ঘোঁড়ালুটী।
তা—নইলে খেলিগে চল হাডু ডুডু ছেল কপাটী॥
গুলি ডাণ্ডা খেলিস্‌ যদি খেল্‌বি সাবধানে।
মার্‌বো না ভাই অন্যায় মার, ক'রে ঝগড়াঝাঁটী।
খেলা হ'লে বই খুলে প'ড়বো যতন ক'রে।
লেখাপড়া না ক'র্‌লে পরে, খেতে হ'বে চাঁটী॥

১ম বা। ওরে ভাই দেখ্ দেখ্ সেদিনকার সেই পাগলীটে না ?

ছোট। আ-মর আঁটকুড়ীর বেটারা—(উচ্ছিষ্ট ভাঁড় খুড়ী ছুঁড়িয়া মারিতে উদ্যত)।

(সকলে পাগ্লীকে বেষ্টন করিয়া হাততালি দিয়া পুনঃ পুনঃ)

সকলে। ও পাগ্লি যাদের জন্যে চুরি করি তারাই ব'লে চোর, ওরে ও পাগ্লি যাদের জন্যে চুরি করি তারাই বলে চোর।

(গুরুঠাকুরের প্রবেশ)।

গুরু। এই ছেলেরা—এই ছেলেরা—ওরে ছোঁড়ারা—ওরে ও ছোঁড়ারা —তোরা কি করিস্—কি করিস্—কি ক'র্‌ছিস্।

ছোট। দেখনা বাবা (স্বগতঃ) ইনি আমাদের গুরুঠাকুর নয় (বস্ত্রদ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া দণ্ডায়মান)।

গুরু। এই ছোঁড়াগুলো—এই ছোঁড়াগুলো—অমন ক'র্‌ছিস্ কেন, অমন ক'র্‌ছিস্ কেন। অমন ক'রে পাগ্লিকে ক্ষেপাচ্ছিস্ কেন ? ফের যদি অমন ক'রে পাগ্লিকে ক্ষেপাবি, এই দেখ, এক চড়ে তোদের একধার থেকে সব সিধে ক'রে দেব, তখন তোদের কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিশ্চয়ই বাড়ী যেতে হবে—ফের—ফের তবে দেখ্‌বি (মারিতে উদ্যত)।

১ম বা। (মুখব্যাঙ্গ করিয়া) কে বাবা তুমি নদের চাঁদ গৌরাঙ্গ।

২য় বা। ওরে ভাই ওকে চিনিস্ নে ? ও নদের গৌর নয় উলোর বানর।

(সকলে মিলিয়া গুরুঠাকুরের চতুর্দ্দিকে)।

সকলে। ও বানর কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখ্‌তে যাবি, পাগ্‌লি বুড়ীর বাবা হবি (পুনঃ পুনঃ)।

গুরু। আ-মার ব্যাটারা এমন সব হতচ্ছাড়া ছোঁড়াওত কোথা দেখিনি।

[ছেলেদের হাততালি দিতে দিতে ও গুরুঠাকুরকে ব্যতিব্যস্ত করিতে করিতে প্রস্থান।

গুরু। (স্বগতঃ) আজকাল এমন বখাটে ছেলে সব জন্মেছে যে, বেটা-দের দৌরাত্মিতে রাস্তা চলা দায় হ'য়ে উঠেছে (প্রকাশ্যে) কে বাছা তুমি আমায় দেখে অমন ক'রে চ'লে যাচ্ছ! মুখখানি দেখি (দেখিয়া ঘৃণার সহিত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) একি—একি—ছোটমা—ছোটমা, বেশ বেটী, এই তোর কর্ম্মফলের পরিণাম। একেই ত বলে ভগবানের মার—বেটী মনে আছে কি ? তুই না বলেছিলি আপ-নার জনের দুঃখ ক্লেশ নিবারণের চেয়ে, জগতে আর পূণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নেই, এতেই, মুক্তি, মোক্ষ, সবই পাওয়া যেতে পারে। বেটী জানিস্‌ নে, যাদের জন্যে তুই গুরুপুরুতের চিরকালের বৃত্তি উচ্ছেদ ক'রে, সেই টাকায় যাদের দুঃখ্যু ক্লেশ দূর ক'র্‌তে গিয়েছিলি, তারা এখন কোথায়, আর তুই বা এখন কোথায়, তুই বা তাদের কি কল্লি। ভগবান না মুখ তুলে চাইলে, কার' দুঃখ্যু কেউ দূর ক'র্‌তে পারে না। আজকাল প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ভাতার খাগি রাঁড়িরা, পুত্র কন্যা বিহীনা অবীরারা; যাদের প্রাতঃকালে মুখ দেখ্‌তে নাই, যাদের মুখ-দর্শন ক'রে যাত্রা ক'র্‌তে নাই, যাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন

ক'র্‌তে নাই, এমন কি যাদের প্রণাম করলেও পাপগ্রস্ত হ'তে হয়, সেই সকল অবীরা—রাঁড়ীরা, যারা ধিঙ্গী হ'য়ে স্বামী শ্বশুরের সোণার সংসারকে ছারে খারে দিয়ে, যথা সর্ব্বস্ব চুরি চামারি ক'রে এনে, ভাই বোনের সংসারের অভাব দূর ক'রে, তাদের সৌভাগ্যশালী ক'র্‌তে যায়, তাদের পরিণাম এই দেখনা,—ছোটগিন্নীকে দিয়ে। ধিক্—ধিক্—তোর জনমে ধিক্, তোর বুদ্ধিকে ধিক্—আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলে কি হবে? জগতে কে কার আপনার-তাত সব দেখলি —চিনলি—কেউ কার নয়, এক ভগবান রাধবল্লভ জীউ ভিন্ন দুনিয়াতে কেউ আপনার নয়—আর হবে না। এখন কেঁদে কেঁদে, এক মুঠো অন্নের জন্যে, এমন ক'রে পথে পথে ঘুরে বেড়ালে আর কি হবে; এতে তোমার বংশমর্য্যাদার হীনতা, আর আমাদের ন্যায় গুরুর নিন্দা বৈ আর কিছুই হবে না। আমার সঙ্গে চল, শেষ অবস্থাটা আমার বাড়ীতে গিয়ে রাধাবল্লভজীউর প্রসাদ পেয়ে সুখে দুঃখে একরকম ক'রে কালকাটাবে চল।

ছোট। (পায়েপড়িয়া ক্রন্দন) আমি—আমি—আমি, আমাকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিয়ে, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্ত্তে হবেই হবে।

গুরু। ক্ষমা করবার কর্ত্তা সেই এক রাধাবল্লভ জীউই আছেন। আর কাঁদলে কি হবে মা? যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে, তোমায় ক্ষমা তিনিই ক'র্‌বেন, আমি তাঁর দাসানুদাস। আর এককথা এই যে, আমি যে রাধাবল্লভজীউর সেবা ক'রে দু'বেলা দু'মুঠো প্রসাদ পেয়ে আস্‌ছি, সেটাও জান্‌বে, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের

কীর্ত্তি। এতে তোমার মান, অপমান, লজ্জা নেই—চল—আমার সঙ্গে চল।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(দৃশ্য—Panoramic scene)

বৈদ্যনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থিত দেবালয়।

(জনৈক পাণ্ডার সহিত হরচন্দ্র ও পার্ব্বতীর প্রবেশ)।

পাণ্ডা। বাবুজি আইয়ে আইয়ে, দেখিয়ে হিঁয়া কুচ দিজিয়ে, ইয়ে শ্যাম কার্ত্তিককো মূর্ত্তি। ইয়ে পার্ব্বতী মাইকো মূর্ত্তি ; হিঁয়া কুচ চড়াইয়ে —আইয়ে ইয়ে নীলকণ্ঠ মহাদেও বাবা, পূজা কিজিয়ে। দেখিয়ে বাবুজি, ইয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ, কুচ ভোগ চড়াইয়ে। ইয়ে অন্নপূর্ণা মাই হ্যায়, হিঁয়া কুচ পূজা চড়ানেসে অন্ বস্ত্রকা কষ্ট নেই হোতা। ইয়ে কালী মায়িকা মূর্ত্তি। দেখিয়ে ইয়ে ভোগমন্দির হ্যায়। দেখিয়ে, বাবুজি ইয়ে সমাধি আশ্রম। আইয়ে বাবুজি আনন্দ ভৈরব দেখিয়ে; ইয়ে রামলছমন জী—হিঁয়া কুচ পূজা চড়াইয়ে। ইয়ে দেবী সিংহ-বাহিনী, আইয়ে বাবুজি হিঁয়া দেখিয়ে ইয়ে সূর্য্যনারায়ণ জীউ হ্যায়। ইয়ে দেখিয়ে সাক্ষাৎ সরস্বতী মাইকো। ইয়ে মহাবীর হনুমানজী—হিঁয়া কুচ পূজা চড়াইয়ে। আউর অইয়ে, দরশন করিয়ে কুবের

মহারাজজীকো—ইয়ে কালভৈরবজী, ইয়ে সন্ধ্যামাঈ। ইয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা। ইনে আইয়ে, আইয়ে, দেখিয়ে ইয়ে সিদ্ধিদাতা গঁড়েশজী। আউর ইয়ে গঙ্গামাই হ্যায়।

(হরচন্দ্র ও পার্ব্বতীর প্রত্যেক দেবদেবী মুর্ত্তির নিকটে প্রণামী দিয়া প্রণাম)।

পাণ্ডা। আইয়ে বাবুজি ইদার আইয়ে দেখিয়ে জয় দুর্গাদেবী মাইকো দরশন করিয়ে, হিঁয়া ষোল আনাকো পূজা জরুর চড়ানে চাহিয়ে—ইস্‌মে আব্‌লোগনকো যো মর্জি। বাবুজি দেখিয়ে—এই দেবী মাইকো পাস্—হিঁই পর বলিদান হোতে হৈঁ। দক্ষ যজ্ঞভ্রষ্ট হোনেকা বাদ, সতীমায়িজীকো হৃদয় এহি স্থান পার গিরা থা। কল্‌কত্তাকো যৈসেন্ কালীমায়ীজী হ্যায়। তৈসে এই স্থান জয়দুর্গামায়ীজীকো মহাপীঠস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।—

(৺বৈদ্যনাথের মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরোপরি বস্ত্রাচ্ছাদিতধন্নাবস্থায় সুরথ)

পার্ব্ব। এখানেও তারকেশ্বরের মতন ধন্না দেবার প্রথা আছে না কি? এই দেখুন না—কে একজন ধন্না দিয়ে রয়েছে।

পাণ্ডা। হাঁ হাঁ মাজি—হিঁয়াভি প্রথা হ্যায়—লেকেন তারকনাথজীসে হিঁয়া ধন্না দেনেকো প্রথা কুচ স্বতন্ত্র। হিঁয়া উপবাসী হোকে কৈকো ধন্না দেনেকো হুকুম নেহি হ্যায়, কৈ এক দফে বৈদ্যনাথজীকা কুচ প্রসাদ আউর চরণামৃত খাকে রহেনে হোতা হৈ।

হর। কাহে! পাণ্ডাজী ইয়ে কেইসি নিয়ম পদ্ধতি হ্যাঁয়?

পাণ্ডা। ক্ষুধামে অন্তরাত্মাকো দুখ দেনেসে কেইসে ভগবান বৈদ্যনাথ-জীকো ধ্যান ধারণা আয়েগা।

পার্ব্ব। এটা অতি সুন্দর নিয়ম।

পাণ্ডা। চলিয়ে—বাবুজি মন্দিরকা ভিতর চলিয়ে—বৈদ্যনাথজীকো পূজা দরশন কর্‌নেকো চলিয়ে।

। বৈদ্যনাথের মন্দিরাভ্যন্তরে সকলের প্রস্থান।

(মন্দির হইতে প্রধান পাণ্ডার বহির্গমন)।

প্র-পাণ্ডা। (মন্ত্রপাঠ দ্বারা সুরথের গাত্রে শিবগঙ্গাবারি সিঞ্চন)—

"ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, রোগঃ শান্তিঃ, ঔষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ, বিশ্বদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, সর্ব্বাপদ শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।"

ওঁ শান্তিরস্তু শিবঞ্চাস্তু বিনশ্যন্তু শুভঞ্চ যৎ।
যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥
ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তিঃ।"

বাবা সুরথ্‌ তোম্‌রেত মনস্কাম সফল হোগেই উঠ বাবা উঠ। দেখ বাবাজী—জপ কর্‌তে কর্‌তে সব প্রত্যক্ষ দেখলিয়া মালুম হোগেই, উঠিয়ে উঠিয়ে, বাসাপর চলিয়ে, যো মিলগেই উসিমে বিশ্বাস করনা চাহে—তেরা সুফল মিলগেই।

সুরথ। কৈ বাবা সুফলত আমার মেলেনি। আমরা মহাপাপী সেই জন্যে কি—

প্র-পাণ্ডা। যো মেলগেই উসিপর বিশ্বাস অউর ধ্যান করনা চাই আউর ধন্না দেনেকা কুছ ফয়দা নেহি—

সুরথ। কৈ বাবা এখনও ত সুফল মেলেনি।

প্র-পাণ্ডা। (বিরক্তি সহকারে) ঝুট—ঝুটাবাৎ। আলবাৎ মেল্‌গেই—যো তেরা মরজী হোয়—করো।

[প্রস্থান।

সুরথ। (স্বগতঃ) আমি যা দেখলেম—সেটা কি স্বপ্ন? কৈ তার ফলাফলত কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। কোথা হ'তে কে যেন একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী এসে আমার চুলে মুঠী ধ'রে বল্লে, তোরা মহাপাপী, সাক্ষাৎ পরম দেবতা স্বরূপ পিতার হৃদয়ে পদে পদে ব্যথা দিয়েছিস্।—জানিস্‌নে তাতেই অম্লশূল জন্মেছে, তোর পিতার সন্তোষ আর তাঁর চরণামৃতই মহোষধ। তবে এখন কি করি, কোথা যাই—তাঁর দেখাই বা কোথা পাই। রোগীর যেরূপ আসন্নকাল উপস্থিত, তাকে একলা ফেলেই বা যাই কি ক'রে—না! বিশ্বাস হ'চ্ছেনা আমি মহাপাপী—অবিশ্বাসী—আর একবার দেখি।

(বিমানে হংসোপরি দেববালাগণের আবির্ভাব)

গীত।

"বিশ্বাসোহি ধর্ম্মমূলংহি"—এটা তুমি জান না!
বিশ্বাসে স্বর্গ মেলে ইথে অবিশ্বাস ক'র না॥
কোথা হ'তে এসেছ ভবে, শেষে কোথা যেতে হ'বে,
বড়ই দুঃখ রয়ে যাবে ভেবে একবার দেখিলে না॥

জনক্‌জননী হ'তে, এসেছ এই ভবেতে।

দেখে শুনে বুঝে সুঝে, বুঝ্‌তে কিন্তু পার্‌লে না॥

কে কোথায় পেয়েছে সুখ্‌, জনকেরে দিয়ে দুখ্‌।

মরমে মরিতে হয় দিলে মরমে বেদনা॥

[দেববালাগণের অন্তর্দ্ধ্যান।

সুরথ। (উঠিয়া) আবার, আবার—আবার তাই—আবার যে তাই—না! এটা—স্বপ্ন নয় এটা নিশ্চয়ই প্রত্যাদেশ—বাবা বৈদ্যনাথের খেলা। এবারে কিছু নূতনত্ব দেখ্‌লেম আঃ অকস্মাৎ কোথা হ'তে বাবা এলেন মা এলেন। তাঁদের দেখা পেয়ে—তাঁদের সম্মুখে অনুতাপের কান্না কতই কাঁদ্‌লেম। আমার কান্না দেখে, বাবা—তাচ্ছিল্য ক'রে পা বাড়িয়ে দিয়ে—হেসে কোথায় চলে গেলেন, আর দেখ্‌তে পেলেম না আঃ হা—হা—এখন কি করি—কি করি (উন্মত্তাবস্থায়) এখন কি করি কোথায় যাই, কোথায় গেলে তাঁদের দেখা পাই—কি করি হায়—হায় কিকরি সম্মুখে পেয়েও হারালেম, ধিক্‌ আমার অবিশ্বাসী জীবনে।

(পাণ্ডার সহিত হরচন্দ্র ও পার্ব্বতীর মন্দির হইতে বর্হিগমন)।

হর। এ—কে এ-কে এমন অবস্থায়—কেও সুরথ—সুরথ—সুরথ—এখানে!

পার্ব্বতী। বাবা, বাবা—বাবা সুরথ বৌমা কোথায়! কেমন আছে বেঁচে আছে?—তোমার এ দশা কেন?

সুরথ। (বিস্ময়ে) এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—বাবা মা—মা—(চরণে পতিত হইয়া) আমি—আমি—অপরাধী বিষম অপরাধে অপরাধী। আঃ হা—হা—পিতা মাতা যে কি বস্তু এতদিনে বুঝ্‌তে পার্‌লেম—চিন্তে

পার্‌লেম।—দয়ার সাগর।—আঃ হা হা পিতামাতাই যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ-দেবতা আমি মূর্খ্য—অতিশয় মূর্খ্য—হীনবুদ্ধিতে মোহবশতঃ তাই এতদিন বুঝ্‌তে পারিনে—চিন্তে পারিনে—এখন বেশ বুঝেছি আপনারাই আমার পূজ্য এবং আরাধ্য। আঃ হা হা আপনাদের এখন কি দিয়ে পূজা ক'র্‌বো, আমার ত কিছুই নাই—কিছুই দেখ্‌তে পারছিনে আপনারাই আমার সর্ব্বস্ব আঃ হা হা।

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ॥"

হর। (ক্রন্দনস্বরে) পার্ব্বতী, আমাদের এখানে কে নিয়ে এল'—কেন নিয়ে এল'—জানি না, বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

পার্ব্ব। (ক্রন্দনস্বরে) আমি কি ব'লবো—আমি কি ব'লবো।

(উভয়ে সুরথকে উত্তোলন ও পরস্পর পরস্পরের
দর্শনে প্রেমাশ্রুবর্ষণ)।

সুরথ। (ক্রন্দনস্বরে) মা—মা—আপনার বৌ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা—এতক্ষণ বেঁচে আছে কিনা তা জানি না—তবে আপনাদের চরণ দরশন পেয়েই ভরসা হ'চ্ছে।

পাণ্ডা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) এ কেয়া বাবুজী—কেয়া হুয়া বাবুজী চলিয়ে বাণগঙ্গা—শিবগঙ্গামায়ীকো দরশনস্পর্শন্ করনেকো চলিয়ে।

হর। না পাণ্ডাজী—এখন আর আমাদের শিবগঙ্গা দরশন করা হবে না। থোড়া চরণামৃত লেকে ডেরাপর চলিয়ে।

পার্ব্ব। পাণ্ডাজী—আশীর্ব্বাদ করুণ, বাসায় গিয়ে আমরা যেন বৌমাকে

আর আমার ননীগোপালকে সুস্থাবস্থায় দেখ্‌তে পাই।—মন বড়ই চঞ্চল হ'য়েছে।

পাণ্ডা। হাঁ—হাঁ—হাঁ—আলবৎ মিলেগা—জরুর মিলেগা—হামরা যো মিল্‌না হ্যায়—প্রণামী ঠো-দিজিয়ে—

হর। চল সুরথ, কোথায় বাসা ক'রেছ—কোথায় বৌমা আছেন চল।

(কতকগুলি-দরিদ্র-ভিখারি পাণ্ডা ও স্ত্রীলোকদের কুলী মালা ও চরণামৃত লইয়া প্রবেশ এবং হরচন্দ্র সুরথের গলে মালা ও কপালে কুলীর ফোঁটা দিয়া ভিক্ষার জন্য হুড়াহুড়ি)।

ভি-পাণ্ডারা। (সকলে হরচন্দ্র ও সুরথের পিঠ চাপড়াইয়া) সফল মিল গিয়া, সফল মিল গিয়া, সফল মিল গিয়া। হাম লোক ভিখনেহি মাঙ্গাতা হ্যায়—খানে মাঙ্গতা—হাম লোক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হ্যায়, পুরী মিঠাই পেঁড়া খেলানেকো হুকুম হো যায়।

হর। সব মিলে গা, সব মিলে গা—মেরা বৌমা আরোগ্য হোনেসে সব কৈকো ভোজন মিলে গা।

সকলে। আরোগ্য হো গেই বৈদ্যনাথজীকো কৃপাসে হোগেই হাম লোগেনকো আভি কুছ দিজিয়ে—কুছ দিজিয়ে—কুছ দিজিয়ে।

[ইত্যাকার গোলমাল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।



বৈদ্যনাথের পথ।

(হরচন্দ্র, পার্ব্বতী, সুরথ ও তৎপশ্চাৎ ভিখারিগণের ও কুষ্ঠদিগের প্রবেশ)।

১ম ভি। একঠো ডবল দে যা মাইয়া, ভুখি হ্যায় মাইয়া, মুড়ি আউর গুড় খায়েগা মাইয়া।

২য় ভি। বাবা—হামকো একঠো পয়সা দে বাবা, মেরা লেড়কা লেড়কিকো দুধ্ পিলায়েগা, তেরা বাল বাচ্ছাকো ভালা হোগা।

১ কুষ্ঠ। এ রাণীমাই—এ রাজা বাবা—হামকো একটো পাইভি নেই মিলা, বৈদ্যনাথজীকো আশীষসে তেরা ভালা হোগা। বাল বাচ্ছা, ভালা রহেগা—ভালা রহেগা।

পার্ব্ব। (কাঙ্গালীদের পয়সা ছড়াইয়া ভিক্ষা দেওন)।

[কাঙ্গালীরা তাহা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান।

হর। সুরথ, বৌমার অবস্থা এখন কিরূপ?

সুরথ। শোচনীয়।

হর। কা'কে দেখান হ'চ্ছে।

সুর। ডাক্তার কবিরাজ একে একে সকলকেই দেখান হ'য়েছিল—

কেউ কিছু কর্ত্তে পাল্লে না। তারপরে একজন হাকিমকে দেখান হচ্ছে, সেও এক রকম জবাব দিয়েছে।

হর। হুঁঃ—তারপর ননী কেমন আছে?

স্থর। এখানে আস্‌বার পর আপনাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে হেদিয়ে হেদিয়ে তার জ্বর হ'য়েছিল, সেই জ্বর কোন রকমে ছাড়্‌ছে না। দু চার দিন থাকে ভাল—আবার আপনাদের জন্যে কেঁদে কেঁদে ফের রিল্যাপ্স্‌ হয়।

(ভিখারি ঢাকিদের ঢাক বাজাইতে বাজাইতে ও ঢাকের বোল আওড়াইতে আওড়াইতে প্রবেশ)।

ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যা—ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌।
বৈজ্‌-নাথের মোরা চ্যাং॥
টঙ্কা দিলে সুখ্‌ পাবি,
স্বর্গে যাবি তুলিয়ে ঠ্যাং।
ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যা-ঢ্যাঙ্‌, ঢ্যাঙ্‌॥

হর। এরা আবার কারা?

স্থরথ। এরাও ভিখারি।

ঢাকি। (হরচন্দ্র পার্ব্বতী ও স্থরথকে সম্মুখে রাখিয়া পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে ঢাক বাজাইতে বাজাইতে নৃত্য—এবং হরচন্দ্রের নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তিমাত্রেই বাদ্যসহকারে নাচিতে নাচিতে প্রস্থান)।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।



৺ বৈদ্যনাথের পাণ্ডাদের বাটীর মধ্যস্থিত কক্ষ।

(অন্নপূর্ণা রুগ্নাবস্থায় শায়িতা ও তৎপার্শ্বে
ননীগোপাল নিদ্রিত)।

অন্ন। (উৎকট চীৎকার স্বরে) কেরে—কেরে—কেরে। ওখানে দাঁড়িয়ে কেগা তোমরা? ননী—ননী—ননী—ঐ দেখ্ দেখ্ দেখ্ তোর ঠাকুরমা আর দাদাবাবু এসেছেন—দেখ্ (উঠিয়া বসিয়া) দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ নে? এই যে—এই যে—বাবা আমার মাথায় পা দিয়ে হেঁসে হেঁসে ব'ল্‌ছেন—"পুত্রবধূ আর কন্যা উভয়েই সমান—একবার ওঠ মা, ননীকে কোলে কর, তুমি ভাল হ'য়ে গিয়েছ" (নিস্তব্ধ)। আমাকে দেখে ঠাকরুণ ঘোমটা দিলেন কেন?—আমি আপনার অবোধ বোকা মেয়ে, বড় দুঃখে বড় কষ্টে প'ড়েছি—বড়ই কষ্টে আছি—ঐ যা—চোলে গেলেন—দূর হোক্‌গে (শয়ন)।

(ব্যস্তভাবে লক্ষীয়া মহারাজনী ও বৈদ্যনাথের
পাণ্ডার প্রবেশ)।

লক্ষী। এ মাইয়া—এ মাইয়া—কা হুয়া—কা হুয়া—কাওয়াস্তে এতনী চিল্লায়া।

অন্ন। (ক্ষীণস্বরে) আঃ—আঃ মাতাজী জল—জল—জল।

লক্ষ্মী। (জল দেওন ও ব্যজন।)

অন্ন। আঃ—আঃ—আঃ ননী কোথায়! আমি কোথায়।

লক্ষ্মী। ঠাণ্ডা হো যাও, মাইয়া ঠাণ্ডা হো যাও, ডর কেয়া বৈদ্যনাথ জীউর দোঁহাসে আরোগ্য হোযাগ'।

বৈ-পাণ্ডা। দেখি মাইয়া, তু কেসা হ্যায় দেখি—(হাত দেখিয়া) রে লক্ষ্মীয়া আজ হাকিম্ সাব সবেরমে আচ্ছা দাওয়াই দেগিয়া, এক্‌দম বোথার ছুট গেই।

(হরচন্দ্র পার্ব্বতী ও সুরথের প্রবেশ)

অন্ন। জল—জল—থোড়া জল।

পার্ব্বতী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) কৈ কৈ আমার বৌমা—বৌমা কোথায় ননী ননীগোপাল কোথায়?

অন্ন। এই যে—এই যে মা—মা বাবা কোথায়—এসেছেন?

হর। এই যে মা আমি এসেছি—ননী কোথায়।

সুরথ। ও ননী—ও ননী—ননী ওঠ তোমার দাদাবাবু এসেছেন চেয়ে দেখ।

ননী। কৈ—কৈ—আমি যে উঠ্‌তে পালছিনি—বাবা আমায় ধলে তুলুন না—তাঁদের জন্যে কেঁদে কেঁদে আমাল জল তেষ্টা পেয়েছে—গা গলম হ'য়েছে—উঠতে পালছিনি।

হর। (ননীর নিকটে যাইয়া) এই যে গোপাল—আমারা এসেছি।

ননী। যাও—আপনাদেল সঙ্গে কথা কবনা আমি কেঁদে কেঁদে ম'লে গেলুম।

পার্ব্বতী। এস দাদাভাই এস, আমার সঙ্গে কথা কইবেনা।

ননী। থাকুল মা এসেথেন আমি উঠ্‌থে পাচ্ছিনে কোলে কলুন।

অন্ন। (ক্ষীণস্বরে) বাবা—বাবা মা—মা আমায় একটু পায়ের ধুলো দিয়ে এ যাত্রা রক্ষে করুন, বড় যন্ত্রনা বড়ই যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি এখন খুব বুঝেছি খুব আক্কেল পেয়েছি একটু জল—জল তৃষ্টায় ছাতি ফেটে গেল, গুরুজনের হৃদয়ে ব্যথা দেওয়ার পরিণামের ফলে অম্লশূল পীড়ায় খুব যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌ছি জল—জল—জল—আমাকে এ যাত্রায় পরিত্রাণ কর্ত্তেই হবে। ক্ষমা কর্ত্তেই হবে, আর পারিনে—আর পারিনে, আর সহ্য হয়না—আর কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারছিনে, বড় যন্ত্রণা—বড় যন্ত্রণা, মলেম—মলেম একটু জল।

হর। ভয় কি মা—ভয় কি আমরা যখন এসে পড়েছি তখন আর ভয় কি। স্থির হও মা একটু স্থির হও, ভগবান বৈদ্যনাথই তোমাকে আরোগ্য করবেন আমরা কেবল উপলক্ষ্য মাত্র।

ননী। দাদাবাবু দাদাবাবু আজ থেকে এই—এই আপনার সঙ্গে একটীও কথা কব না।

হর। কেন ভাই?

ননী। এই দেখুন না, এই দেখুন না আপনাল উপল লাগ ক'রে থাকুল-মার কোলে থুয়ে আছি আমার কেঁদে কেঁদে গা গলম হ'য়েছে তিন দিন কিছু থাইনে আমি দালিম থাব—বেদানা থাব—অঙ্গুল থাব—আমায় দেবেন—তবে আপনাল কোলে যাব?

হর। এস ভাই এস আঙ্গুর খাবে ডালিম খাবে? ডালিম আঙ্গুরের অভাব কি দাদা তোমার জন্যে আমি বাক্স বাক্স কিনে এনেছি একবার কোলে এস।

ননী। আমি উক্তে পালছিনে—কৈ—কৈ দেখি দেখি।

বৈ-পাণ্ডা। বাবা সুরথ ইয়ে লোক আপ্‌নেকো—

সুরথ। (ক্রন্দন স্বরে) ইনি আমার বাবা ইনি আমার মা আর আপনি আমার ধর্ম্মপিতা (লক্ষ্মীয়ার প্রতি) উনি আমার ধর্ম্মমাতা।

বৈ-পাণ্ডা। হাঁ—হাঁ—হাঁ এইসে (হরচন্দ্রের প্রতি) বাবুজী জীতারহ, জীতারহ ঘাবড়াওমৎ ভাবনা কেয়া এৎনে রোজ হামলোক নিজপুত্র আউর কন্যাকা মাফিক এ লোককো বহুত যতনসে রাখ দিয়া, আপলোগ পঁহুচগেই আবলোগনকো প্রাণধন আবলোক লিজিয়ে হাম লোগন কো ছুট্টি দিজিয়ে।

হর। সেকি পাণ্ডাজী আপনারা ছুটী চাচ্ছেন কি? আপনার উদারতার এ ঋণ এজন্মে আমরা পরিশোধ ক'র্‌ত্তে পারবো না।

সুরথ। (গললগ্নী কৃতবাসে সজল নয়নে) মা—বাবা আমি অবোধের ন্যায় মোহ বশতঃ অবাধ্য হ'য়ে আপনাদের চরণে শত শত অপরাধে অপরাধী। আশীর্ব্বাদ করুন পরিণামে আর যেন মোহের বশীভূত হ'য়ে আমাদের মতি গতি আপনাদের ঐ শ্রীচরণ হ'তে বিচ্যুত না হয়। বেশ বুঝতে পেরেছি আমার এই দুর্লভ মানব দেহ এ আপনাদেরই—

"অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবামি হৃদয়াদভিজ্ঞাতবান্।
আত্মা বৈ পুত্রনামাহং পিতর্মাতুঃ পৃথকৃতনুঃ॥"

পিতা এবং মাতার আত্মাই পুত্রনামে আমি পৃথক দেহ ল'য়ে জন্মেছি মাত্র, কারণ পিতা ও মাতার সর্ব্বাঙ্গের সার—শুক্র ও শোণিত

এবং পিতামাতার হৃদয় হইতে অভিজাত হ'য়েছি; সুতরাং এ জগতে আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু আর কেহই নাই।—

"পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা॥"

সকলে। জয় জয় জয় বৈদ্যনাথজীকি জয়, জয় জয় শ্রীরাম চন্দ্রজীকি জয়।

(গৈরিক বসন পরিধায়ী ভিখারী ও ভিখারিণীদিগের প্রবেশ)।

গীত।

ভিখারী। জয়, জয়, জয়, জয় দিলেই কি হয় জয়।
ভিখারিণী। জয় ক'র্‌তে গেলে, আপনাকে আগে চিন্‌তে হয়॥
সকলে। কোথা হ'তে এসেছো ভবে, কোথা শেষে যেতে হ'বে।
আগে সেটা ভেবে দেখে তবে দিও জয়॥
ভিখারী। জয়, জয়, জয়, জয় দিলেই কি হয় জয়।
ভিখারিণী। জয় ক'র্‌তে গেলে, আপনাকে আগে চিন্‌তে হয়॥
সকলে। সংসার চক্রে প'ড়ে, জ্বলিতেছ হাড়ে নাড়ে।
ইচ্ছে হয় না কি—ক'র্‌তে জয় মোহ মায়ায়॥
ভিখারী। জয়, জয়, জয়, জয় দিলেই কি হয় জয়।
ভিখারিণী। জয় ক'র্‌তে গেলে, আপনাকে আগে চিনতে হয়॥
সকলে। মোহ যদি ঘুচে যায়, তবে কি আর থাকে ভয়।
কি ভয়, কি ভয়, ব'লে তখন অভয় দিবে জয়॥

ভিখারী। জয়, জয়, জয়, জয় দিলেই কি হয় জয়।

ভিখারিণী। জয় ক'রতে গেলে, আপনাকে আগে চিন্‌তে হয়॥

সকলে। ক'র্‌তে পার্‌লে চিত্ত জয় পাবে সেই হিরণ্ময়।

এখন খালি খালি বল' জয় দর্শক বৃন্দের জয়॥



যবনিকাপাতন।

